ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ১ম পত্র

অধ্যায়-৩: খুলাফায়ে রাশেদিন

প্রশ্ন ▶১ জনাব 'ক' অধ্যক্ষ হিসেবে কলেজের দায়িত্ব গ্রহণ করে কিছু বিষয়ের ওপর অধিক গুরুত্ব দেন। যেমন, কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত তিনি একা গ্রহণ না করে বরং শিক্ষক পরিষদের সাথে আলোচনা করে তা গ্রহণ করেন। পূর্বে কলেজের কোনো আর্থিক ফান্ড ছিল না। নতুন অধ্যক্ষ ব্যাংকে একাউন্ট খুলে কলেজের সকল আয় সেখানে সংরক্ষণ করেন। দৈনন্দিন খরচ বাদ দিয়ে উদ্বৃত্ত অর্থ তিনি সেখানে সংরক্ষণ করেন। তাছাড়া উদ্বৃত্ত অর্থ তিনি কলেজের উন্নয়ন ও বৃত্তি আকারে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। *[ঢা. বো. '১৭]*

ক. হযরত ওমর (রা) কত খ্রিষ্টাব্দে খিলাফতে অধিষ্ঠিত হন? ১

খ. খালিদ বিন ওয়ালিদ ইতিহাসে বিখ্যাত কেন? ব্যাখ্যাসহ লেখো। ২

গ. সিদ্ধান্ত গ্রহণে নতুন অধ্যক্ষের গৃহীত ব্যবস্থার সাথে হযরত ওমর (রা)-এর কোন প্রশাসনিক ব্যবস্থার সামঞ্জস্য দেখা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের 'উদ্বৃত্ত অর্থ' বিষয়ে অধ্যক্ষের পদক্ষেপে হযরত ওমর (রা)-এর নীতির প্রতিফলন লক্ষণীয়— উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক হযরত ওমর (রা) ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে খিলাফতে অধিষ্ঠিত হন।

খ দক্ষ ও সুকৌশলী বীর সেনাপতি হিসেবে খালিদ বিন ওয়ালিদ ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন।

প্রাথমিক জীবনে কুরাইশদের সেনাপতি হিসেবে যুদ্ধ করলেও হুদায়বিয়ার সন্ধির পর (৬২৮ খ্রি.) খালিদ বিন ওয়ালিদ ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর রাসুল (স)-এর সময়ে হুনায়ুনের যুদ্ধ, তায়েফ বিজয়, তাবুক অভিযানে দক্ষতার সাথে যুদ্ধ করে তিনি ইসলামের বিজয় ত্বরান্বিত করেন। তাছাড়া রাসুল (স)-এর মৃত্যুর পর ইয়ামামার যুদ্ধে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে তিনি ভণ্ডনবিদের শায়েস্তা করেন। এরপর জীবিত থাকা পর্যন্ত তিনি ইসলামের সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে ইসলামের বিজয় ছিনিয়ে এনেছেন। ইসলামের খেদমতে বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্যই তিনি ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন।

গ সিদ্ধান্ত গ্রহণে নতুন অধ্যক্ষের গৃহীত ব্যবস্থার সাথে হযরত ওমর (রা)-এর প্রশাসনিক ব্যবস্থার অন্যতম দিক মজলিস-উশ-শুরা বা পরামর্শসভা গঠনের মিল রয়েছে।

হযরত ওমর (রা) ছিলেন গণতন্ত্রমনা। তার প্রশাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল গণতান্ত্রিক শাসন। আর এ আদর্শ দ্বারাই তিনি প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ইসলামি গণতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশ সাধন করেন। কুরআন-হাদিসের আলোকে জনগণের ইচ্ছার প্রতি খেয়াল রেখে তিনি পরামর্শভিত্তিক প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। আর তার এ বৈশিষ্ট্যেরই প্রতিফলন লক্ষ করা যায় নতুন অধ্যক্ষের গৃহীত ব্যবস্থার মধ্যে।

কলেজের নতুন অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে জনাব 'ক' সকল বিষয়ে শিক্ষক পরিষদের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। হযরত ওমর (রা)ও শাসনকার্য পরিচালনার জন্য মজলিস-উশ-শুরা বা পরামর্শসভা গঠন করেছিলেন। যেকোনো সমস্যা তিনি কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক মজলিস-উশ-শুরার সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে সমাধান করতেন। তিনি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'পরামর্শ ব্যতীত কোনো খিলাফত চলতে পারে না।' তার গঠিত পরামর্শসভা দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল। যেমন- ক. মজলিস-উল-আম এবং খ. মজলিস-উল-খাস। মহানবি (স)-এর ঘনিষ্ঠ ও বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবা এবং মদিনার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে মজলিস-উল-আম গঠিত ছিল। এরা রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। অন্যদিকে দৈনন্দিন কার্যাদি সম্পাদনের জন্য অল্প সংখ্যক মুহাজিরিন নিয়ে মজলিস-উল-খাস গঠিত ছিল। হযরত ওমর (রা) মজলিস-উশ-শুরা ছাড়াও রাজ্য শাসনের ব্যাপারে সাধারণ জনগণের মতামত গ্রহণ করতেন। হযরত ওমর (রা)-এর উল্লিখিত আদর্শেরই প্রতিফলন ঘটেছে নতুন অধ্যক্ষের গৃহীত কর্মকাণ্ডে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত 'উদ্বৃত্ত অর্থ' বিষয়ে অধ্যক্ষের গৃহীত পদক্ষেপে হযরত ওমর (রা)-এর রাষ্ট্রীয় কোষাগার হিসেবে বায়তুল মাল পুনর্গঠন নীতির প্রতিফলন লক্ষণীয়।

হযরত ওমর (রা) ছিলেন জনকল্যাণকামী ও ন্যায়ের উজ্জ্বল আদর্শ। খলিফা হিসেবে তিনি ইসলামের আদর্শকে ধারণ করে সর্বদা জনকল্যাণে ব্রতী হয়েছেন। তাই খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থা গড়ে তোলেন। তিনি ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার সরকারি কোষাগার হিসেবে বায়তুল মালকে পুনর্গঠন করেন। বিভিন্ন উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করে রাষ্ট্রীয় খরচ বাদে উদ্বৃত্ত অর্থ বায়তুল মাল বা কেন্দ্রীয় অর্থ তহবিলে জমা করা হতো। এ অর্থই বিভিন্ন খাতে সরকারিভাবে বণ্টন করা হতো। উল্লিখিত নীতিরই প্রতিফলন লক্ষ করা যায় উদ্বৃত্ত অর্থ বিষয়ে অধ্যক্ষের নেওয়া পদক্ষেপে।

কলেজের নতুন অধ্যক্ষ কলেজের ব্যয়ভার বহনের জন্য একটি আর্থিক ফান্ড গড়ে তোলেন। এ ফান্ডে তিনি কলেজের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের পর উদ্বৃত্ত অর্থ জমা রাখেন এবং এ অর্থ কলেজের উন্নয়ন ও বৃত্তি হিসেবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বণ্টন করেন। একইভাবে হযরত ওমর (রা) বায়তুল মাল সংস্কার ও পুনর্গঠন করে সকল প্রদেশে এর শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। বায়তুল মাল প্রধানত তিন প্রকারের ছিল। ক. বায়তুল মাল আল খাস- এটি ছিল শাসক ও অভিজাতদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। খ. বায়তুল মাল আল আম-এটি খিলাফতের রাষ্ট্রীয় বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে পরিচিত ছিল। গ. বায়তুল মাল আল মুসলেমিন- এটি ছিল ইসলামি রাষ্ট্রের দ্বিতীয় রাজকোষাগার। বায়তুল মালের এ শাখা সমাজকল্যাণমূলক কাজ, যেমন- রাস্তাঘাট, সেতু, মসজিদ, মাদ্রাসা নির্মাণ, এতিম ও দরিদ্রের সাহায্যদান ইত্যাদি কর্মকাণ্ড পরিচালনা করত।

পরিশেষে বলা যায়, জনকল্যাণকামী চিন্তা-চেতনা ও কর্মকাণ্ডের দিক দিয়ে অধ্যক্ষের গৃহীত 'উদ্বৃত্ত অর্থ' বিষয়ক পদক্ষেপটি হযরত ওমর (রা)-এর বায়তুল মাল নীতির আংশিক প্রতিফলন।

প্রশ্ন ▶২ জনাব 'ক' পৌরসভার নির্বাচিত চেয়ারম্যান। মেয়াদের প্রথম দিকে তিনি জনগণের কাছে বেশ জনপ্রিয় ছিলেন। কিন্তু মেয়াদের শেষের দিকে পৌরসভার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদে আপনজনদের নিয়োগ দিয়ে তিনি সমালোচনার পাত্রে পরিণত হন। বিরোধীপক্ষ তার বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতি ছাড়াও আরও অনেক অভিযোগ আনয়ন করতে থাকে। জনাব 'ক' সকল অভিযোগ তদন্ত করে দেখবেন এবং প্রকৃত অপরাধীদের শাস্তি দিবেন— এই মর্মে আশ্বাস দিলে পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হয়। কিন্তু পৌরসভার সচিবের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে তিনি সফল হতে পারেননি। ফলে পৌরসভায় স্থায়ী অরাজকতা ও অশান্তি সৃষ্টি হয়। *[ঢা. বো. '১৭]*

ক. 'যুন্নুরাইন' অর্থ কী? ১

খ. হযরত ওসমান (রা) কীভাবে খলিফা নির্বাচিত হন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের সচিবের সাথে খলিফা ওসমান (রা)-এর প্রশাসনের কোন চরিত্রের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে আনীত অভিযোগের আলোকে খলিফা ওসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ পর্যালোচনা করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'যুন্নুরাইন' অর্থ দুই জ্যোতি বা নুরের অধিকারী।

খ সাহাবিদের দ্বারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ওসমান (রা) খলিফা নির্বাচিত হন।

খলিফা নির্বাচনের জটিলতা এড়াতে হযরত ওমর (রা) মৃত্যুর পূর্বে একটি নির্বাচনি পরিষদ গঠন করেন। যার সদস্য ছিলেন হযরত ওসমান (রা), হযরত আলী (রা), তালহা, যুবাইর, সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস ও আবদুর রহমান। হযরত ওমর (রা)-এর মৃত্যুর পর (৬৪৪ খ্রি.) খলিফা নির্বাচন

Teachingbd24.com

নিয়ে একটি বৈঠক বসে। তালহা এ সময় মদিনায় উপস্থিত ছিলেন না এবং আব্দুর রহমান খিলাফতের গুরুভার নিতে সম্মত ছিলেন না। আব্দুর রহমান, যুবাইর, ওসমান ও আলীকে সমর্থন করেন। অন্যদিকে, সাদ ওসমানকে, ওসমান আলীকে এবং আলী ওসমানকে সমর্থন করেন। ফলে এক ভোট বেশি পেয়ে হযরত ওসমান ৬৪৪ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম বিশ্বের তৃতীয় খলিফা নির্বাচিত হন।

গ উদ্দীপকের সচিবের সাথে হযরত ওসমান (রা)-এর প্রশাসনের প্রধান উপদেষ্টা মারোয়ানের মিল রয়েছে।

ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা) প্রশাসনিক স্বার্থে এবং খিলাফতের স্থিতিশীলতার জন্য তিনি বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। কিন্তু কিছু স্বার্থান্বেষী মহল তার এসব উদ্যোগকে গণতন্ত্র বিরোধী এবং স্বজনপ্রীতিমূলক বলে অভিযোগ দেয়। যদিও তিনি এসব অভিযোগ খণ্ডাতে পেরেছিলেন, কিন্তু লোভী, বিশ্বাসঘাতক মারোয়ানের চক্রান্তে তাকে প্রাণ দিতে হয়েছে। উদ্দীপকে বর্ণিত সচিবের মধ্যেও এ ধরনের বিশ্বাসঘাতকতামূলক কর্মকাণ্ডের প্রতিফলন লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, পৌরসভার চেয়ারম্যান জনাব 'ক' তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের সঠিক তদন্ত ও শাস্তির ব্যবস্থার আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও সচিবের ষড়যন্ত্রে তিনি সফল হতে পারেননি। একইভাবে হযরত ওসমান (রা) খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়ে (৬৪৪ খ্রি.) প্রথম ছয় বছর বেশ সুনামের সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। এরপর তার বিরুদ্ধে নানামুখী ষড়যন্ত্র শুরু হয়। তিনি একটু উদার এবং সরলমনা ছিলেন। আর এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে খিলাফতের প্রধান উপদেষ্টা এবং খলিফার চাচাত ভাই ও জামাতা মারোয়ান বেশ কিছু ধ্বংসাত্মক নীতি গ্রহণ করেন। স্বার্থপর ও কূটনীতিবিদ মারোয়ানের উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা করায়ত্ত করা। তাই তিনি উমাইয়াগণকে রাষ্ট্রীয় উচ্চপদে নিয়োগ দেন এবং হাশেমিদের অপসারণ করেন। হাশেমিদের ধনে-মানে দুর্বল করে উমাইয়াদের সুপ্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তার একমাত্র উদ্দেশ্য। এ নীতি খিলাফতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। মারোয়ানের কুচক্রান্ত ও স্বার্থনীতি খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে উস্কে দেয় এবং শেষ পর্যন্ত তার বিশ্বাসঘাতকতায় খলিফা ওসমান (রা) কে মিথ্যা অভিযোগে প্রাণ দিতে হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, চরিত্রগত দিক দিয়ে মারোয়ান এবং উদ্দীপকের সচিব একে অন্যের প্রতিরূপ।

ঘ উদ্দীপকে আনীত অভিযোগের মতো খলিফা ওসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ এনে দুষ্কৃতকারীরা তাকে হত্যা করেছিল। কিন্তু এসব অভিযোগ ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট, ভিত্তিহীন এবং কল্পনাপ্রসূত।

ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা) ছিলেন সরলমনা ও উদার প্রকৃতির। প্রশাসনিক সুবিধার্থে তিনি রদবদল সংক্রান্ত কিছু সিদ্ধান্ত নিলেও তা অযৌক্তিক ছিল না। কিন্তু তার সরলতার সুযোগ নিয়ে অনেকে তার বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতি ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাতের অভিযোগ আনে, যা উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও ভিত্তিহীন। উদ্দীপকেও এ বিষয়টির প্রতিফলন লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে দেখা যায় যে, জনাব 'ক' এর বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ আনা হয়, যা ছিল ষড়যন্ত্রমূলক। অনুরূপভাবে হযরত ওসমানের বিরুদ্ধেও বেদুইন ও অন্যরব মুসলমানগণ স্বজনপ্রীতির অভিযোগ আনে। কিন্তু তিনি আত্মীয়স্বজনের প্রতি কিছুটা দুর্বল থাকলেও কোনো অনুপযুক্ত আত্মীয়কে কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগদান করেননি। পরিস্থিতির কারণে তিনি গভর্নর পরিবর্তন করলেও গভর্নর তার আত্মীয় ছিল না। হযরত ওসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলোর মধ্যে অন্যতম গুরুতর অভিযোগ ছিল কুরআন শরিফ দগ্ধীকরণ। তার রাজত্বকালে ইসলামি রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলের জনসাধারণ নিজেদের সুবিধার্থে কুরআনের ভাষা ও উচ্চারণ পরিবর্তন করে পাঠ করতে থাকে। তাই তিনি কুরআন শরিফের উচ্চারণগত সমস্যা দূর করার জন্যই পদক্ষেপ নিয়েছিলেন এবং ত্রুটিপূর্ণ ও অসংগতিপূর্ণ কপিগুলো পুড়িয়ে ফেলেছিলেন। বায়তুল মালের অর্থ আত্মসাৎ তো দূরের কথা বরং তিনি নিজের সম্পদ ইসলামের জন্য অকাতরে দান করেছেন। সরকারি চারণভূমি রাষ্ট্রীয় পশুপালনের জন্য ব্যবহার করেছিলেন এবং এক্ষেত্রে তিনি তার পূর্বের দুইজন খলিফাকে অনুসরণ করেছিলেন। রাষ্ট্রের শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের জন্যই তিনি আবু জর গিফারিকে নির্বাসন দিয়েছিলেন।

পরিশেষে বলা যায়, ওসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ছিল ভিত্তিহীন।

প্রশ্ন ▶৩ বাংলায় মুসলিম শাসনের প্রাক্কালে বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক ভণ্ড পিরের আবির্ভাব হয়। তারা ইসলামের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা দিয়ে সাধারণ মানুষকে মন্দ ও পাপ কাজে লিপ্ত করায়, যা ইসলাম পরিপন্থি। তারা প্রকৃত সত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও যুদ্ধ ঘোষণা করে। নব্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারীগণ সঠিকভাবে ইসলামের মর্মবাণী অনুধাবন করতে না পারায় এবং কোনো মহান নেতার সাহচর্য না পাওয়ায় দুর্বল ইমানি শক্তি নিয়ে সঠিক পথের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। *[রা.; দি.; য.; সি.; ব.; কু.; চ. বো.'১৭]*

ক. ধর্মত্যাগী ভণ্ডনবিদের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধের নাম কী? ১

খ. হুদায়বিয়ার সন্ধিকে প্রকাশ্য বিজয় বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের ভণ্ডপিরের সাথে আবু বকর (রা)-এর সময়কালের ভণ্ডনবিদের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. রিদ্দা যুদ্ধের প্রেক্ষাপট উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক ধর্মত্যাগী ভণ্ডনবিদের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধের নাম রিদ্দার যুদ্ধ।

খ ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে মক্কার কুরাইশ ও রাসুল (স)-এর মধ্যে সম্পাদিত হুদায়বিয়ার সন্ধিতে পরোক্ষভাবে মুসলমানদের বিজয় নিহিত ছিল। তাই পবিত্র কুরআনে একে প্রকাশ্য বিজয় হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

ইসলাম ও বিশ্বের ইতিহাসে হুদায়বিয়ার সন্ধি এক যুগান্তকারী ঘটনা। কারণ এটি সর্বতোভাবে মুসলিম স্বার্থের অনুকূলে ছিল। এ সন্ধির দ্বারা কুরাইশরা মহানবি (স) কে একজন মহান নেতা এবং মদিনা রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে মেনে নেয়। মুসলমানরা যে একটি স্বতন্ত্র শক্তি তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে এ সন্ধির মাধ্যমে। মোট কথা, এ সন্ধি মুসলমানদের একটি স্থায়ী রাজনৈতিক মর্যাদা দান করে। এ কারণে হুদায়বিয়ার সন্ধিকে 'ফাতহুম মুবীন' বা শ্রেষ্ঠ বিজয় বলা হয়।

গ মুসলিম জাহানের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা)-এর শাসনামলে ভণ্ডনবির আবির্ভাবের ঘটনার সাথে উদ্দীপকে বর্ণিত ভণ্ড পিরদের মিল রয়েছে।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই যে, প্রাচীন বাংলায় বিভিন্ন অঞ্চলে ভণ্ড পিরদের আবির্ভাব হয়। তারা ইসলামের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা দিয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে। তারা প্রকৃত সত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। তাদের এরূপ কর্মকাণ্ডের সাথে মহানবি (স)-এর মৃত্যুর পর আবু বকর (রা)-এর খিলাফতকালের কিছু ভণ্ডনবির কর্মকাণ্ডের সামঞ্জস্য রয়েছে।

আখেরি জামানার নবি ও বিশ্বমানবতার উত্তম আদর্শ হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মৃত্যুর পর অর্থাৎ ৬৩২ খ্রিস্টাব্দের পর গোটা মুসলিম জাহানে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এ সময় কিছু লোক হীনস্বার্থ উদ্ধারের জন্য নিজেদেরকে নবি হিসেবে দাবি করে। এদের মধ্যে আসওয়াদ আনাসি, মুসায়লামা, তোলায়হা এবং সাজাহ ছিল অন্যতম। এরা নিজেদের নবি হিসেবে ঘোষণা করে জনসাধারণের মাঝে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছিল। রাসুলের মৃত্যু পরবর্তী সময়ে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় উদ্দীপকেও তা লক্ষণীয়। সুতরাং উদ্দীপকের সাথে রাসুল (স)-এর ওফাতের পর এবং হযরত আবু বকর (রা)-এর সময়কার ভণ্ডনবিদের মিল রয়েছে।

ঘ রিদ্দা যুদ্ধের প্রেক্ষাপট মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য অত্যন্ত স্পর্শকাতর অধ্যায়।

মহানবি (স)-এর ইন্তেকালের পর বিভিন্ন আরব গোত্র ধর্ম ত্যাগ করে পূর্ব ধর্মে ফিরে যাচ্ছিল। এই সুযোগে কতিপয় ভণ্ডনবির আবির্ভাব ঘটে। হযরত আবু বকর (রা) এ সমস্ত ধর্মত্যাগী ও ভণ্ডনবিদের দমন করার জন্য যে যুদ্ধ পরিচালনা করেন তাই রিদ্দা যুদ্ধ নামে পরিচিত। উদ্দীপকেও এ যুদ্ধের প্রেক্ষাপটের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভণ্ড পিরের আবির্ভাবের ঘটনায় ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা)-এর শাসনামলে স্বধর্মত্যাগী ও ভণ্ডনবিদের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। তার শাসনামলে আসওয়াদ আনাসি, মুসায়লামা, তোলায়হা এবং সাজাহ নামে বেশ কয়েকজন ভণ্ডনবির আবির্ভাব ঘটে। এ সমস্ত ভণ্ডনবি ও স্বধর্মত্যাগীদের প্রবল আন্দোলনে আরব রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়লে হযরত আবু বকর (রা) তার নির্ভীকতা, বিচক্ষণতা ও সত্যনিষ্ঠার মাধ্যমে তাদেরকে দমন করেন। আবু বকর (রা) প্রথমে ফিরোজ দাইলামীর মাধ্যমে আসওয়াদ আনাসিকে হত্যা করেন। পরবর্তীকালে সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদকে প্রেরণ করে তোলায়হা, সাজাহ ও

মুসায়লামাকে কঠোর হস্তে দমন করেন। এছাড়া আবু বকর (রা) দক্ষিণ সিরিয়ার যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি প্রকাশকারীদেরকেও কঠোর হস্তে দমন করেন। আর এভাবেই বিভিন্ন ঘটনা ও বিচক্ষণ পরিকল্পনার মাধ্যমে রিদ্দা যুদ্ধ পরিচালিত হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ভন্ডনবি ও স্বধর্মত্যাগীদের দমনের প্রেক্ষিতে হযরত আবু বকর (রা) রিদ্দা যুদ্ধ পরিচালনা করেন।

প্রশ্ন ▶ ৪ সমশের উদ্দিন একজন বড় ব্যবসায়ী ও ধনবান ব্যক্তি। তার উদারতার কথা কারো অজানা নয়। তিনি যেমন নম্র, ভদ্র ও চরিত্রবান তেমনি পরোপকারীও বটে। যে কোনো সমস্যা বা দুর্যোগের সময় তিনি মানুষের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেন। তার দয়া-দাক্ষিণ্য, উত্তম চরিত্র ও মহত্ত্বের কারণে সকলেই তাকে সম্মান করে। ধর্মীয় ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট আনুগত্যশীল। তিনি এলাকাবাসীর অনুরোধে নিজ খরচে একটি মসজিদ নির্মাণ করে দেন। এতে এলাকাবাসী খুবই খুশি হয়।

[রা.; সি.; য.; সি.; ব.; কু.; চ. বো. '১৭; নোয়াখালী সরকারি কলেজ]

ক. হযরত ওমর (রা)-এর উপাধি কী ছিল? ১

খ. দিওয়ান বলতে কী বুঝ? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. সমশের সাহেব কোন খলিফাকে অনুসরণ করে মসজিদের সকল ব্যয়ভার বহন করেছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. আর্তমানবতার সেবায় সমশের সাহেবের মতো মানুষদের ভূমিকা সমাজে কী ধরনের অবদান রাখবে বলে তুমি মনে কর? মতামত দাও। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক হযরত ওমর (রা)-এর উপাধি ছিল 'ফারুক' বা সত্য-মিথ্যার প্রভেদকারী।

খ হযরত ওমর (রা)-এর কেন্দ্রীয় প্রশাসনের একটি অন্যতম দফতর ছিল দিওয়ান বা রাজস্ব বিভাগ।

সাম্রাজ্যের আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণের জন্য হযরত ওমর (রা) দিওয়ান নামক একটি স্থায়ী বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রশাসনিক সুবিধার্থে একে দুভাগে বিন্যস্ত করা হয়। এর প্রথম ভাগে আয় এবং দ্বিতীয় ভাগে ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষিত হয়। রাজস্ব আদায়ের উৎসগুলো ছিল– গনিমত, যাকাত, উশর, জিজিয়া, আল খারাজ (ভূমিকর), উশুর, ফাই (রাষ্ট্রীয় ভূমির আয়), আল-হিসা। এসব উৎস থেকে আয়কৃত অর্থ বায়তুল মালের মাধ্যমে জনকল্যাণে ব্যয় করা হতো।

গ সমশের উদ্দিন সাহেব ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা) কে অনুসরণ করে মসজিদের ব্যয়ভার বহন করেছিলেন।

হযরত ওসমান (রা)-এর খিলাফতকালে জনকল্যাণ ও খিলাফতের বিশেষ অগ্রগতি সাধিত হয়। এ সময় মাঝে মাঝে খায়বরের দিক হতে জলোচ্ছ্বাস আসায় জনসাধারণকে অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হতো। তাই মদিনার কিছু দূরে হযরত ওসমান (রা) 'মাহজুর' নামক একটি বেড়িবাঁধ নির্মাণ করে দেন। মসজিদে নববির প্রাসাদের কাজ ২০ হিজরিতে বিশেষ ব্যবস্থাধীনে নতুন করে আরম্ভ করেন। মদিনার পার্শ্ববর্তী জমিগুলো ক্রয় করে দশ মাসের অবিরাম চেষ্টার পর ইট, পাথর ও চুনার সাহায্যে একটি সুদৃঢ় প্রাসাদ নির্মাণ করেন। উদ্দীপকে সমশের উদ্দিন হযরত ওসমান (রা)-এর এ নীতি অনুসরণ করেন।

উদ্দীপকে সমশের উদ্দিন ধর্মানুরাগী ব্যক্তি। তিনি মানুষের অনুভূতিকে সম্মান জানান। তাই এলাকার মানুষ তাকে অনুরোধ জানালে তিনি মসজিদ নির্মাণের ব্যয় ও জায়গার ব্যাপারে যাবতীয় ব্যয়ভার গ্রহণের ঘোষণা দেন। এতে সমশের উদ্দিনের মহানুভবতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। একই বৈশিষ্ট্য হযরত ওসমান (রা)-এর ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায়। তিনি মুসলমানদের পানির কষ্ট লাঘবের জন্য এক ইহুদির কাছ থেকে ২০০০০ দিনারের বিনিময়ে মদিনার বীররুমা নামক একটি কূপ ক্রয় করে দান করেন। হযরত ওসমান (রা)-এর এ উদ্যোগ জনকল্যাণে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। সুতরাং বলা যায়, সমশের উদ্দিন মসজিদের ব্যয়ভার বহনের ক্ষেত্রে হযরত ওসমান (রা) কে অনুসরণ করেছেন।

ঘ আর্তমানবতার সেবায় সমশের সাহেবের মতো মানুষদের ভূমিকা সমাজ উন্নয়ন এবং দরিদ্র ও অসহায় মানুষদের দুঃখ-কষ্ট দূরীকরণে সহায়ক হবে।

ইসলাম মানবতা ও কল্যাণের ধর্ম। মানুষের সর্বাধিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণে ইসলামের সকল বিধি-বিধান প্রণীত হয়েছে। আর ইসলামের অনুসারীগণ এসব বিধান অনুসরণ করেই যুগে যুগে মানুষের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করেছেন। রাসুল (স) থেকে শুরু করে চার খলিফার জীবন ছিল আর্তমানবতার সেবায় উৎসর্গকৃত। আর এ মহান ব্যক্তিদের ভূমিকায় একটি সুষ্ঠু, সুন্দর, সাবলীল, ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণ সম্ভব হয়েছে। উদ্দীপকের সমশের উদ্দিনও তাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নিজেকে মানবতার সেবায় উৎসর্গ করেছেন।

সমশের উদ্দিনের মতো সমাজের অন্যান্য ধনী ব্যক্তিরা যদি দরিদ্র-অসহায়দের কল্যাণে দান করতে উৎসাহী হন, তবে সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্ভব হবে। সেই সাথে জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা হলে সমাজের সার্বিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা) এক্ষেত্রে ধনীদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। তিনি সমাজ বিনির্মাণে অকাতরে সম্পদ ব্যয় করেছেন। ইসলামের খেদমতে তার বিপুল সম্পদ দান করে দিয়েছেন। ফলে ইসলামের প্রসার ও প্রচারে আর্থিক সমস্যার সমাধান হয়েছে। অন্যদিকে মসজিদ, কূপ নির্মাণে তার অবদান মুসলমানদের ধর্মীয় কাজকে সহজসাধ্য করে দিয়েছে। ফলে মানুষের মধ্যে ধর্ম পালনে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। উদ্দীপকের সমশের উদ্দিনও তার নীতি অনুসরণ করেছেন। এভাবে সমাজের বিত্তবান ও সম্পদশালীরা যদি ইসলামের সেবা ও মানুষের কল্যাণে সম্পদ ব্যয়ে আত্মনিয়োগ করেন; তবে দারিদ্র্যমুক্ত, উন্নয়নমুখী ও কল্যাণধর্মী সমাজ বিনির্মাণ সম্ভব হবে।

পরিশেষে বলা যায়, ইসলামের নীতি ও আদর্শ অনুসরণ করে সমশের উদ্দিন যেভাবে সমাজে ভূমিকা রাখছেন, সমাজের প্রত্যেক বিত্তবানদের কর্তব্য সমাজের সার্বিক উন্নয়নে সম্পদ ব্যয় করে সমাজকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

প্রশ্ন ▶ ৫ সাধুহাটি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব আল-আমীনের মৃত্যুর পর ইউনিয়নবাসী জনাব আসলামকে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেন। চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে তিনি অনেক সমস্যা ও বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হন। এ সময় কিছু ভন্ডপির ও ইউনিয়নের কর দিতে অস্বীকারকারীগণ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটান। কিন্তু চেয়ারম্যান আসলাম সাহেব অসীম সাহস ও অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এ পরিস্থিতি মোকাবিলা করেন। বিশ্বস্ততার জন্য তাকে বিশেষ উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

[সকল বোর্ড ২০১৬]

ক. হযরত ওমর (রা) তার বিশাল সাম্রাজ্যকে কতটি প্রদেশে বিভক্ত করেন? ১

খ. মহানবি (স) কাকে এবং কেন সিদ্দিক উপাধি দিয়েছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আসলাম সাহেবের সাথে তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন খলিফার সাদৃশ্য আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত খলিফাকে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা যায় কি? মতামত দাও। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক হযরত ওমর (রা) তার বিশাল সাম্রাজ্যকে ১৪টি প্রদেশে বিভক্ত করেন।

খ মিরাজের কথা সর্বপ্রথম বিশ্বাস করার জন্য মহানবি (স) হযরত আবু বকর (রা) কে 'সিদ্দিক' উপাধি দিয়েছিলেন।

হযরত আবু বকর (রা) ছিলেন মহানবি (স)-এর একান্ত সহযোগী। তাই রাসুল (স)-এর নবুয়ত লাভের পর বয়স্ক পুরুষ হিসেবে তিনি সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। এছাড়া রাসুল (স)-এর মেরাজ (আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের জন্য উর্ধ্বগমন) গমনের কথা হযরত আবু বকর (রা) সর্বপ্রথম নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করেন। এসব কারণে মহানবি (স) তাঁকে 'সিদ্দিক' বা বিশ্বাসী উপাধিতে ভূষিত করেন।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত আসলাম সাহেবের সাথে আমার পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত খলিফা হযরত আবু বকর (রা)-এর সাদৃশ্য আছে।

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওফাতের (মৃত্যুবরণ) পর যে চারজন সাহাবি তাঁর প্রতিনিধিরূপে মুসলিম রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন তাদের মধ্যে আবু বকর (রা) একজন। তিনি ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম রাষ্ট্রের

Teachmeblog4.com

কল্যাণের জন্য অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এবং সুষ্ঠুভাবে রাজ্যের শাসনকার্যাদি পরিচালনা করেছেন। এ দক্ষ রাষ্ট্র পরিচালকের বৈশিষ্ট্যটিই আসলাম সাহেবের ক্ষেত্রে লক্ষণীয়।
সাধুহাটি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আল-আমীনের মৃত্যুর পর ইউনিয়নবাসী আসলাম সাহেবকে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেন। চেয়ারম্যান হয়ে তিনি অনেক সমস্যা ও বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হন। এ সময় কিছু ভণ্ডপির ও ইউনিয়নের কর অস্বীকারকারীগণ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটান। কিন্তু জনাব আসলাম অসীম সাহস ও অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এ পরিস্থিতি মোকাবিলা করেন। এছাড়া বিশ্বস্ততার জন্য তিনি বিশেষ উপাধিতে ভূষিত হন। হযরত আবু বকর (রা)-এর ক্ষেত্রেও এমনটি লক্ষণীয়। তিনি ক্ষমতা গ্রহণের পর নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হন। মহানবি (স)-এর জীবনের শেষ দিকে এবং আবু বকর (রা)-এর ক্ষমতা গ্রহণের পর আসওয়াদ আনাসি, মুসায়লামা, তোলায়হা এবং সাজাহ নবুয়তের দাবি করে রাজ্যের সর্বত্র বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। কিন্তু তিনি বিশিষ্ট মুসলিম সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদদের সহায়তায় এদেরকে কঠোর হস্তে দমন করেন। এছাড়া মহানবি (স)-এর মেরাজ গমনের ঘটনা তিনিই প্রথম বিশ্বাস করে সিদ্দিক উপাধিপ্রাপ্ত হন। এসব কারণে বলা যায়, আসলাম সাহেবের সাথে ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা)-এর সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ হ্যাঁ, ইসলামের সেবায় কল্যাণধর্মী ভূমিকা রাখায় হযরত আবু বকর (রা) কে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা যায়।
মহানবি (স)-এর মৃত্যুর পর তার প্রতিনিধি হয়ে হযরত আবু বকর (রা) মুসলিম সাম্রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন মহানবি (স)-এর যোগ্য ও উপযুক্ত প্রতিনিধি। মহান আল্লাহ ও রাসুলের নির্দেশ অনুযায়ী ইসলামের একনিষ্ঠ সেবা করে তিনি ইসলামের ত্রাণকর্তা হিসেবে স্বীকৃতি পান।
মহানবি (স)-এর ওফাতের পর মুসলমানদের মধ্যে যে বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়েছিল তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তা দূর করে মুসলিম সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করেন। রাসুল (স)-এর পবিত্র দেহ সমাহিতকরণ ও খলিফা নির্বাচনকেন্দ্রিক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করে তিনি প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলামকে রক্ষা করেন। ইসলামের সংকটকালীন পরিস্থিতিতে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করে তিনি নিয়ন্ত্রণহীন বিশৃঙ্খল জনগণকে সুনির্দিষ্ট ধর্মীয় অনুশাসন পালনে বাধ্য করেন। তাছাড়া যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী বেদুইন গোত্রগুলোর (আবস ও জুবিয়ান) বিরুদ্ধে তিনি উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে ইসলামি বিধান অনুযায়ী, তাদের যাকাত প্রদানে বাধ্য করেন। তিনি দীনকে (ইসলাম) সকল আদর্শের উর্ধ্বে প্রতিষ্ঠা করেন। ভণ্ডনবিদের সমুচিত শিক্ষা দিয়ে তিনি ইসলামের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। আমির উল মুমেনীন (বিশ্বাসীদের নেতা) হিসেবে হযরত আবু বকর (রা) আরব ভূখণ্ড থেকে প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, ভণ্ডামি এবং অনৈসলামিক কার্যকলাপের মূলোৎপাটন করে ইসলামকে নিরাপদ করেন। এছাড়া তিনি বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা পবিত্র কুরআনের বাণীগুলো সংগ্রহ করে পুস্তক আকারে লিখে রাখার ব্যবস্থা করেন।
পরিশেষে বলা যায়, খিলাফত লাভের পর ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম রাষ্ট্রের একনিষ্ঠ সেবা করে হযরত আবু বকর (রা) ইসলামি খেলাফতকে যেভাবে রক্ষা করেছেন, তাতে নিঃসন্দেহে তাকে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা যায়।

প্রশ্ন ▶ ৬ জনাব আলী আশরাফ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্যে পূর্বের শাসকের নিযুক্ত প্রাদেশিক গভর্নরদের বরখাস্ত করেন। মুহিব নামক গভর্নর ব্যতীত সকল গভর্নর তার নির্দেশনার প্রতি সম্মান দেখান। তাছাড়া গভর্নর মুহিব সাহেব পূর্বের শাসনকর্তার সময়ে যেসব সরকারি সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন নতুন শাসনকর্তা তা রাজকোষে ফিরিয়ে নিলে উক্ত শাসনকর্তা ও গভর্নর মুহিবের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। *[সকল বোর্ড ২০১৬]*

ক. কত খ্রিষ্টাব্দে উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়? ১
খ. দুমার মীমাংসা কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংঘর্ষ দ্বারা তোমার পঠিত কোন সংঘর্ষের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত সংঘর্ষে খলিফার ব্যর্থতার ফলে ইসলামে গণতন্ত্রের পরিবর্তে রাজতন্ত্রের উদ্ভব হয়— তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয় ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দে।

খ ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা)-এর সাথে আমির মুয়াবিয়ার সংঘর্ষের পরিসমাপ্তির জন্য যে সালিশির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল সেটাই 'দুমার মীমাংসা' নামে পরিচিতি।
সিফফিনের যুদ্ধের একপর্যায়ে হযরত আলী (রা) এবং মুয়াবিয়া মধ্যস্থতাকারী নিযুক্ত করে নিজেদের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির সিদ্ধান্ত নেন। বিরোধ মীমাংসার জন্য আলী (রা) তার পক্ষে মুসা আল আশআরিক এবং মুয়াবিয়া আমর ইবন আল-আসকে প্রতিনিধি মনোনীত করেন। সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রতিনিধিরা প্রত্যেকে ৪০০ জন লোকসহ ৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দে সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী 'দুমাতুল জন্দল' নামক স্থানে হাজির হন। তবে এ সালিশি বৈঠকে মুয়াবিয়ার প্রতিনিধি আমর ইবন আল-আসের ধূর্ততার জন্য হযরত আলী (রা) খলিফা পদ থেকে অপসারিত হন। ঐতিহাসিক এ ঘটনাই 'দুমার মীমাংসা' নামে পরিচিত।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত সংঘর্ষ দ্বারা আমার পঠিত সিফফিনের যুদ্ধের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।
হযরত আলী (রা)-এর খিলাফতকাল ছিল আন্তঃবিপ্লব ও গোলযোগে পরিপূর্ণ। এ সময় হযরত ওসমান (রা)-এর হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করেই তিনটি গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হয়। এগুলোর মধ্যে সিফফিনের যুদ্ধ একটি। উদ্দীপকের বর্ণনায় এ যুদ্ধের ঘটনারই প্রতিফলন ঘটেছে।
উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব আলী আশরাফ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্বের শাসকের নিযুক্ত প্রাদেশিক গভর্নরদের বরখাস্ত করেন। গভর্নর মুহিব ব্যতীত সকলে তার নির্দেশনার প্রতি সম্মান দেখান। এছাড়া আলী আশরাফ মুহিবের সম্পত্তি রাজকোষে ফিরিয়ে নিলে আলী আশরাফ ও মুহিবের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। সিফফিনের যুদ্ধের ক্ষেত্রেও এ ধরনের ঘটনা লক্ষণীয়। হযরত আলী (রা) খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়েই শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে হযরত ওসমান (রা) এর সময়কার প্রাদেশিক গভর্নরদের অপসারণের সিদ্ধান্ত নেন। সকল গভর্নর তার এ সিদ্ধান্তের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করলেও সিরিয়ার গভর্নর আমির মুয়াবিয়া এ সিদ্ধান্ত মানতে অনীহা প্রকাশ করেন। তিনি হযরত ওসমান (রা)-এর খিলাফতকালে দুর্নীতি করে রাজকোষের অর্থের মাধ্যমে বিপুল সম্পত্তির মালিক হন। হযরত আলী (রা) এসব সম্পত্তি পুনরায় রাজকোষে ফিরিয়ে নিলে মুয়াবিয়ার স্বার্থে আঘাত লাগে। ফলে তিনি আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। এ খবর পেয়ে আলী (রা)-ও যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। ফলে ৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ জুলাই সিফফিনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সুতরাং দেখা যায়, উদ্দীপকের সংঘর্ষ সিফফিনের যুদ্ধেরই ইঙ্গিত বহন করে।

ঘ উক্ত সংঘর্ষে খলিফার ব্যর্থতার ফলে ইসলামে গণতন্ত্রের পরিবর্তে রাজতন্ত্রের উদ্ভব হয়— মন্তব্যটি যথার্থ।
উদ্দীপকে জনাব আলী আশরাফের সিদ্ধান্তের প্রতি জনাব মুহিবের আনুগত্যহীনতা, তার সম্পত্তি রাজকোষে ফিরিয়ে আনা এবং এর জের ধরে যে সংঘর্ষের কথা বলা হয়েছে তা মূলত সিফফিনের যুদ্ধকেই ইঙ্গিত করে। এ যুদ্ধ ছিল ইসলামের সংহতি রক্ষা এবং শান্তি ও সমৃদ্ধির পক্ষে ঘোর অমঙ্গলজনক। এ অমঙ্গলেরই একটি প্রতিচ্ছবি হলো গণতন্ত্রের অবসান এবং রাজতন্ত্রের সূচনা।
সিফফিনের যুদ্ধের পর ৬৬০ খ্রিষ্টাব্দে আমির মুয়াবিয়া নিজেকে আনুষ্ঠানিকভাবে খলিফা হিসেবে ঘোষণা দেন। অমীমাংসিত এ যুদ্ধে খলিফা আলী (রা)-এর সরলতার সুযোগ নিয়ে আমির মুয়াবিয়া দুমাতুল জন্দলে সালিশির আয়োজন করে ধূর্ততার মাধ্যমে নিজেকে খলিফা পদে অধিষ্ঠিত করেন। ফলে গণতন্ত্র ও খিলাফতের অবসান ঘটে এবং বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের উদ্ভব হয়। সকল জনগণ শাসক ও শাসিত এ দু দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ যুদ্ধের ফলে শুধু আলী (রা)-এরই পরাজয় ঘটেনি বরং মহানবি (স)-এর আদর্শে প্রতিষ্ঠিত খুলাফায়ে রাশেদিনের প্রজাতন্ত্রের অবসান ঘটে এবং রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সূচনা হয়, যা ইসলামের মৌলিক আদর্শে আঘাত হানে। তাছাড়া মুয়াবিয়ার সাথে আলী পুত্র হাসানের সন্ধি অনুযায়ী আলী (রা)-এর দ্বিতীয় পুত্র হুসাইনের খলিফা নিযুক্ত হওয়ার কথা থাকলেও ৬৭৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি নিজ পুত্র ইয়াজিদকে খিলাফতের পরবর্তী উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। এভাবে নির্বাচনভিত্তিক খিলাফতকে উত্তরাধিকারভিত্তিক রাজতন্ত্রে রূপান্তর করা হয়।

পরিশেষে বলা যায়, সিফফিনের যুদ্ধে খলিফা আলীর দূরদর্শী চিন্তার অভাবে মুয়াবিয়া হঠকারিতা করার সুযোগ পায়। ফলে ইসলামের ভিত্তিমূল আলোড়িত হয় অর্থাৎ গণতন্ত্রের বিলোপ ঘটে। আর এটি রাজতন্ত্র উদ্ভবের পথ সহজ করে দিয়ে ইসলামকে শক্তিহীন করে দেয়।

প্রশ্ন ▶ ৭ রহিমা বিবি মিরপুর শাহ আলীর মাজারের নিকটবর্তী এলাকায় বসবাস করে। সে মাজারের মান-মর্যাদা ও দান-দক্ষিণার মাধ্যমে প্রতিদিন মাজারের আয়-ইনকামের প্রাচুর্য দেখে নিজেই একটি মাজার প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়। সে নিজের ঘরের মধ্যে একটি মিথ্যা মাজার নির্মাণ করে লোভ-লালসা দিয়ে কিছু ভক্তশ্রেণিও তৈরি করে। বিষয়টি সরকারের নজরে এলে সরকার রহিমা বিবিকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে বলে। কিন্তু লোভের বশে সে তা অমান্য করে এবং সরকারের নিরাপত্তা বাহিনীকে নাস্তানাবুদ করে তোলে। তার প্ররোচনায় পার্শ্ববর্তী ব্যবসায়ীরাও সরকারকে ট্যাক্স প্রদানে বিরত থাকে। ফলে সরকার তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। *[সকল বোর্ড-২০১৫]*

ক. 'সিদ্দিক' কোন খলিফার উপাধি? ১

খ. হযরত ওমর (রা) হযরত আবু বকর (রা) কে প্রথম খলিফা হিসেবে নির্বাচিত করতে চাইলেন কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে ট্যাক্স প্রদানে বিরত থাকা ব্যবসায়ীদের সাথে মদিনার কোন সম্প্রদায়ের সামঞ্জস্য পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে রহিমা বিবির স্বার্থ ও ভণ্ডনবি সাজাহর স্বার্থ একই সূত্রে গাঁথা— বিষয়টি বিশ্লেষণ করো। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'সিদ্দিক' হযরত আবু বকর (রা)-এর উপাধি।

খ বয়স, পদমর্যাদা ও ইসলাম প্রতিষ্ঠায় অবদানের কথা বিবেচনা করে হযরত ওমর (রা) হযরত আবু বকর (রা) কে খলিফা হিসেবে নির্বাচিত করেন।

হযরত ওমর (রা) ইসলামের প্রথম খলিফা হিসেবে হযরত আবু বকর (রা) কে নির্বাচনের ব্যাপারে জোরালো বক্তব্য প্রদান করেন। আবু বকর (রা)-এর ইমামতিতে মহানবি (স)-এর কয়েকবার নামাজ আদায় করা, বয়োজ্যেষ্ঠতা, নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ, তাঁর প্রতি মহানবির (স) আস্থা প্রভৃতি বিবেচনা করে ওমর (রা) আবু বকর (রা) কে প্রথম খলিফা হিসেবে নির্বাচিত করার পক্ষে মত দেন।

গ উদ্দীপকে ট্যাক্স প্রদানে বিরত থাকা ব্যবসায়ীদের সাথে মদিনার ধনী ও সম্পদশালী আরববাসী, বিশেষ করে বেদুইনগণ এবং ভণ্ডনবি তোলায়হার সামঞ্জস্য পাওয়া যায়।

জাকাত ইসলামি রাষ্ট্রের প্রধানতম আয়ের উৎস এবং ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম স্তম্ভ। রাসুল (স)-এর মৃত্যুর পর ভণ্ডনবি তোলায়হার প্ররোচনায় ধনী ও সম্পদশালী আরববাসী, বিশেষ করে আরব বেদুইনগণ এই কর প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়। পরিস্থিতির জটিলতা বিবেচনা করে আবু বকর (রা) কে অনেক সাহাবি আপাতত জাকাত মাফ করে বিদ্রোহীদের সাথে আপসের পরামর্শ দেন। খলিফা সাহাবিদের পরামর্শ এবং বিদ্রোহীদের আবেদন দৃঢ়তার সাথে প্রত্যাখ্যান করলে, আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে। খলিফা এই আন্দোলনকারীদের কঠোর হস্তে দমন করে জাকাত প্রদানে বাধ্য করেন। একইভাবে উদ্দীপকে যে সকল ব্যবসায়ী ট্যাক্স প্রদানে বিরত ছিল তাদের বিরুদ্ধে সরকার কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

ট্যাক্স প্রদানে অস্বীকার করে জনগণ মূলত রাষ্ট্রের আইনকেই অস্বীকার করেছে, যেমন যাকাত অস্বীকারকারীরা ইসলামের মৌলিক বিধান অমান্য করেছিল। উভয় অপব্যাখ্যাকারীদের উদ্দেশ্য হলো স্বার্থ হাসিল। তবে সরকার কঠোর হাতে দমন করে উদ্দীপকে ভণ্ড পিরদের কর প্রদানে বাধ্য করে। ইসলামের ইতিহাসে এ ধরনের অস্বীকারকারীদের সাথে আবু বকরের শাসনামলের জাকাত অস্বীকারকারীদের সাদৃশ্য রয়েছে। সুতরাং ট্যাক্স প্রদানে বিরত থাকা গোষ্ঠী ও যাকাত অস্বীকারকারীরা স্বার্থ হাসিলে অভিন্ন দুটি সম্প্রদায়।

ঘ উদ্দীপকের রহিমা বিবির স্বার্থ ও ভণ্ডনবি সাজাহর স্বার্থ একই সূত্রে গাথা।

হযরত আবু বকর (রা)-এর খিলাফতের প্রথম দিকে অনেকে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে নিজেকে নবি বলে দাবি করেন। ফলে সমগ্র আরবে খণ্ড বিপ্লব দেখা দেয়। মূলত ইসলাম প্রচারের অভাব, খাঁটি বিশ্বাসের অভাব, ইসলামের বিধি-নিষেধের বিরুদ্ধাচরণ মদিনার প্রাধান্য অস্বীকার ও নবুয়তের প্রতি লোভের কারণেই অনেকে নিজেকে নবি বলে দাবি করেছিল। এদের মধ্যে সাজাহ ছিল অন্যতম। মূলত নবুয়তকে লাভজনক ব্যবসা ভেবে এবং নিজের স্বার্থ হাসিলের জন্যই সাজাহ নিজেকে ভণ্ডনবি দাবি করে ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তবে হযরত আবু বকর (রা)-এর সেনাপতি খালিদ কর্তৃক কঠোরভাবে বিদ্রোহ দমন করা হয়।

সাজাহর মতো রহিমা বিবিও মাজারের আয়-ইনকামের প্রাচুর্য দেখে নিজেই মাজার নির্মাণ করে, যা ছিল প্রতারণায় ভরা। তাছাড়া মাজার নির্মাণ করে লোভ -লালসা দেখিয়ে সে কিছু ভক্তশ্রেণিও তৈরি করে। এর সাথে উদ্দীপকের রহিমা বিবির স্বার্থও জড়িত ছিল। খ্যাতি লাভের আশা মানুষকে বিপথে পরিচালিত করে। কিছু ভক্ত শ্রেণি তৈরি হওয়ায় রহিমা বিবি নিজেকে খ্যাতিমান ভেবে সরকারের নির্দেশ অমান্য করে। সাজাহ ছিলেন তার মতোই একজন নারী যে খ্যাতির আশায় নবুয়ত দাবি করে ঘৃণ্যতম কাজের অবতারণা করে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সাজাহ ও রহিমা বিবির কর্মকাণ্ড একই সূত্রে গাঁথা। কারণ লোভ, ব্যবসা, অজ্ঞতাই তাদেরকে অন্যায় কাজে প্ররোচিত করেছে।

প্রশ্ন ▶ ৮ এটলাস নামক সমবায় সমিতির কলেবর বৃদ্ধি পেলে এটির সম্পদ-সম্পত্তিও অনেক গুণ বেড়ে যায়। ফলে পরিচালনা কর্তৃপক্ষ সমিতির গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণের নিমিত্তে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করে। তাছাড়া সম্পদ-সম্পত্তি সংরক্ষণ ও লভ্যাংশ বিলি-বণ্টনের জন্য একটি আলাদা কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করে সেখানে একটি ক্যাশ কাউন্টার স্থাপন করে। এই কার্যালয় সকল প্রকার মুনাফা সংগ্রহ করে কোষাগারে জমা রাখে এবং সদস্যদের মধ্যে তা সুষ্ঠুভাবে বণ্টন করে দেয়। *[সকল বোর্ড-২০১৫]*

ক. ইসলামি রাষ্ট্রের প্রথম রাজধানী কোথায় স্থাপিত হয়? ১

খ. জিজিয়া কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের উপদেষ্টা পরিষদ গঠনে হযরত ওমর (রা)-এর কোন নীতি অনুসৃত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে সমিতির সম্পদ-সম্পত্তি সংরক্ষণ ও বিলি-বণ্টনে হযরত ওমর (রা) প্রতিষ্ঠিত দিওয়ান ও বাইতুল মাল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য লক্ষণীয়— উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলামি রাষ্ট্রের প্রথম রাজধানী মদিনায় স্থাপিত হয়।

খ জিজিয়া হচ্ছে মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিমদের ওপর ধার্যকৃত নিরাপত্তা কর।

জিজিয়া মাথাপিছু হারে নির্ধারিত হয়ে থাকে। অমুসলিম নাগরিকরা জিজিয়া প্রদানের মাধ্যমে যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে অব্যাহতি পেত। জিজিয়া দেওয়ার বদৌলতে মুসলিম শাসকগণ অমুসলিম নাগরিকদের জানমালের নিরাপত্তা বিধানে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিল। তবে নারী, শিশু, বয়োবৃদ্ধ, উন্মাদ ও ধর্মীয় পুরোহিতরা এ কর হতে অব্যাহতি পেত।

গ উদ্দীপকের উপদেষ্টা পরিষদ গঠনে হযরত ওমর (রা)-এর মজলিশ উস-শুরার নীতি অনুসৃত হয়েছে।

হযরত মুহাম্মদ (স) ও হযরত আবু বকর (রা)-এর অনুকরণে হযরত ওমর (রা) মজলিস-উস-শুরা ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কারণ তিনি সব সময় বলতেন পরামর্শ ব্যতীত খিলাফত চলতে পারে না। এ গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি জনগণের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণ এবং স্বচ্ছভাবে শাসনকার্যে পরিচালনার জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মন্ত্রণা পরিষদ গঠন করেন, যা মজলিস-উস-শুরা বা মন্ত্রণা পরিষদ নামে পরিচিত। এটি মজলিস-উস-খাস ও মজলিস-উস-আম এ দুটো ভাগে বিভক্ত ছিল। উদ্দীপকেও এ ধরনের পরিচালনা নীতি দেখা যায়।

এটলাস সমবায় সমিতির কলেবর বৃদ্ধি পেলে কর্তৃপক্ষ সম্পদ সংরক্ষণ ও বণ্টনের জন্য আলাদা বিভাগ গঠন করে। তাদের এ কাজটি ওমর (রা)-এর প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে মজলিস-উস-শুরা গঠনের মতোই। সময়ের সাথে সাথে ওমর (রা)-এর খিলাফত অর্ধজাহান পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল। এত বড় খিলাফত পরিচালনার তাগিদেই তিনি আলাদাভাবে শক্তিশালী বিচার বিভাগ গঠন করেন। ভিন্ন ক্ষেত্র হলেও এটলাস সমিতি ওমর (রা)-এর ন্যায় নীতি গ্রহণ করেছে। সুতরাং, উদ্দীপকে ওমর (রা)-এর মজলিস-উস-শুরা গঠনের নীতি অনুসৃত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে সমিতির সংরক্ষণ ও বিলি-বণ্টনে হযরত ওমর (রা) প্রতিষ্ঠিত দিওয়ান ও বায়তুল মাল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য লক্ষণীয়।
বায়তুল মাল (রাষ্ট্রীয় কোষাগার) এর পুনর্গঠন খলিফা হযরত ওমরের (রা) একটি শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। ওমর (রা) আব্দুল্লাহ বিন আকরামকে প্রধান কোষাধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত করে মদিনায় বায়তুল মালের সংস্কার ও পুনর্গঠন করেন। সেখানে প্রদেশ হতে প্রেরিত উদ্বৃত্ত অর্থ জমা থাকত। ঐ কোষাগার পাহারার জন্য অস্ত্র সজ্জিত প্রহরীও নিযুক্ত করা হয়েছিল। এছাড়া খিলাফতের আয় বৃদ্ধি করার সাথে সাথে খলিফা দিওয়ান-উল খারাজ নামে একটি নতুন রাজস্ব বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। এর কাজ ছিল রাজ্যের আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ রক্ষা করা এবং প্রয়োজনীয় খরচ নির্বাহের পর উদ্বৃত্ত অর্থ মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা করা।
উদ্দীপকেও এ ধরনের অর্থ সংগ্রহের বিষয়টি অর্থ বিভাগ রাষ্ট্রপরিচালনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটলাস সমিতি এ বিভাগ সংস্কারের মাধ্যমে সমিতিকে আর ও শক্তিশালী করার উদ্যোগ নিয়েছে। এটি ওমর (রা)-এর দিওয়ান উল খারাজ ও বাইতুল মাল প্রতিষ্ঠার অনুরূপ। ওমর (রা)-এর এ ব্যবস্থা রাষ্ট্র সম্পদের অপচয়ের হাত থেকে যেমন রক্ষা পেত, তেমনি সঠিক বণ্টন নিশ্চিত হতো। একইভাবে এটলাস সমিতিও সম্পদ সংরক্ষণ ও বিলি বণ্টনের নিশ্চয়তার জন্য আলাদা বিভাগ ও ক্যাশ কাউন্টার চালু করে।
উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, এটলাস সমিতি ওমর (রা)-এর দিওয়ান ও বাইতুল মাল গঠনের নীতিই অনুসরণ করেছে।

প্রশ্ন ▶ ৯ 'ক' নামক একজন শাসক ক্ষমতায় এসেই সকল প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের বরখাস্ত করে তাদের স্থলে নতুন শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। 'গ' নামক শাসনকর্তা ব্যতীত সকল প্রাদেশিক শাসনকর্তা 'ক' শাসকের আদেশ পালন করেন। 'গ' নামক প্রাদেশিক শাসনকর্তার সাথে 'ক' শাসকের সংঘর্ষ শুরু হয়। এ সংঘর্ষের ফলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। *[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]*

ক. আরবদের প্রধান খাদ্য কী? ১
খ. হযরত ওমর (রা) আবু বকর (রা) কে কেন নির্বাচিত করেন? ২
গ. উদ্দীপকের 'ক' ও 'গ' এর মধ্যে সংঘর্ষ খুলাফায়ে রাশেদিনের যুগের কোন সংঘর্ষের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর তোমার পঠিত সংঘর্ষ পরবর্তী ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছে? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আরবদের প্রধান খাদ্য খেজুর।

খ সৃজনশীল ৭ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকের 'ক' ও 'গ' এর মধ্যকার সংঘর্ষ খুলাফায়ে রাশেদিনের যুগের হযরত আলী (রা) ও মুয়াবিয়ার মধ্যকার সংঘর্ষের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।
হযরত আলী (রা) এর খিলাফতকাল ছিল আন্তঃবিপ্লব ও গোলযোগে পরিপূর্ণ। এ সময় হযরত ওসমান (রা) এর হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করেই তিনটি গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হয়। এগুলোর মধ্যে সিফফিনের যুদ্ধ একটি। উদ্দীপকের বর্ণনায় এ যুদ্ধের ঘটনারই প্রতিফলন ঘটেছে।
উদ্দীপকে দেখা যায়, 'ক' ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্বের শাসকের নিযুক্ত প্রাদেশিক গভর্নরদের বরখাস্ত করেন। গভর্নর 'গ' ব্যতীত সকলে তার নির্দেশনার প্রতি সম্মান দেখান। এছাড়া 'ক' 'গ' এর সম্পত্তি রাজকোষে ফিরিয়ে নিলে 'ক' ও 'গ'-এর মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। সিফফিনের যুদ্ধের ক্ষেত্রেও এ ধরনের ঘটনা লক্ষণীয়। হযরত আলী (রা) খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়েই শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে হযরত ওসমান (রা) এর সময়কার প্রাদেশিক গভর্নরদের অপসারণের সিদ্ধান্ত নেন। সকল গভর্নর তার এ সিদ্ধান্তের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করলেও সিরিয়ার গভর্নর আমির মুয়াবিয়া এ সিদ্ধান্ত মানতে অনীহা প্রকাশ করেন। তিনি হযরত ওসমান (রা) এর খিলাফতকালে দুর্নীতি করে রাজকোষের অর্থের মাধ্যমে বিপুল সম্পত্তির মালিক হন। হযরত আলী (রা) এসব সম্পত্তি পুনরায় রাজকোষে ফিরিয়ে নিলে মুয়াবিয়ার স্বার্থে আঘাত লাগে। ফলে তিনি আলী (রা) এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। এ খবর পেয়ে আলী (রা)ও যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। ফলে ৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ জুলাই সিফফিনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সুতরাং দেখা যায়, উদ্দীপকের সংঘর্ষ সিফফিনের যুদ্ধেরই ইঙ্গিত বহন করে।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি সিফফিনের যুদ্ধের ঘটনা পরবর্তী ইতিহাসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করার মাধ্যমে গণতন্ত্রের পরিবর্তে রাজতন্ত্রের সূচনা হয়।
উদ্দীপকে জনাব 'ক' সিদ্ধান্তের প্রতি জনাব 'গ'-এর আনুগত্যহীনতা, তার সম্পত্তি রাজকোষে ফিরিয়ে আনা এবং এর জের ধরে যে সংঘর্ষের কথা বলা হয়েছে তা মূলত সিফফিনের যুদ্ধকেই ইঙ্গিত করে। এ যুদ্ধ ছিল ইসলামের সংহতি রক্ষা এবং শান্তি ও সমৃদ্ধির পক্ষে ঘোর অমঙ্গলজনক। এ অমঙ্গলেরই একটি প্রতিচ্ছবি হলো গণতন্ত্রের অবসান এবং রাজতন্ত্রের সূচনা।
সিফফিনের যুদ্ধের পর ৬৬০ খ্রিষ্টাব্দে আমির মুয়াবিয়া নিজেকে আনুষ্ঠানিকভাবে খলিফা হিসেবে ঘোষণা দেন। অমীমাংসিত এ যুদ্ধে খলিফা আলী (রা)-এর সরলতার সুযোগ নিয়ে আমির মুয়াবিয়া দুমাতুল জন্দলে সালিশির আয়োজন করে ধূর্ততার মাধ্যমে নিজেকে খলিফা পদে অধিষ্ঠিত করেন। ফলে গণতন্ত্র ও খিলাফতের অবসান ঘটে এবং বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের উদ্ভব হয়। সকল জনগণ শাসক ও শাসিত এ দু দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ যুদ্ধের ফলে শুধু আলী (রা)-এরই পরাজয় ঘটেনি বরং মহানবি (স)-এর আদর্শে প্রতিষ্ঠিত খুলাফায়ে রাশেদিনের প্রজাতন্ত্রের অবসান ঘটে এবং রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সূচনা হয়, যা ইসলামের মৌলিক আদর্শে আঘাত হানে। তাছাড়া মুয়াবিয়ার সাথে আলী পুত্র হাসানের সন্ধি অনুযায়ী আলী (রা)-এর দ্বিতীয় পুত্র হুসাইনের খলিফা নিযুক্ত হওয়ার কথা থাকলেও ৬৭৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি নিজ পুত্র ইয়াজিদকে খিলাফতের পরবর্তী উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। এভাবে নির্বাচনভিত্তিক খিলাফতকে উত্তরাধিকারভিত্তিক সালতানাতে রূপান্তর করা হয়।
পরিশেষে বলা যায়, সিফফিনের যুদ্ধে খলিফা আলীর (রা) দূরদর্শী চিন্তার অভাবে মুয়াবিয়া হঠকারিতা করার সুযোগ পায়। ফলে ইসলামের ভিত্তিমূল আলোড়িত হয় অর্থাৎ গণতন্ত্রের বিলোপ ঘটে। আর এটি রাজতন্ত্র উদ্ভবের পথ সহজ করে দিয়ে ইসলামকে শক্তিহীন করে দেয়।

প্রশ্ন ▶ ১০ শাহমাকদুমের মাজার একটি প্রসিদ্ধ মাজার। মাজারের মান মর্যাদা ও দান-দক্ষিণার মাধ্যমে প্রচুর আয় ইত্যাদি দেখে কয়েকজন ভণ্ডপির মাজার নির্মাণ করে। লোভ-লালসা দিয়ে একদল ভক্ত শ্রেণিও তৈরি করে। একজন ভণ্ডপিরের পরামর্শে ব্যবসায়ীরা সরকারকে কর দিতে অস্বীকৃতি জানায়। ভণ্ডপিরদের মধ্যে একজন করিমন বিবি নামে মহিলাও ছিলেন। সরকার তাদেরকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে বলে। কিন্তু লোভের বসে তারা তা অমান্য করে ও সরকারের নিরাপত্তা বাহিনীকে নাস্তানাবুদ করে তোলে। পরবর্তীতে সরকার ভণ্ডপিরদের শক্ত হাতে দমন করে। *[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]*

ক. হযরত মুহাম্মদ (স)-এর হিজরতের সফরসঙ্গী কে ছিলেন? ১
খ. খুলাফায়ে রাশেদিন বলতে কী বোঝ? ২
গ. কর প্রদানে বিরত থাকা ব্যবসায়ীদের সাথে মদিনার কোন সম্প্রদায়ের সামঞ্জস্য পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. করিমন বিবির স্বার্থ ও ভণ্ডনবি সাজাহ এর স্বার্থ একই সূত্রে গাঁথা— বিশ্লেষণ করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হযরত মুহাম্মদ (স)-এর হিজরতের সফরসঙ্গী ছিলেন হযরত আবু বকর (রা)।

খ হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ইন্তেকালের পর যে চারজন সাহাবি তাঁর প্রতিনিধিরূপে আরব রাষ্ট্র ও মুসলিম সমাজের সর্বাধিনায়কত্ব করে গেছেন, তাঁরাই মুসলিম জাহানের ইতিহাসে 'খুলাফায়ে রাশেদিন' নামে পরিচিত।
খুলাফায়ে রাশেদিনের চার জন খলিফা হলেন- হযরত আবু বকর (রা) হযরত ওমর (রা), হযরত ওসমান (রা) এবং হযরত আলী (রা)। তারা আল্লাহ ও রাসুল (স) নির্দেশিত পথ অনুসারে খিলাফত পরিচালনা করেছেন বলে তাঁদেরকে খুলাফায়ে রাশেদিন বা সত্য বা ন্যায়পথগামী বলা হয়।

গ সৃজনশীল ৭ এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৭ এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ১১ মুর সম্প্রদায়ের দলনেতা আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করলেন। তিনি তার কোনো উত্তরাধিকারী মনোনীত করেননি। দলনেতা নির্বাচন নিয়ে গোত্রের লোকদের মধ্যে সংঘাত দেখা দিলো। দলের বয়োজ্যেষ্ঠ সাদাব জ্ঞানী মানুষ হিসেবে সকলের শ্রদ্ধেয়। মৃত দলনেতার বিশেষ আস্থাভাজন ছিলেন তিনি। আকিব বললেন, আমাদের নেতা হবেন সাদাব। সকলে তার কথা মেনে নিল। আসন্ন সংঘাত থেকে মুর সম্প্রদায় রক্ষা পেল। *[বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা]*

ক. কাদেসিয়ার যুদ্ধ কতো দিনব্যাপী সংঘটিত হয়েছিল? ১

খ. বায়তুল মাল কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনার সঙ্গে মিল রয়েছে তোমার পঠিত কোন ঘটনার? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত ঘটনা আসন্ন সংঘাত থেকে মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা করেছিল— বিশ্লেষণ করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কাদেসিয়ায় যুদ্ধ তিন দিনব্যাপী সংঘটিত হয়েছিল।

খ বায়তুল মাল বলতে ইসলামি রাষ্ট্রের সরকারি কোষাগারকে বোঝায়।
ইসলামি রাষ্ট্রে রাষ্ট্রের সমস্ত অর্থ এক স্থানে জমা থাকে। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পরিচালনায় এ অর্থ ব্যয় করা হয়। রাষ্ট্রের বাৎসরিক ব্যয় ভার নির্বাহের পর উদ্বৃত্ত অর্থ গরিবদের মাঝে বণ্টন করা হয়। রাষ্ট্রের সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এ সম্পদের ওপর নির্ভর করে। এ ধরনের রাষ্ট্রীয় কোষাগারই বায়তুল মাল নামে পরিচিত।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনার সাথে হযরত আবু বকর (রা)-এর খলিফা নির্বাচিত হওয়ার মিল পরিলক্ষিত হয়।
মহানবী (স)-এর ওফাতের পর মুসলিম জগতে এক জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়। কারণ মহানবি (স) কাউকে খলিফা নির্বাচিত করে যাননি। তিনি খলিফা বা প্রতিনিধি নির্বাচনের দায়িত্ব সমস্ত মুসলমানদের হাতে ন্যস্ত করে যান। এমতাবস্থায় খলিফা নির্বাচন নিয়ে বিভিন্ন গোত্র ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করে। যার ফলে এক ভয়াবহ ও সংশয়পূর্ণ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। তবে অনেক বাক-বিতণ্ডার পরে শেষ হযরত আবু বকর (রা) খলিফা নির্বাচিত হয়ে পরিস্থিতি শান্ত করেন। উদ্দীপকেও এরূপ অবস্থা পরিলক্ষিত হয়।
উদ্দীপকে দেখা যায়, মুর সম্প্রদায়ের দলনেতার হঠাৎ মৃত্যুতে গোত্রদ্বয়ের মধ্যে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। জ্ঞানী ও বয়োজ্যেষ্ঠ হিসেবে সাদাব সকলের কাছে সম্মানিত বলে পরিচিত ছিল। তাই আকিব নামক অন্য একজন ব্যক্তি সাদাবকে নেতা ঘোষণা করেন এবং সকলে তাকে দলনেতা হিসেবে মেনে নেয়। অনুরূপভাবে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর শাহাদাতের পর মুসলিম সাম্রাজ্যে এক সঙ্কটময় পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। কেননা মহানবি (স) কোন উত্তরাধিকারী মনোনীত করেননি। ফলে খিলাফতকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়। এ সময় বিভিন্ন গোত্রগুলো নিজ নিজ সম্প্রদায়ের শেখ তথা নেতাকে খলিফা নির্বাচনের দাবি জানায়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে মুসলিম জাহান যখন খলিফা নির্বাচনে দ্বিধান্বিত তখন হযরত উমর (রা) খলিফা হিসেবে আবু বকর (রা) সমর্থনে জোরালো বক্তব্য রাখেন এবং আরবদের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী আবু বকর (রা) হাত চুম্বন করে খলিফা হিসেবে ঘোষণা করেন। এ ঘোষণার সাথে সাথে সকলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আবু বকর (রা)কে খলিফা হিসেবে স্বীকার করেন। উদ্দীপকে এ ঘটনারই প্রতিফলন দেখা যায়।

ঘ মহানবি (স)-এর শাহাদাতের পর খলিফা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মুসলিম জাহানে যে চরম সংঘাতের আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছিল তা আবু বকর (রা)-এর খলিফা নির্বাচিত হওয়ার মাধ্যমে দূরীভূত হয়।

মহানবি (স) ছিলেন গণতন্ত্রের একজন প্রবক্তা। যার ফলে তিনি উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যাননি। কিন্তু তার মৃত্যুর পর খিলাফতকে কেন্দ্র করে মুসলিম উম্মাহের মধ্যে ব্যাপক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। এই সমস্যাসঙ্কুল অবস্থায় বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে আসন্ন দ্বন্দ্বের আশঙ্কা দেখা দেয়। এমতাবস্থায় হযরত ওমর (রা) জোরালো সমর্থন এবং আরব প্রথানুযায়ী আবু বকর (রা)-এর হাত চুম্বনের মাধ্যমে তাকে খলিফা বলে ঘোষণা করেন। উদ্দীপকে এর প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।
উদ্দীপকে বর্ণিত মুর সম্প্রদায়ের দলনেতার আকস্মিক মৃত্যুতে উত্তরাধিকারী নিয়ে গোত্রদ্বয়ের মধ্যে সংঘাতের সৃষ্টি হয়। কিন্তু সাদাব নেতা নির্বাচিত হওয়ার মাধ্যমে এই পরিস্থিতি শান্ত হয়। অনুরূপভাবে মুসলিম উম্মাহ মহানবি (স)-এর ইন্তেকালের পর কঠিন অবস্থার মুখোমুখি হয়। কারণ গণতান্ত্রিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মহানবি (স) খলিফা নির্বাচনের ভার মুসলিম উম্মাহর ওপর দিয়ে যান। তাই নেতা নির্বাচন নিয়ে এ সময় এক ভয়ঙ্কর অবস্থা সৃষ্টি হয়।
পি. কে. হিট্টি বলেন, 'খিলাফত প্রশ্নই ছিল ইসলামের প্রথম সমস্যা এটি অদ্যাবধিই একটি জীবন্ত সমস্যা।' খলিফা নির্বাচনের উদ্দেশ্যে মুসলমানগণ সাকিফা বানি সাদিয়া' নামক স্থানে মিলিত হন। এখানে খলিফা নির্বাচনের প্রশ্নে চারটি রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হয়। তারা নিজেদের পক্ষের লোকদের সমর্থনে কথা বলেন। অনেক বাক-বিতণ্ডার পরে উমর (রা) বয়োজ্যেষ্ঠ, জ্ঞানী ও ইসলামে জন্য নিবেদিত প্রাণ হিসেবে আবু বকর (রা)-এর হাত চুম্বনের মাধ্যমে তার আনুগত্য স্বীকার করেন। ফলে সবাই আবু বকর (রা)-এর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। আবু বকর (রা) অত্যন্ত সংকটময় মুহূর্তে মুসলিম সাম্রাজ্যের নেতা নির্বাচিত হন। খিলাফতকে কেন্দ্র করে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল আবু বকর (রা)-এর নির্বাচিত হওয়ার মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। এটি না হলে ইসলামের বাণী সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়া অনিশ্চিত হয়ে যেত।
উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, আবু বকর (রা) খলিফা নির্বাচিত হয়ে অরাজক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন।

প্রশ্ন ▶ ১২ মাওলানা আহম্মদ উল্লাহ সাহেব অনেক কষ্ট করে তার জনপদের লোকজনকে সুন্দর ও সঠিক পথে আনায়ন করেন। কিন্তু তার মৃত্যুর পর তারা পুনরায় অসৎ পথে ফিরে যায়। এমতাবস্থায়, তার পরবর্তী শিষ্য তাদের দমন করেন এবং সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। *[বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা]*

ক. ভণ্ডনবিদের নেতা কে ছিলেন? ১

খ. কাকে এবং কেন 'সিদ্দিক' বলা হতো? ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন ঘটনার মিল পাওয়া যায়? লিখ। ৩

ঘ. শিষ্য কীভাবে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন? বিশ্লেষণ করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভণ্ডনবিদের নেতা ছিলেন মুসায়লামা।

খ সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্থতার জন্য হযরত আবু বকর (রা) কে 'সিদ্দিক' বলা হতো।
হযরত আবু বকর (রা) ছিলেন মহানবি (স) এর একান্ত অনুগত। মহানিব (স) সব কিছুতেই তার ছিল অগাধ বিশ্বাস এবং তার সমস্ত কথাই আবু বকর (রা) অকপটে বিশ্বাস করতেন। মহানিব (স) মিরাজ গমনের কথা শুনা মাত্রই তিনি সন্দিহানভাবে বিশ্বাস করেন। তিনিই সর্ব প্রথম মহানিব (স)-এর মিরাজের ঘটনা বিশ্বাস করেন। এ জন্য মুহাম্মদ (স) তার উপাধি দেন 'সিদ্দিক' বা বিশ্বাসী। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আবু বকর (রা) কে সিদ্দিক বলা হতো।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনায় খুলাফায়ে রাশেদিনের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা)-এর কর্মকাণ্ডের প্রতিফলন ঘটেছে।
হযরত আবু বকর (রা) ছিলেন ইসলামের প্রথম খলিফা ও একনিষ্ঠ সেবক। মহানবি (স)-এর নবুয়ত লাভের পর বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে তিনিই প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর খিলাফতকালে ইসলামের বিরুদ্ধে অনেকে আন্দোলন শুরু করে, যা ছিল ইসলাম ধর্মের জন্য ক্ষতিকর। তবে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এ গুলো নিরসন করেন। উদ্দীপকেও এ ঘটনার প্রতিফলন ঘটেছে।
উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই যে, একজন মহাপুরুষের পরলোকগমনের পর তার একজন সাথীকে প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হয়। এ সময় তিনি অনেক বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হলেও যোগ্যতার সাথে তা সমাধান করেন। অনুরূপভাবে হযরত মুহাম্মদ (স) এর মৃত্যুর পর আরবের রাজনৈতিক পরিস্থিতি যখন সংকটাপন্ন সেই সময় হযরত আবু বকর (রা) ইসলামি খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তখন স্বধর্মত্যাগী, যাকাত বিরোধীদের বিদ্রোহ, রোমান ও পারসিক সাম্রাজ্যদ্বয়ের ইসলাম বিরোধী তৎপরতায় আরব রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন প্রায় ছিল। আবু বকর (রা) তার বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার দ্বারা ইসলামি সাম্রাজ্যকে এ সকল বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেন। উদ্দীপকে হযরত আবু বকর (রা)-এর এ বিচক্ষণ কার্যাবলিরই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের ন্যায় হযরত আবু বকর (রা) ভণ্ডনবি ও স্বধর্মত্যাগীদের দমনের মাধ্যমে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

মহানবী (স)-এর ওফাতের পর নবদীক্ষিত আরববাসীর অধিকাংশই ইসলাম পরিত্যাগ করে বাপ-দাদার ধর্মে ফিরে যেতে থাকে। এই সুযোগে আসওয়াদ, আনাসি, মুসায়লামা, তোলায়হা ও সাজাহসহ বেশ কয়েকজন ভণ্ডনবির আবির্ভাব হয়। হযরত আবু বকর (রা) এ সমস্ত স্বধর্মত্যাগী ও ভণ্ডনবিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। আবার অনেক গোত্র যাকাত প্রদানেও অস্বীকৃতি জানায়। ফলে ইসলাম ও ইসলামি রাষ্ট্র চরম সংকটজনক পরিস্থিতিতে নিপতিত হয়। এমতাবস্থায় হযরত আবু বকর (রা) অত্যন্ত দক্ষতা ও সাহসিকতার সাথে এই কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। উদ্দীপকেও এরূপ ঘটনা পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে আহমদ সাহেবের মৃত্যুর পর জনপদের লোকের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা যায়। তারা পুনরায় অসৎ পথে ফিরে যায়। এই পরিস্থিতিতে তার এক শিষ্য তাদের দমন করে সমাজে শান্তি আনয়ন করেন। অনুরূপভাবে হযরত আবু বকর (রা) ও ইসলামি রাষ্ট্রকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে। মহানবি (স)-এর ইন্তেকালের পর স্বধর্মত্যাগী ও ভণ্ডনবিদের বিদ্রোহের ফলে ইসলামে চরম বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়ে ছিল। সে মুহূর্তে যদি আবু বকর (রা) তাদের দমন করতে ব্যর্থ হতেন তাহলে তারা রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করত এবং ইসলামি রাষ্ট্রকে বিলীন করে দিত। কিন্তু আবু বকর (রা) দৃঢ়সংকল্প, গভীর আত্মপ্রত্যয় ও অনমনীয় মনোভাবের মাধ্যমে ভণ্ডনবিদের দুরভিসন্ধি ধূলিসাৎ করে দেন। ফলে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

উপযুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, ভণ্ডনবি ও স্বধর্মত্যাগীদের দমনের মাধ্যমে উদ্দীপকের ন্যায় আবু বকর (রা)ও সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন।

প্রশ্ন ▶ ১৩ গত নির্বাচনে জনাব এনায়েতুল্লাহ মজুমদার পেরিয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। তিনি শাসনকার্যে জনগণের মতামতকে প্রাধান্য দিতেন। তিনি তার পরিষদের সদস্য ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে একটি পরামর্শ সভা গঠন করেন। এর ফলে শাসনকার্যে জনগণের মতামতের প্রতিফলন ঘটতে থাকে।

[বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা]

ক. হযরত ওমর (রা) কতো খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন? ১

খ. বায়তুল মাল বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন ঘটনার মিল পাওয়া যায়? লিখ। ৩

ঘ. ঐ আমলের গণতন্ত্রের স্বরূপ বিশ্লেষণ করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হযরত ওমর (রা) ৫৮৩ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

খ সৃজনশীল ১১ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ৮ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ হযরত ওমর (রা)-এর শাসনকাল ছিল আইনের শাসন ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি।

হযরত ওমর (রা)-এর শাসনব্যবস্থা ছিল গণতান্ত্রিক, তার চোখে সকল প্রজা সমান ছিল। ধনী-গরিব, মুসলিম-অমুসলিম, নারী-পুরুষের কোনো প্রকার পার্থক্য তিনি করতেন না। তিনি সকলকে অপরাধী আর নির্দোষ এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতেন। অপরাধী হওয়ার কারণে কোনো মুসলমান তার আত্মীয় হলেও তার রক্ষা ছিল না, শাস্তি তাতে পেতেই হতো।

ওমর (রা) নিজেকে একজন সাধারণ মানুষের মর্যাদাই দিতেন। খলিফা হওয়ার দাম্ভিকতা তার মাঝে ছিল না। তিনি সকলের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। গণতন্ত্রের অন্যতম দিক হলো—জনগণের মতামতের প্রাধান্য এবং স্বাধীন বিচারব্যবস্থা। তিনি খলিফা হওয়ার কারণে স্বেচ্ছাচারী কোনো সিদ্ধান্ত নেননি। জনগণের মতামতের ভিত্তিতে তিনি শাসন পরিচালনা করতেন। বিচারব্যবস্থা ছিল স্বাধীন। এই বিচারব্যবস্থায় তিনি কারও প্রতি অনুরাগ কিংবা বিরাগ প্রকাশ করতেন না।

ওমর (রা) নিজেকে কখনই সকল ভুলের উর্ধ্বে মনে করতেন না। তিনি ছিলেন গণতন্ত্রের ধারক ও বাহক। স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলে অনুকরণীয় আদর্শে পরিণত হয়েছেন।

প্রশ্ন ▶ ১৪ নাগপুর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হয়ে জনাব কফিল সাহেব কাউন্সিলরদের সাথে কোন একটি বিষয় নিয়ে বিরোধে জড়িয়ে পড়েন। পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করায় বিষয়টি মীমাংসা করার জন্য সালিশি বৈঠকের আয়োজন করা হয়। বৈঠকটিতে 'ক' ও 'খ' যথাক্রমে মেয়র ও কাউন্সিলদের প্রতিনিধি মনোনীত হন। কিন্তু 'ক' এর সরলতা ও 'খ' এর ধূর্ততার কারণে সালিশির রায়টি মেয়র পক্ষের লোকদের মনঃপুত হয়নি। মেয়র মীমাংসটি মেনে নিলেও তার দলের একটি অংশ তা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে তার দলত্যাগ করে। *[বি এ এফ শাহীন কলেজ, ঢাকা]*

ক. উশর কোন ধরনের কর ব্যবস্থার নাম? ১

খ. শিয়া কারা? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সালিশি বৈঠকটির সঙ্গে খুলাফায়ে রাশেদিনের আমলের কোন ঘটনাটির সাদৃশ্য আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. এ ধরনের ত্রুটিপূর্ণ মীমাংসা বিভিন্ন দল-উপদলের সৃষ্টি করে— বিশ্লেষণ করো। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উশর হলো মুসলমানদের দেয়া ভূমি কর ব্যবস্থার নাম।

খ ইসলামের ইতিহাসে 'শিয়া' বলতে মহানবি (স)-এর জামাতা আলী (রা)-এর সমর্থকদের সমন্বয়ে গঠিত দলকেই বোঝায়।

'শিয়া' হচ্ছে সেই গোষ্ঠী যারা একমাত্র মহানবি (স)-এর গোত্রভুক্ত। বিশেষ করে মুহম্মদ (স)-এর কন্যা ফাতিমা এবং তার স্বামী আলীর অনুসারী। ইসলামে 'খিলাফত' ও 'ইমামত' প্রশ্নে যে দুটি দলের সৃষ্টি হয়েছিল তাদের মধ্যে যারা হযরত আলী (রা) কে সমর্থন করে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হয়েছিল তারাই 'শিয়া'।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সালিশি বৈঠকটির সঙ্গে খুলাফায়ে রাশেদিনের আমলের দুমার মীমাংসা ঘটনাটির সাদৃশ্য রয়েছে।

সিফফিনের যুদ্ধ বন্ধের পর বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য হযরত আলী (রা) ও মুয়াবিয়ার পক্ষ হতে একজন করে সালিশ বা মধ্যস্থ ব্যক্তি নিযুক্ত হন। আলী (রা)-এর পক্ষে আবু মুসা আল আশারি এবং মুয়াবিয়ার পক্ষে আমর ইবনুল আসকে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করা হয়। নির্দিষ্ট সময়ে মদিনা ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী দুমাতুল জন্দল নামক স্থানে সালিশি মজলিস বসে। আমর আবু মুসাকে বোঝালেন যে, ইসলামের স্বার্থে আলী ও মুয়াবিয়া উভয়কে অপসারণ করতে হবে। কথা অনুযায়ী প্রথমে আবু মুসা বেদির ওপর দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন, আমি খিলাফত হতে আলীকে পদচ্যুত করলাম। এরপর আমর দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি আলী (রা) এর পদচ্যুতি অনুমোদন করলাম এবং তদস্থলে মুয়াবিয়াকে নিযুক্ত করলাম। এ সালিশির রায়ে, খলিফার সমর্থকগণ ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠল। হযরত আলী (রা)-এর সেনাবাহিনীর একটি অংশ যুদ্ধ বিরতিতে রাজি ছিল না। তারা সালিশির রায়ে অসন্তুষ্ট হয়ে হযরত আলীর দল ত্যাগ করেন।

উদ্দীপকে 'ক' এর সরলতার কারণে মীমাংসাটি যেমন মেয়রের পক্ষের লোকদের বিপক্ষে যায়, ঠিক একইভাবে দুমার মীমাংসার ক্ষেত্রেও মীমাংসাটির রায়ও অন্যায়ভাবে আলী (রা)-এর বিপক্ষে চলে যায়। সত্যিকার জনপ্রতিনিধির ক্ষেত্রে, কোনো সিদ্ধান্ত বিপক্ষে গেলেও বৃহৎ স্বার্থে সে তা মেনে নেয়। কিন্তু সমর্থকরা অন্যায় সিদ্ধান্ত না মেনে বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারে। আলী (রা) ক্ষেত্রে খারিজি উদ্ভব এবং উদ্দীপকে বিদ্রোহী গোষ্ঠীর অবস্থান সে বিষয়টির ইঙ্গিত দেয়। সুতরাং, উদ্দীপকের সাথে দুমার বৈঠকের খারিজি উদ্ভবের মিল রয়েছে।

ঘ দুমার মীমাংসার মতো ত্রুটিপূর্ণ সিদ্ধান্ত বিভিন্ন দল-উপদলের সৃষ্টি করে।

দুমাতুল জন্দলের রায় প্রহসনে রূপ নেয়। হযরত আলী (রা) ও মুয়াবিয়া (রা) স্ব-স্ব পদে বহাল থাকেন। হযরত আলী (রা) এর সমর্থকগণ শিয়া ও খারেজি এই দুই দলে বিভক্ত হয়ে যায়। শিয়াগণ হযরত আলী (রা)কে অন্ধভাবে অনুসরণ করে এবং খারেজিগণ দু'মাতুল জন্দলের রায়কে বাতিল করে পুনরায় মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আহ্বান জানান। হযরত আলী (রা) যুদ্ধ করতে সম্মত না হলে খারেজিগণ তাকে অস্বীকার করে। এভাবে খারেজি নামে একটি ধর্মীয় রাজনৈতিক দলের উৎপত্তি হয়।

teachingbd24.com

খারেজিরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মতবাদ প্রদান করায় তাদের মাঝে কতকগুলো দলের সৃষ্টি হয়েছিল। এ দলগুলো হচ্ছে নাফি-আজরাক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আজরাকি সম্প্রদায়, নাজদ বিন-আমর প্রতিষ্ঠিত নাজদিয়া সম্প্রদায়, আবদুল্লাহ ইবনে ইবাদ প্রতিষ্ঠিত ইবাদিয়া সম্প্রদায় এবং জায়েদ-বিন-আফসার প্রতিষ্ঠিত সাফারিয়া সম্প্রদায়। অন্যদিকে দুমাতুল জন্দলের সালিশে আলী (রা) সাথে প্রতারণা করে মুয়াবিয়াকে জয়ী ঘোষণা করলে শিয়াদের উদ্ভব হয়। হযরত আলী ও মুয়াবিয়ার গৃহযুদ্ধের সময় শিয়াদের উৎপত্তি ঘটলেও হযরত আলী খারেজিদের দ্বারা নিহত হওয়ার পর 'শিয়ারা একটি সাংগঠনিক রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়। পরবর্তীতে ইমামতের প্রশ্নে শিয়ারা দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়ায় শিয়াদের মধ্যে কতগুলো উপদলের সৃষ্টি হয়েছিল। এ সময় শিয়াদের মধ্যে তিনটি দল দেখা যায়। যথা– ইসনা আশারিয়া, ইসমাইলিয়া ও জায়েদিয়া।

পরিশেষে বলা যায় যে, উদ্দীপকের ন্যায় ত্রুটিপূর্ণ মীমাংসা মুসলিম দলের ঐক্য ব্যাহত করে নানা উপদলের জন্ম দেয়।

প্রশ্ন ▶ ১৫ কালুবাবার মাজারের সুনাম ও সুখ্যাতিকে অবলম্বন করে কতিপয় ধর্মাশ্রয়ী ব্যক্তি নিজেদের এলাকায় আস্তানা তৈরি করে নিজেদের পির বলে আখ্যায়িত করে। তারা মানুষের সরলতা ও অশিক্ষাকে পুঁজি করে ধর্ম ব্যবসায়ে জড়িয়ে পড়ে। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে মাজার কর্তৃপক্ষ উল্লিখিত ধর্ম ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিয়ে তাদের দমন করে মাজারের পবিত্রতা ও সুনাম ফিরিয়ে আনে।

[বি এ এফ শাহীন কলেজ, ঢাকা]

ক. শুরা শব্দের আভিধানিক অর্থ কী? ১

খ. স্ব-ধর্মত্যাগী আন্দোলন বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ধর্ম ব্যবসায়ীদের দমন আবু বকরের কর্মকাণ্ডের সাথে যে বিষয়টির মিল খুঁজে পাওয়া যায় তার স্বরূপ বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পদক্ষেপ শিশু ইসলামি রাষ্ট্রকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছিলম- মূল্যায়ন করো। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শুরা শব্দের আভিধানিক অর্থ পরামর্শ।

খ স্ব-ধর্মত্যাগী আন্দোলন বলতে ভণ্ডনবিদের বিরুদ্ধে হযরত আবু বকর (রা)-এর পরিচালিত যুদ্ধকে বোঝায়।

মহানবি (স)-এর পরলোকগমনের পর গোত্রের পর গোত্র ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে তাদের পূর্বের ধর্মে ফিরে যেতে থাকে। এছাড়া এসময় কিছু সংখ্যক গোত্রপ্রধান নবুয়তলাভকে একটি লাভজনক পেশা মনে করে নিজেদেরকে নবি ঘোষণা করে। এদের মিথ্যা বক্তব্যে সমাজে ব্যাপক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় এবং রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও ইসলাম ধর্মের নেতৃত্ব নিয়ে চরম সংকট তৈরি হয়। এই চরম সংকটময় মুহূর্তে হযরত আবু বকর (রা) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করে এসব ভণ্ডনবি ও স্বধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এ যুদ্ধই ইসলামের ইতিহাসে রিদ্দার যুদ্ধ বলে খ্যাত।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত ধর্ম ব্যবসায়ীদের দমনের সাথে আবু বকর (রা)-এর যুদ্ধের মাধ্যমে স্বধর্মত্যাগীদের দমনের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

হজরত মুহম্মদ (স)-এর জীবনের শেষদিকে আরবের বিভিন্ন অংশে কতিপয় ভণ্ড বা নকল নবির আবির্ভাব ঘটে নবুয়তপ্রাপ্তিকে তারা লাভজনক মনে করেই নিজেদেরকে নবি হিসেবে দাবি করে। মহানবি (স) এর মৃত্যুর সংবাদে তারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং ইসলামের বিনাশ সাধনে তৎপর হয়। হজরত আবু বকর (রা) স্বধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। মাজার কর্তৃপক্ষ উদ্দীপকে উল্লিখিত ধর্মব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিয়ে তাদের দমন করেন এবং মাজারের পবিত্রতা ও সুনাম ফিরিয়ে আনেন। একইভাবে আবু বকর (রা)ও ভণ্ডনবিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তাদের দমন করেন।

আবু বকর (রা) মদিনায় সৈন্যদল সংগ্রহ করে তাদেরকে মোট ১১টি ভাগে বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেকটি সৈন্যদলকে একজন অভিজ্ঞ সেনাপতির অধীনে ন্যস্ত করে আরবদের বিভিন্ন অংশে পাঠান। তিনি প্রথমে রণকুশলি খালিদ-বিন ওয়ালিদকে তোলায়হা এবং পরে মালিক বিন নোবায়রার বিরুদ্ধে পাঠান। ইকরাম বিন আবি জেহেলকে মুসায়লামার বিরুদ্ধে পাঠান। সুরাহবিলকে ইকরামার সাহায্যে পাঠান। মোজাহির-বিন-আবি উমাইয়াকে ইয়েমেন এবং হাজরামাউত বিজয়ে পাঠান। তার একদল বাহিনীকে তিনি সিরিয়া সীমান্ত প্রহরার জন্য পাঠান। এছাড়া তিনি আম্মান ওমাহরাব বিদ্রোহ দমন। কাজাগোত্রের বিদ্রোহ দমন, বনু সালাম ও হাউয়াবিন গোত্রকে দমণ ও অন্যান্যদের দমনে সেনাবাহিনী পাঠান। বিনা যুদ্ধেই অনেকেই খলিফার নিকট আত্মসমর্পণ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। আর যারা তা অস্বীকার করে পূর্ববর্তী মতে দৃঢ় থেকে আবু বকর (রা) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তাদের দমন করেন।

ঘ উল্লিখিত পদক্ষেপ অর্থাৎ যুদ্ধের মাধ্যমে স্বধর্মত্যাগীদের দমন বা রিদ্দার যুদ্ধ শিশু ইসলামকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছিল।

মাজার কর্তৃপক্ষ যেভাবে ধর্ম ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে মাজারের সুনাম ও সুখ্যাতি ফিরিয়ে আনেন ঠিক একইভাবে আবু বকর (রা) রিদ্দার যুদ্ধের, মাধ্যমে শিশু ইসলামকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে।

হজরত আবু বকর (রা) স্বধর্মত্যাগীদের সকল চক্রান্ত ধূলিসাৎ করে ইসলামি রাষ্ট্রের অখণ্ডতা বজায় রাখতে সক্ষম হন। রিদ্দা যুদ্ধে জয় লাভ করে মুসলমানরা শুধু দেশের অভ্যন্তরেই নয়, বহির্বিশ্বেও ইসলাম প্রচার করার সুযোগ লাভ করে।

রিদ্দা যুদ্ধে মুসলমানদের জয় লাভের ফলে আরব হতে পৌত্তলিকতা চিরতরে বিলুপ্ত হয় এবং সমগ্র আরবে আল্লাহর একত্ববাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। রিদ্দা যুদ্ধে জয়লাভের ফলে ইসলামি রাষ্ট্র ধ্বংসের হাত হতে চিরদিনের মতো রক্ষা পায় এবং মুসলমানদের শক্তি ও শৃঙ্খলার কথা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। মদিনা রাষ্ট্র বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন হতে রক্ষা পায় এবং মুসলিম জাতি নব বলে বলীয়ান হয়। রিদ্দার যুদ্ধের সময় পারসিক ও আরবের বিদ্রোহী গোত্রগুলোকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উস্কে দিয়েছিল। কাজেই যুদ্ধ প্রশমিত হলে আবু বকর (রা) তাদের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। এরই ফলশ্রুতিতে পরবর্তী খলিফা ওমরের খিলাফতকালে সমগ্র পারস্য ও বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য মুসলমানদের করতলগত হয়। এ যুদ্ধে জয় লাভের ফলে ইসলামি রাষ্ট্রের আয়ের পথ বেড়ে যায়। বিভিন্ন গোত্র সম্প্রদায়ের নিকট হতে যাকাত সংগৃহীত হওয়ার ফলে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হয়। ইসলাম সম্বন্ধে মুসলমানদের সন্দেহের অবসান হয় এবং তাদের মনে নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং আশার আলোর সঞ্চয় হয়।

পরিশেষে বলা যায়, হজরত আবু বকর (রা) কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ শিশু ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিল।

প্রশ্ন ▶ ১৬ দিল্লীর বাদশাহ নাসিরউদ্দিন ছিলেন একজন প্রজারঞ্জক শাসক। তিনি রাত্রে ছদ্মবেশে ঘুরে ঘুরে প্রজাদের অবস্থা দেখতেন। কখনও নিজে আটার বস্তা দরিদ্র প্রজার ঘরে পৌঁছে দিতেন। কখনও বা প্রসূতির প্রসব বেদনা নিবারণার্থে নিজের স্ত্রীকে বেদুঈনের গৃহে নিয়ে যেতেন। তবে তার বিচার বিভাগ ছিল বড়ই দুর্বল।

[মোতিমপুর গভ: গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা; ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, ময়মনসিংহ]

ক. ইসলামের তৃতীয় খলিফার নাম কী? ১

খ. হযরত আবু বকর (রা) কে সিদ্দিক বলা হয় কেন? ২

গ. বাদশাহ নাসিরউদ্দিনের সাথে তোমার পঠিত কোন খলিফার কর্মকাণ্ডের মিল আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের বাদশাহ অপেক্ষা তোমার পঠিত খলিফার কর্মকাণ্ড কোন দিক দিয়ে অধিক প্রশংসার দাবি রাখে? বিশ্লেষণ করো। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলামের তৃতীয় খলিফার নাম হযরত ওসমান (রা)।

খ সৃজনশীল ৫ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে বাদশাহ নাসির উদ্দিনের কর্মকাণ্ডের সাথে ইসলামের ইতিহাসের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা)-এর কর্মকাণ্ড সামঞ্জস্যপূর্ণ।

হযরত ওমর (রা) হযরত আবু বকর (রা)-এর মৃত্যুর পর ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে খলিফা হিসেবে দায়িত্ব পান। তিনি এমন জনদরদি শাসক ছিলেন যে, রাতের বেলা ছদ্মবেশে নগরীর বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াতেন। প্রজাদের দারিদ্র্য, ক্ষুধা এবং অভাবের কারণে

Teachingbd24.com

কোনো প্রজা কষ্টে আছেন কিনা তা দেখা ও জানার জন্য। তিনি ভাবতেন তার সাম্রাজ্যে যদি কেউ কষ্টে থাকেন তাহলে আল্লাহর কাছে তাকে অপরাধের শাস্তি পেতে হবে। এজন্য তিনি নিজে অভাবীদের দুয়ারে খাদ্য পৌঁছে দিতেন। এমনকি প্রসূতির প্রসব যন্ত্রণা দূর করতে নিজ স্ত্রীকে প্রেরণ করতে দ্বিধা করতেন না।

হযরত ওমর (রা)-এর মতোই জনদরদি শাসক ছিলেন দিল্লির বাদশা নাসির উদ্দিন। নাসির উদ্দিনের রাতের অন্ধকারে প্রজাদের খোঁজ রাখা, প্রসূতির প্রসব যন্ত্রণায় সাহায্য করা প্রভৃতি জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড হযরত ওমর (রা)-এর কর্মকাণ্ডকে তুলে ধরে। সুতরাং, প্রজাহিতৈষী শাসনকার্য বিবেচনায় উদ্দীপকের শাসক হযরত ওমর (রা) এর আদর্শ ধারণ করেছে।

ঘ দূরদর্শী চিন্তা-চেতনা এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার দিক দিয়ে উদ্দীপকের বাদশাহর চেয়ে হযরত ওমর (রা) অধিক কৃতিত্বের অধিকারী।

হযরত ওমর (রা) প্রজারঞ্জক খলিফা ছিলেন। রাতের অন্ধকারে গরিব প্রজাদের দুঃখ নিজ চোখে দেখতেন এবং অভাবীর ঘরে নিজে বয়ে নিয়ে যেতেন খাবার। প্রসূতির যন্ত্রণা দূর করার জন্য তার স্ত্রীকে পাঠিয়ে দিতেন প্রসব যন্ত্রণায় কাতর মায়েদের গৃহে। এগুলো ছিল হযরত ওমরের (রা) কোমলতার দিক, যা উদ্দীপকের শাসকের ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায়। উদ্দীপকের বাদশাহর সাথে ওমর (রা)-এর মৌলিক প্রশংসনীয় পার্থক্য হচ্ছে তার বিচারব্যবস্থা। ওমর (রা) ছিলেন ন্যায়পরায়ণ শাসক। তিনি কঠোরভাবে অন্যায় দমন করতেন। তার কাছে আপন-পর ভেদাভেদ ছিল না। বিচারক হিসেবে তিনি সকলকে সমানভাবে বিবেচনা করতেন। ওমরের (রা) কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক বিচারব্যবস্থায় অন্যায় করে কেউ মুক্তি পেত না। তিনি তার পুত্রকে অপরাধের জন্য শাস্তি দিয়েছিলেন। তখন তার পিতৃহৃদয় পুত্রের জন্য একটুও করুণা ঝরায়নি। শাস্তি প্রয়োগে তার পুত্র মারা গিয়েছিল।

ওমর (রা)-এর বিচারব্যবস্থায় মুসলিম-অমুসলিম বিবেচনা করা হতো না। মুসলমান অপরাধীর চেয়ে তিনি অমুসলিম নিরাপরাধীর পক্ষেই থাকতেন। এই ছিল তার ন্যায়পরায়ণতা ও বিচারব্যবস্থা। তিনি শরিয়তের বিধানাবলি রাষ্ট্রে কার্যকর করেছিলেন। কথিত আছে 'ওমরের (রা) চাবুক অপরের তরবারি হতেও বেশি ভয়ংকর।'

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বিচার ব্যবস্থায় নিরপেক্ষ এবং ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তাই উদ্দীপকের শাসক থেকে হযরত ওমর (রা) কে অধিক মর্যাদার আসীনে অধিষ্ঠিত করেছে।

প্রশ্ন ▶ ১৭ ঢাকার মোহাম্মদপুরে বিশুদ্ধ পানির সংকট বহুদিনের। জনাব মামুন উক্ত এলাকার কমিশনার নিযুক্ত হন। জনগণের দুর্দশার কথা ভেবে তিনি একটি পানি বিশুদ্ধকরণ পাম্প স্থাপন করেন। তা জনগণের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। ফলে ঐ এলাকায় দীর্ঘদিনের বিশুদ্ধ পানির সমস্যা সমাধান হয়। *[আজিমপুর গভ: গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*

ক. হযরত ওসমান (রা) কতো খ্রিস্টাব্দে খিলাফতে অধিষ্ঠিত হন? ১

খ. ওসমান (রা) এর সময়কার কুরআন দগ্ধীকরণ সংক্রান্ত ঘটনাটি কী ছিল? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে কোন খলিফার কার্যকলাপের মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কমিশনারের পদক্ষেপের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ঘটনার প্রভাব তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হযরত ওসমান (রা) ৬৪৪ খ্রিস্টাব্দে খিলাফতে অধিষ্ঠিত হন।

খ ওসমান (রা) এর সময়কালে পবিত্র কুরআনের বিকৃতি রোধে মূল কপি থেকে কয়েকটি কপি সংকলন করে বাকিগুলো তিনি পুড়িয়ে ফেলেন।

হযরত ওসমান (রা) এর শাসনামলে বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে আঞ্চলিক ভাষায় কুরআন পঠিত হওয়ায় স্থানভেদে কুরআন তিলাওয়াতে ভিন্নতা দেখা দেয়। যেটি পবিত্র কুরআনের বিশুদ্ধতার জন্য হুমকিস্বরূপ ছিল। এ কারণে ওসমান (রা) পবিত্র কুরআনের বিকৃতি রোধ করে বিশুদ্ধতা রক্ষায় বিবি হাফসার নিকট রক্ষিত পবিত্র কুরআনের মূল কপি থেকে কয়েকটি কপি সংকলন করে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়ে দিয়ে পুরনো কপিগুলো পুড়িয়ে ফেলেন।

গ উদ্দীপকের ঘটনার সাথে ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা)-এর কার্যকলাপের মিল পাওয়া যায়।

হযরত ওসমান (রা) ছিলেন মুসলিম জাহানের তৃতীয় খলিফা। তিনি ছিলেন ইসলামের একনিষ্ঠ সৈনিক ও মানবদরদী। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি ইসলাম ও মানবতার সেবায় অকাতরে তার ধন-সম্পদ ব্যয় করেন। উদ্দীপকেও এরূপ দানশীলতার ঘটনা পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ঢাকার মোহাম্মদপুরে বিশুদ্ধ পানির সংকট দেখা দিলে কমিশনার জনাব মামুন একটি পাম্প স্থাপন করেন এবং জনগণের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। ফলে জনগণের দুর্দশার অবসান ঘটে। অনুরূপভাবে হযরত ওসমান (রা) মদিনার অধিবাসীদের পানির অভাব দূর করার জন্য তিনি আঠারো হাজার স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করে একটি কূপ ক্রয় করে তা জনগণের জন্য ওয়াকফ করে দেন। তাই বলা যায়, এলাকার অধিবাসীদের পানির অভাব দূর করার জন্য উদ্দীপকে বর্ণিত দীনি সহায়তা ও অসাধারণ মানবকল্যাণে নিবেদিত হওয়ার ঘটনায় ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা)-এর কার্যকলাপেরই প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

ঘ কমিশনারের পদক্ষেপের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ঘটনা অর্থাৎ হযরত-ওসমান (রা)-এর মদিনাবাসীর জন্য কূপ ক্রয়ের ঘটনার প্রভাব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

ইসলামের খিদমতে তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা)-এর অপরিসীম অবদান রয়েছে। তিনি ছিলেন আরবের শ্রেষ্ঠ ধনী। ইসলাম গ্রহণের পর ওসমান (রা) ইসলাম ও মানবতার সেবায় অকাতরে তার সম্পদ ব্যয় করে। মদিনার অধিবাসীদের পানির অভাব দূর করার জন্য ১৮০০০ দিরহাম ব্যয় করে একটি কূপ ক্রয় করে তা ওয়াকফ করে দেন।

উদ্দীপকের কমিশনার মোহাম্মদপুরের বিশুদ্ধ পানির সংকট দূর করার জন্য একটি পানি বিশুদ্ধকরণ পাম্প স্থাপন করেন। অনুরূপভাবে হযরত ওসমান (রা) মদিনার মুসলমানদের পানির কষ্ট দূর করার জন্য ১৮,০০০ দিরহাম দিয়ে এক ইহুদির নিকট থেকে 'বীরে রুমা' নামক একটি কূপ ক্রয় করে মুসলমানদের জন্য ওয়াকফ করে দেন। পরবর্তীতে এটি সংস্কারের জন্য আরও ২,০০০ দিরহাম খরচ করেন। হযরত ওসমান (রা)-এর কর্মকাণ্ড তৎকালীন মদিনায় গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। কেননা আরবের আবহাওয়া অত্যন্ত উষ্ণ ও রুক্ষ হওয়ার ফলে মদিনায় বিশুদ্ধ পানির চরম সংকট ছিল। ওসমান (রা)-এর বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করার ফলে মানুষের প্রভূত উপকার হয়। ফলে তাদের বিশুদ্ধ পানির অভাব দূরীভূত হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, হযরত ওসমান (রা)-এর মদিনাবাসীর বিশুদ্ধ পানির অভাব দূর করার জন্য কূপ ক্রয় অত্যন্ত ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল।

প্রশ্ন ▶ ১৮ রহিম ও করিমের মধ্যে জমিজমা নিয়ে সংঘর্ষ বাধে। পরাজয় নিশ্চিত বুঝতে পেরে করিম কৌশলে আপস মীমাংসার প্রস্তাব দেন। রহিম করিমের কূট-কৌশল বুঝতে পেরে আপস করতে রাজি ছিল না। কিন্তু তার পরিবারের লোকজনের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত করিমের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। কিন্তু করিম পরবর্তীতে রহিমের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। *[উত্তরা হাই স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*

ক. খিলাফত শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে কোথা থেকে? ১

খ. উষ্ট্রের যুদ্ধ কেন সংঘটিত হয়েছিল? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে রহিম ও করিমের সংঘর্ষের সাথে খুলাফায়ে রাশেদিনের যুগের কোন যুদ্ধের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "করিমের বিশ্বাসঘাতকতা একটি পরিবারের ক্ষতিসাধন করেছিল। কিন্তু খুলাফায়ে রাশেদিনের যুগের উক্ত যুদ্ধের বিশ্বাসঘাতকতা ইসলামি শাসন ব্যবস্থাকে কলুষিত করেছিল।" উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক খিলাফত শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে 'খুলাফা' শব্দ থেকে।

খ হযরত ওসমান (রা) এর হত্যার বিচার দাবির প্রেক্ষিতে উষ্ট্রের যুদ্ধ হয়।

হযরত আলী (রা) ক্ষমতা গ্রহণ করার পর থেকেই তালহা ও যুবায়ের তার কাছে ওসমান (রা)-এর হত্যার বিচার দাবি করেন। কিন্তু হত্যাটি সুপরিকল্পিত হওয়ায় এর বিচার কাজে আলী (রা) বিলম্ব করেন। এর

Teachmdx.com

ফলে তালহা ও যুবায়ের ষড়যন্ত্রকারীদের চক্রান্তে আলী (রা) কে হত্যাকান্ডে দায়ী বলে মনে করেন। এদিকে আলী (রা) সাথে আয়েশা (রা)-এর বিদ্বেষের কারণে আয়েশা (রা) তালহা ও যুবায়েরের পক্ষে অবস্থান নেন। ফলে ওসমান হত্যার বিচার দাবি জোরালো হয়ে ওঠলে উষ্ট্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

গ সৃজনশীল ৬ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ "করিমের বিশ্বাসঘাতকতা একটি পরিবারের ক্ষতিসাধন করেছিল। কিন্তু খুলাফায়ে রাশেদিনের যুগের উক্ত যুদ্ধের বিশ্বাসঘাতকতা ইসলামি শাসন ব্যবস্থাকে কলুষিত করেছিল।"— উক্তিটি যথার্থ।

সিফফিনের যুদ্ধের বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে ৬৬০ খ্রিষ্টাব্দে মুয়াবিয়া সিংহাসনে বসে। খলিফা আলী (রা) এর সরলতার সুযোগ নিয়ে আমির মুয়াবিয়া দুমাতুল জন্দলে সালিশির আয়োজন করে ধূর্ততার মাধ্যমে নিজেকে খলিফা পদে অধিষ্ঠিত করে।

উদ্দীপকে করিমের বিশ্বাসঘাতকতা একটি পরিবারের ক্ষতি করে কিন্তু খলিফা মুয়াবিয়ার বিশ্বাসঘাতকতা ইসলামের শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য অমঙ্গলজনক। এ অমঙ্গলেরই একটি প্রতিচ্ছবি হলো গণতন্ত্রের অবসান ও রাজতন্ত্রের সূচনা। সকল জনগণ শাসক ও শাসিত দুই দলে বিভক্ত হয়ে যায়। মুয়াবিয়া বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে ইসলামের শাসন ব্যবস্থায় প্রজাতন্ত্রের অবসানে রাজতান্ত্রিক শাসনের সৃষ্টি করে। যা ইসলামের মৌলিক আদর্শে আঘাত হানে। তাছাড়া মুয়াবিয়ার সাথে আলীর পুত্র হাসানের সন্ধি অনুযায়ী আলী (রা) এর দ্বিতীয় পুত্র হুসাইনের খলিফা নিযুক্ত হওয়ার কথা থাকলেও ৬৭৬ খ্রিষ্টাব্দে নিজ পুত্র ইয়াজিদকে খিলাফতের পরবর্তী উত্তরাধিকারী মনোনীত করে। এভাবে নির্বাচনভিত্তিক খিলাফতকে উত্তরাধিকারভিত্তিক রাজতন্ত্রের রূপান্তর করা হয়।

পরিশেষে বলা যায়, সিফফিনের যুদ্ধে মুয়াবিয়ার বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে ইসলামে গণতন্ত্রের বিলোপ ঘটে। আর এটি রাজতন্ত্রের উদ্ভবের পথ সহজ করে দিয়েই ইসলামকে শক্তিহীন ও কলুষিত করে।

প্রশ্ন ▶ ১৯ আবুল কালাম একজন শাসকের কর্মকাণ্ড পড়ছিলেন। শাসন ক্ষমতা লাভের পর এ শাসকের অনেক সমস্যা ও বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়। তার সময় ভণ্ড ধর্ম প্রচারকদের উদ্ভব, কর বিরোধী আন্দোলন ও স্বধর্মত্যাগীদের বিদ্রোহ রাষ্ট্রের ওপর আঘাত হানে। তিনি সাহস ও দৃঢ়তার সাথে এ জটিল পরিস্থিতি মোকাবেলা করেন।

[উত্তরা হাই স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা; বালাকাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ]

ক. কতো খ্রিষ্টাব্দে উষ্ট্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয়? ১

খ. মজলিস-উস-শুরা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. আবুল কালামের পঠিত শাসকের সাথে তোমার পঠিত ইসলামের ইতিহাসের কোন শাসকের সাদৃশ্য আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তোমার পঠিত শাসককে কি ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা যায়? মতামত দাও। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উষ্ট্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয় ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দে।

খ মজলিস-উস-শুরা ইসলামি রাষ্ট্রের একটি মন্ত্রণাপরিষদ।

প্রাক-ইসলামি যুগের দারুল নাদওয়ার বয়োজ্যেষ্ঠ পরিষদ এর অনুকরণে রাসুল (স) একটি পরামর্শব্যবস্থা চালু রাখেন, যা পরবর্তীতে হযরত আবু বকর (রা)ও অনুসরণ করেন। হযরত ওমর (রা) এ ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কারণ তিনি সব সময় বলতেন, পরামর্শ ব্যতীত খিলাফত চলতে পারে না। এ গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি জনগণের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণ এবং স্বচ্ছভাবে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মন্ত্রণাপরিষদ গঠন করেন, যা মজলিস-উস-শুরা নামে পরিচিত। এটি মজলিস-উস-আম ও মজলিস-উস-খাস-এ দু ভাগে বিভক্ত ছিল।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত আবুল কালামের পঠিত শাসকের সাথে আমার পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত খলিফা হযরত আবু বকর (রা)-এর সাদৃশ্য আছে।

হযরত মুহাম্মদ (স) এর ওফাতের (মৃত্যুবরণ) পর যে চারজন সাহাবি তাঁর প্রতিনিধিরূপে মুসলিম রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন তাদের মধ্যে আবু বকর (রা) একজন। তিনি ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এবং সুষ্ঠুভাবে রাজ্যের শাসনকার্যাদি পরিচালনা করেছেন। এ দক্ষ রাষ্ট্র পরিচালকের বৈশিষ্ট্যটিই আকুল কালামের পঠিত শাসকের ক্ষেত্রে লক্ষণীয়।

আবুল কালামের পঠিত শাসক শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করে তিনি অনেক সমস্যা ও বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হন। এ সময় কিছু ভণ্ডপির ও কর অস্বীকারকারীগণ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটান। কিন্তু উক্ত শাসক অসীম সাহস ও অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এ পরিস্থিতি মোকাবিলা করেন। এছাড়াও বিশ্বস্ততার জন্য তিনি বিশেষ উপাধিতে ভূষিত হন। হযরত আবু বকর (রা) এর ক্ষেত্রেও এমনটি লক্ষণীয়। তিনি ক্ষমতা গ্রহণের পর নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হন। মহানবি (স) এর জীবনের শেষ দিকে এবং আবু বকর (রা) এর ক্ষমতা গ্রহণের পর আসওয়াদ আনাসি, মুসায়লামা, তোলায়হা এবং সাজাহ নবুয়তের দাবি করে রাজ্যের সর্বত্র বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। কিন্তু তিনি বিশিষ্ট মুসলিম সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদদের সহায়তায় এদেরকে কঠোর হস্তে দমন করেন। এছাড়া মহানবি (স) এর মেরাজ গমনের ঘটনা তিনিই প্রথম বিশ্বাস করে সিদ্দিক উপাধিপ্রাপ্ত হন। এসব কারণে বলা যায়, আবুল কালামের পঠিত শাসকের সাথে ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা) এর সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ সৃজনশীল ৫ এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২০ 'ক' রাষ্ট্রের জনৈক শাসনকর্তা ক্ষমতা গ্রহণের পর শাসনব্যবস্থার সুবিধার্থে প্রাদেশিক গভর্নর পদে নতুন ব্যক্তিদের নিয়োগ দিলে প্রদেশের পূর্ববর্তী গভর্নরগণ তা মেনে নেন। কিন্তু মুহিব নামক গভর্নর মেনে নেননি। ফলে শাসনকর্তার সাথে বিরোধে জড়িয়ে পড়েন এবং উভয়ের মধ্যে এক সংঘর্ষ শুরু হয়।

[শহীদ বীর বিক্রম রমিজউদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা]

ক. খিলাফত শব্দের অর্থ কী? ১

খ. বায়তুল মাল বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' অঞ্চলের শাসনকর্তার সাথে খুলাফায়ে রাশেদিনের কোন খলিফার সাদৃশ্য পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত সংঘর্ষে খলিফার ব্যর্থতার ফলে ইসলামের গণতন্ত্রের পরিবর্তে রাজতন্ত্রের উদ্ভব হয়— তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'খিলাফাত' শব্দের অর্থ প্রতিনিধিত্ব করা।

খ সৃজনশীল ১১ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' অঞ্চলের শাসনকর্তার খলিফা মুয়াবিয়ার সাদৃশ্য রয়েছে।

হযরত আলী (রা) খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়ে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে ওসমান (রা) কর্তৃক নিযুক্ত সকল দুর্নীতিপরায়ণ প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে অপসারণের নীতি গ্রহণ করেন। কিন্তু এ ব্যবস্থা সমস্যাকে আরও জটিল করে তোলে। আল মুগিরা ও ইবনে আব্বাস খলিফাকে এ নীতি বর্জনের পরামর্শ দিলে খলিফা কর্ণপাত করেননি। তিনি সকল প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে বরখাস্ত করে তাদের স্থলে নতুন ও উপযুক্ত শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠান। তার নির্দেশ সকলে মেনে নিলেও মুয়াবিয়া (রা) খলিফার আদেশ প্রত্যাখ্যান করেন। হযরত আলী (রা) তার অবাধ্যতা নিরসনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করলে আলী ও মুয়াবিয়ার দ্বন্দ্ব শুরু হয়।

ওসমান (রা)-এর খিলাফতকালে মুয়াবিয়া অনেক সরকারি সম্পত্তি লাভ করে প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিলেন। এমনিভাবে আরও অনেক উমাইয়া সরকারি ভূমির মালিক হয়েছিলেন। আলী (রা) এ সম্পত্তিগুলো সরকারি করে নিলে উমাইয়ারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। মুয়াবিয়া এর প্রতিশোধ নিতে চাইলে আলী মুয়াবিয়ার দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। সুতরাং বলা যায়, 'ক' অঞ্চলের শাসক মুয়াবিয়ার প্রতিনিধিত্ব করছে।

ঘ সৃজনশীল ৯ এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ২১ মৌসুমী একটি প্রামাণ্যচিত্রে দেখেছে যে, একজন মহাপুরুষের পরলোক গমনের পর তার একজন সহচরকে প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়। কিন্তু এসময় অনেক গোত্রের দলনেতাগণ তাদের মতাদর্শ ত্যাগ করে পূর্বের ধর্মে ফিরে যান। ফলে নবনির্বাচিত প্রতিনিধি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। *[শহীদ বীর বিক্রম রমিজউদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা]*

ক. খারিজি শব্দের অর্থ কী? ১

খ. মজলিস-উস-শুরা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. মৌসুমীর দেখা প্রামাণ্যচিত্রটির সাথে তোমার পঠিত কোন শাসকের সাদৃশ্য আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তোমার পঠিত শাসককে কি ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা যায়? মতামত দাও। ৪

২১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক খারিজি শব্দের অর্থ দল ত্যাগী।

খ সৃজনশীল ১৯ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ১২ এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৫ এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২২ রহমতপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য মনিরের সভাপতি পদটির প্রতি খুব আগ্রহ। তাই তিনি তার সমর্থকদের নিয়ে সভাপতির একটি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করে এবং এ নিয়ে উভয়পক্ষের মধ্যে এক পর্যায়ে বিরোধ বেঁধে যায়। মনিরের এক ঘনিষ্ঠ সহযোগীর উদ্যোগে উভয়ের বিরোধ মীমাংসার জন্য বৈঠক বসলে প্রতারণার মাধ্যমে বর্তমান সভাপতিকে অপসারণ করে মনিরকে সভাপতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এতে উপস্থিত সদস্যদের মাঝে কয়েকজন এর বিরোধিতা করে তৃতীয় শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয় এবং এ তৃতীয় শক্তির কার্যকলাপ ছিল চরমভাবাপন্ন। পরবর্তী সময়ে বিদ্যালয়ের সকল কর্মকাণ্ডে তারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

[শেখ ফজিলাতুন্নেছা সরকারি মহিলা কলেজ, গোপালগঞ্জ]

ক. আনসার বলা হয় কাদেরকে? ১

খ. মজলিস-উস-শুরার বর্ণনা দাও। ২

গ. উদ্দীপকের সমঝোতা বৈঠকের ফলে সৃষ্ট তৃতীয় শক্তির সাথে ইসলামের কোন সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর উদ্দীপকের দ্বন্দ্বটি হযরত আলী (রা) এবং মুয়াবিয়া (রা)-এর দ্বন্দ্বের পূর্ণাঙ্গ রূপ? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতকারী মুজাহিদদেরকে মদিনার যেসব মুসলিম সাহায্য করেছিল তাদেরকে আনসার বলা হয়।

খ সৃজনশীল ১৯ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সমঝোতা বৈঠকের ফলে সৃষ্ট তৃতীয় শক্তির সাথে ইসলামের ইতিহাসে খারেজি দল আবির্ভূত হওয়ার সাদৃশ্য রয়েছে।

খারেজি অর্থ দলত্যাগী। হযরত আলী (রা)-এর দল ত্যাগ করে এরা অন্য একটি দলের উদ্ভব ঘটায়। পরবর্তীতে এরাই উমাইয়া খিলাফতে গোলযোগ সৃষ্টি করে এবং শক্তিশালী দল হিসেবে আবির্ভূত হয়। উদ্দীপকের সমঝোতা বৈঠকের ফলে সৃষ্ট তৃতীয় পক্ষটির ক্ষেত্রেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে সমঝোতা বৈঠকে দেখা যায়, ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি পদের প্রতি আগ্রহী মনির সাহেব বর্তমান সভাপতিকে প্রতারণার মাধ্যমে অপসারণ করে নিজেই সভাপতির পদ দখল করে। এতে উপস্থিত সদস্যদের মাঝে কয়েকজন এর বিরোধিতা করে তৃতীয় শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। ইসলামের ইতিহাসেও এমন একটি ঘটনা দেখা যায়, যা হযরত আলী (রা) এর খিলাফতে ঘটেছিল। খলিফা পদের প্রতি আগ্রহী মুয়াবিয়া প্রতারণামূলক দুমাতুল জন্দলের মীমাংসার বৈঠকে হযরত আলী (রা) কে পদচ্যুত করে নিজেকে খলিফা পদে প্রতিষ্ঠিত করে। এতে হযরত আলী (রা)-এর পক্ষের কিছু সমর্থক এই রায় মেনে নিতে না পেরে দলত্যাগ করে। পরবর্তীতে এরা তৃতীয় দল হিসেবে আবির্ভূত হয় যারা খারেজি নামে পরিচিত ছিল। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত দল সৃষ্টির সাথে খারেজি দলের আবির্ভাবের সামঞ্জস্য রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের দ্বন্দ্বটিকে আমি হযরত আলী (রা) এবং মুয়াবিয়া (রা) এর দ্বন্দ্বের পূর্ণাঙ্গ রূপ বলে মনে করি।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মনির সাহেব ও রহমতপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি নিয়ে সৃষ্ট দ্বন্দ্বের মীমাংসার জন্য বৈঠক বসলে প্রতারণার মাধ্যমে বর্তমান সভাপতিকে অপসারণ করে মনিরকে সভাপতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। একইভাবে দেখা যায়- হযরত আলী (রা)-এর খিলাফতে মুয়াবিয়ার খলিফা পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার ঘটনাটি ছিল প্রতারণামূলক দুমাতুল জন্দলের সালিশের মাধ্যম।

সিফফিনের যুদ্ধে পরাজয় নিশ্চিত জেনে মুয়াবিয়া রাজনৈতিক কৌশলের আশ্রয় নেয়। মুয়াবিয়ার পক্ষ থেকে ধূর্ত আমর ইবনে আস এবং হযরত আলী (রা)-এর পক্ষ থেকে সরল মনের মুসা-আল আশারি উভয়েই দুমাতুল জন্দল নামক স্থানে উভয় পক্ষের সমর্থকদের নিয়ে বৈঠক ডাকে। ধূর্ত আমর মুসাকে বললেন প্রথমে মুসা হযরত আলী (রা)-এর পদচ্যুতির ঘোষণা করবেন এবং পরে আমর মুয়াবিয়াকে পদচ্যুতির ঘোষণা দিবেন। দেখা গেল সরলমনা মুসা আল আশারি আলী (রা) কে পদচ্যুতির ঘোষণা দিলেন, কিন্তু আমর আলী (রা) কে পদচ্যুতির অনুমোদন করে তার স্থলে মুয়াবিয়াকে নিযুক্তির ঘোষণা দিলেন। এ ঘোষণায় হযরত আলী (রা)-এর কিছু সমর্থক রায় অমান্য করে বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। পরে তারা দলত্যাগী হয় এবং পরবর্তীতে উমাইয়া খিলাফতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রমাণ হয় যে, উদ্দীপকের দ্বন্দ্বটিতে হযরত আলী (রা) এবং মুয়াবিয়া (রা)-এর দ্বন্দ্বের সম্পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে।

প্রশ্ন ▶ ২৩ জনাব বজলুর রহমানের একটি ছাপাখানা আছে। তিনি একটি গ্রন্থ ছাপাতে গিয়ে অনেক ভুল করেন। ফলে তিনি ভুল কপিগুলো আগুনে পুড়িয়ে ফেলেন। সাইফুল বলল যে, খুলাফায়ে রাশেদিনের যুগে পবিত্র কোরআন শরিফ সংকলন করার সময় কুরআনের কিছু ভুল কপি পুড়িয়ে ফেলার জন্য ইসলামের একজন খলিফা অভিযুক্ত হন। এছাড়া উক্ত খলিফার বিরুদ্ধে বায়তুল মালের অর্থ আত্মসাৎ এবং স্বজনপ্রীতির অভিযোগ ওঠে।

[শেখ ফজিলাতুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, গোপালগঞ্জ]

ক. হযরত ওসমান (রা)-এর শাসনকাল কতো বছর স্থায়ী হয়েছিল? ১

খ. খারেজি কারা? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. সাইফুলের কথাটি ইসলামের কোন খলিফার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর যে, উক্ত খলিফার বিরুদ্ধে এমনি আরও অনেক মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করা হয়? তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে মতামত দাও। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হযরত ওসমান (রা)-এর শাসনকাল ১২ বছর স্থায়ী হয়েছিল।

খ ৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে হযরত আলী (রা) ও হযরত মুয়াবিয়া (রা) এর মধ্যে সংঘটিত সিফফিনের যুদ্ধের মাধ্যমে আবির্ভূত সম্প্রদায় খারেজি নামে পরিচিত।

'খারেজি' শব্দের অর্থ দলত্যাগী। হযরত আলী (রা) ও মুয়াবিয়া (রা) এর মধ্যকার গৃহযুদ্ধকে কেন্দ্র করে বনু তামিম গোত্রের একদল লোক খিলাফতে বিশ্বাস ও ধর্মের যৌক্তিকতায় প্রশ্ন তোলে। অতঃপর এরা হযরত আলী (রা) এর দলত্যাগ করে। এজন্য ইতিহাসে এরা খারিজি নামে পরিচিত।

গ উদ্দীপকের সাইফুলের কথাটি ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা)-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

ইসলামের কল্যাণে নিবেদিত প্রাণ সাহাবি হযরত ওসমান (রা) ছিলেন সরল, বিনয়ী স্বভাবের। এটাই তার ব্যর্থতার প্রধান কারণ। তার বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ ছিল কুরআন শরিফ দগ্ধীকরণ, যা উদ্দীপকের সাইফুলের কথায় প্রকাশ পেয়েছে।

ওসমান (রা)-এর খিলাফত লাভের সময় মুসলিম সাম্রাজ্য ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। এ সময় রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকদের মধ্যে কুরআন পাঠ নিয়ে মতভেদ দেখা দেয়। তারা নিজেদের মতো করে কুরআনের ভাষা

teachingbook.com

উচ্চারণ করে যাতে করে অর্থের বিকৃতি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। ওসমান (রা) এ সকল মতভেদ দূর করে কুরআনের বিশুদ্ধ উচ্চারণের জন্য হাফসার নিকট থেকে মূল পাণ্ডুলিপির সঙ্গে মিলিয়ে কুরআন তৈরি করেন। এছাড়া অসামঞ্জস্য সকল পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে ফেলেন। এটি প্রশংসিত উদ্যোগ হলেও বিরুদ্ধমহল এটিকে অভিযোগ হিসেবে উল্লেখ করে। সুতরাং উদ্দীপকের সাইফুলের কথাটি ওসমান (রা)-এর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি যে, উক্ত খলিফার বিরুদ্ধে কুরআন শরিফ দগ্ধীকরণ, স্বজনপ্রীতি ও বায়তুল মালের অর্থ আত্মসাৎ ছাড়াও আরও অনেক মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করা হয়।

হযরত ওসমান (রা) ছিলেন একজন সরলমনা শাসক। তার সরলতার সুযোগ নিয়ে তার বিরুদ্ধে মিথ্যা, বানোয়াট, ভিত্তিহীন অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। উদ্দীপকে বর্ণিত অভিযোগ ছাড়াও আরও কিছু অভিযোগ করা হয়। যেমন- সরকারি চারণ ভূমি নিজের পশুপালনে ব্যবহার, আবুজর গিফারি (রা) কে নির্বাসন ইত্যাদি।

হযরত ওসমানের বিরুদ্ধে বেদুইন ও অনারব মুসলমানগণ স্বজনপ্রীতির অভিযোগ আনেন। কিন্তু তিনি আত্মীয়স্বজনের প্রতি কিছুটা দুর্বল থাকলেও কোনো অনুপযুক্ত আত্মীয়কে কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগদান করেননি। পরিস্থিতির কারণে তিনি গভর্নর পরিবর্তন করলেও গভর্নর তার আত্মীয় ছিল না। হযরত ওসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলোর মধ্যে অন্যতম গুরুতর অভিযোগ ছিল কুরআন শরিফ দগ্ধীকরণ। তার রাজত্বকালে ইসলামি রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলের জনসাধারণ নিজেদের সুবিধার্থে কুরআনের ভাষা ও উচ্চারণ পরিবর্তন করে পাঠ করতে থাকে। তাই তিনি কুরআন শরিফের উচ্চারণগত সমস্যা দূর করার জন্যই পদক্ষেপ নিয়েছিলেন এবং ত্রুটিপূর্ণ ও অসংগতিপূর্ণ কপিগুলো পুড়িয়ে ফেলেছিল। বায়তুল মালের অর্থ আত্মসাৎ তো দূরের কথা বরং তিনি নিজের সম্পদ ইসলামের জন্য অকাতরে দান করেছেন। সরকারি চারণভূমি রাষ্ট্রীয় পশুপালনের জন্য ব্যবহার করেছিলেন এবং এক্ষেত্রে তিনি তার পূর্বের দুইজন খলিফাকে অনুসরণ করেছিলেন। রাষ্ট্রের শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য আবুজর গিফারিকে নির্বাসন দিয়েছিলেন।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত মিথ্যা অভিযোগ ছাড়াও ওসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে আরও কিছু মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করা হয় যা উপর্যুক্ত আলোচনায় বর্ণিত আছে।

প্রশ্ন ▶ ২৪ একজন মহাপুরুষ দুনিয়ায় আগমন করে অন্ধকারাচ্ছন্ন মানুষকে আলোর দিশা দেখান। তিনি নতুন আদর্শ প্রচারকালে মি. 'ক' বয়স্কদের মধ্যে সবার আগে এই আদর্শ গ্রহণ করেন। মি. 'ক' ছিলেন সম্পদশালী। তিনি তার সম্পদ নতুন আদর্শ প্রচারে ব্যয় করেন। তাদের মতের অনুসারী অনেক ক্রীতদাসকে তার অর্থ দিয়ে ক্রয় করে মুক্ত করেন। মহাপুরুষের মৃত্যুর পর নতুন আদর্শটি তিনি টিকিয়ে রাখেন।

[শেখ ফজিলাতুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, গোপালগঞ্জ]

ক. ইসলামের ৪র্থ খলিফা কে? ১

খ. রিদ্দার যুদ্ধ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. মি. 'ক' মহানবি (স)-এর কোন সাহাবির প্রতিচ্ছবি? তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে তাকে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা কতটুকু সার্থক বলে তুমি মনে কর? বাখ্যা করো। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলামের ৪র্থ খলিফা হযরত আলী (রা)।

খ ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা) স্বধর্মত্যাগী এবং ভন্ডনবিদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ পরিচালনা করেন, তাই ইতিহাসে রিদ্দার যুদ্ধ নামে পরিচিত।

আরবি শব্দ রিদ্দা অর্থ স্বধর্ম ত্যাগ বা দলত্যাগ। রাসুল (স)-এর ওফাতের পর বিভিন্ন গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ ইসলাম ত্যাগ এবং খলিফার আধিপত্যকে অস্বীকার করে ইসলামের বিরুদ্ধে একটি সুসংঘবদ্ধ আন্দোলন পরিচালিত করে। অনেকে নিজেদের নবি দাবি করে। এই সব ভন্ডনবির বিরুদ্ধে পরিচালিত আন্দোলন স্বধর্মত্যাগী আন্দোলন নামে পরিচিত এবং তাদের বিরুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর অভিযানকে রিদ্দার যুদ্ধ বলে।

গ উদ্দীপকের মি. 'ক' আমার পাঠ্যবইয়ের মহানবি (স)-এর বিশ্বস্ত সাহাবি আবু বকর (রা)-এর প্রতিচ্ছবি।

আবু বকর (রা) মহানবি (স)-এর বিশ্বস্ত সাহাবি ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। রাসুল (স) ইসলাম প্রচার শুরু করলে বয়স্কদের মধ্যে তিনি প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। এছাড়া আবু বকর (রা) ইসলাম প্রচারে নিজের সম্পদ ব্যয় করেন, যা উদ্দীপকে মি. 'ক' ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায়। আবু বকর (রা) সব সময় নবিজির পাশে ছায়ার মতো থাকতেন। ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে মহানবি (স)-এর ওফাতের পর ইসলাম ধর্মের জন্য গুরুতর দুর্দিন শুরু হয়; অনেকে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে আগের ধর্মে ফিরে যায়, এছাড়া অনেক ভন্ডনবির আবির্ভাব হয়। এ পরিস্থিতিতে সব সাহাবির সম্মতিক্রমে আবু বকর (রা) মুসলমানদের নেতা অর্থাৎ খলিফা নির্বাচিত হন। তিনি খলিফা নির্বাচিত হয়েই স্বধর্মত্যাগী ও ভন্ডনবিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এছাড়া আবু বকর (রা) সম্পদশালী ছিলেন। ইসলাম প্রচার ও ক্রীতদাসদের মুক্ত করতে তিনি নিজ সম্পদ ব্যয় করেন। তার সময়েই সমগ্র কুরআন একত্রে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয় এবং এ মহান কাজের জন্য তাকে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয়। সর্বোপরি আবু বকর (রা) ছিলেন ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ। মহানবি (স)-এর কাছেও তিনি ছিলেন প্রিয় পাত্র, তার অসুস্থতায় আবু বকর (রা) ইমামতি করতেন। হযরত উমর (রা) বলেন, 'ইসলামের সেবায় আবু বকরকে কেউ অতিক্রম করতে পারেনি।' তাই ইসলামের ইতিহাসে আবু বকর (রা)-এর অবস্থান সুউচ্চ।

ঘ সৃজনশীল ৫ এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৫ মহামতি সুলায়মান একজন সাম্রাজ্য বিস্তারকারী ছিলেন। তিনি তার সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ করে পূর্বে কৃষ্ণসাগর থেকে পশ্চিমে তিউনিসিয়া এবং উত্তরে ভিয়েনা হতে দক্ষিণে আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। তিনি সাম্রাজ্যে আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেন। দুর্নীতির দায়ে তার জামাতাকেও তিনি শাস্তি দিতে দ্বিধাবোধ করেননি। তিনি অপরাধীদের কঠোর শাস্তি দিতেন।

[শেখ ফজিলাতুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, গোপালগঞ্জ]

ক. 'হরবুল ফুজ্জার' অর্থ কী? ১

খ. উষ্ট্রের যুদ্ধ সম্পর্কে লিখ। ২

গ. মহামতি সুলায়মানের সাম্রাজ্য বিস্তার কার্যে খুলাফায়ে রাশেদিনের কোন খলিফার প্রতিফলন লক্ষণীয়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ন্যায়বিচার সংশ্লিষ্ট বর্ণনাটি খুলাফায়ে রাশেদিনের উক্ত খলিফার গৃহীত ব্যবস্থার আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হারবুল ফুজ্জার অর্থ অন্যায় যুদ্ধ।

খ ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে হযরত আয়েশা (রা), তালহা, যুবায়ের এবং আলী (রা) এর মধ্যকার সংঘটিত যুদ্ধই উষ্ট্রের যুদ্ধ হিসেবে পরিচিত।

তালহা, যুবায়ের এবং আয়েশা কর্তৃক বসরা দখলের খবর শুনে হযরত আলী (রা) যুদ্ধের বদলে শান্তিচুক্তি করার প্রস্তাব দেন। শান্তি আলোচনার প্রস্তাবের অগ্রগতিতে মুনাফিক ইবনে সাবা আতঙ্কিত হয়ে আলী (রা)-এর অগোচরে হযরত আয়েশার (রা) নিদ্রিত বাহিনীকে আক্রমণ করে। এমতাবস্থায় হযরত আলী বহু কষ্টে যুদ্ধ বন্ধ করতে সক্ষম হন। বিবি আয়েশাকে (রা) উদ্ধার করে মদিনায় পাঠিয়ে দেন। বিবি আয়েশা (রা) উষ্ট্রের পিঠে আরোহণ করে এ যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন বলে এ যুদ্ধ ইতিহাসে উষ্ট্রের যুদ্ধ নামে পরিচিত।

গ মহামতি সুলায়মানের সাম্রাজ্য বিস্তার কার্যের সাথে খলিফা ওমর (রা)-এর সাম্রাজ্য বিস্তারের সামঞ্জস্য রয়েছে।

মহানবি (স) আরবে যে ইসলামি প্রজাতন্ত্রের সূচনা করেছিলেন হযরত ওমর (রা) তাকে একটি বৃহত্তম শক্তিশালী সাম্রাজ্যে পরিণত করেছিলেন। দশ বছরের শাসনামলের মধ্যে তিনি অসাধারণ রণনৈপুণ্য এবং যোগ্যতায় পরাক্রমশালী রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্যদ্বয়কে সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত করেন। উদ্দীপকের মহামতি সুলায়মানও তার মতো মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তৃত করেন।

উদ্দীপকে শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্য বিস্তারকারী মহামতি সুলায়মানের সাম্রাজ্য বিস্তারের কথা বলা হয়েছে। তিনি তার সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ করে পূর্বে

Teachingbd24.com

কৃষ্ণসাগর থেকে পশ্চিমে তিউনিসিয়া এবং উত্তরে ভিয়েনা হতে দক্ষিণে আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ওমর (রা)-এর ক্ষেত্রে অনুরূপ কার্যাবলি লক্ষ করা যায়। তাঁর আমলে মুসলিম সাম্রাজ্যের সীমা পারস্য, সিরিয়া ও মিসর পর্যন্ত প্রসারিত হয়। এককথায় ওমরের শাসন আমলে তৎকালীন পরিচিত বিশ্বের অর্ধেক মুসলিম সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। এছাড়া ন্যায়ের শাসন, অপরাধের শাস্তি প্রভৃতি বিষয় সুলায়মানের সাথে ওমর (রা) কে সাদৃশ্যপূর্ণ করেছে। তাই বলা যায়, সুলায়মানের সাম্রাজ্য বিস্তার খলিফা ওমরের (রা) সাম্রাজ্য বিস্তারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকের মহামতি সুলায়মানের মতো হযরত ওমর (রা)ও ন্যায় বিচারক ছিলেন।

ন্যায়বিচার এমন একটি গুণ, যা ব্যক্তি তথা জাতীয় জীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি দেশ বা সাম্রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলা বহুলাংশে শাসকের ন্যায়বিচারের ওপর নির্ভর করে। এই অসাধারণ চারিত্রিক গুণটির অধিকারী ছিলেন হযরত ওমর (রা)। তাঁর অসংখ্য গুণের মধ্যে এ গুণটি তাঁকে ইতিহাসে উজ্জ্বল আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। উদ্দীপকের মহামতি সুলায়মানের মধ্যেও এ গুণটির প্রতিফলন সুস্পষ্টভাবে লক্ষণীয়।

খলিফা ওমর (রা) ছিলেন ন্যায় বিচারের মূর্তপ্রতীক। ন্যায় বিচারের স্বার্থে তিনি বিচারকার্যে অত্যন্ত কঠোরতা অবলম্বন করেন। তার দৃষ্টিতে মুসলিম, অমুসলিম, উঁচু-নিচু, আপন-পর সবাই ছিল আইনের চোখে সমান। নিজ পুত্র ব্যভিচারের অপরাধে দোষী প্রমাণিত হলে আইনানুযায়ী তাকে তিনি দোররা মেরে হত্যা করেন। তিনি নিজে ভুল করলে আল্লাহ ও মানুষের কাছে ক্ষমা চাইতেন। তার নির্দেশে দিগ্বিজয়ী সেনানায়ক খালিদ বিন ওয়ালিদকে সেনাপতির পদ হতে সামান্য সৈনিকের পদে নামিয়ে আনা হয়। উদ্দীপকের মহামতি সুলায়মানও শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেন। দুর্নীতির দায়ে নিজ জামাতাকেও তিনি শাস্তি দিতে দ্বিধাবোধ করেননি।

সুতরাং বলা যায়, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে খলিফা ওমর (রা) এবং মহামতি সুলায়মান যথোপযুক্ত ও দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

প্রশ্ন ▶ ২৬ জনাব জসিম উদ্দিন N পৌরসভার মেয়র। তার এলাকার জনগণ তার বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ উপস্থাপন করে। এ অভিযোগগুলোর কোনো সুরাহা না হওয়ায় জনগণ মেয়রের বাসা অবরোধ করে এবং তাকে হত্যা করে।

[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, ময়মনসিংহ]

ক. আসাদুল্লাহ কার উপাধি? ১

খ. খারেজি কারা? বর্ণনা দাও। ২

গ. উদ্দীপকের সাথে ইসলামের কোন হত্যাকাণ্ডের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত হত্যাকাণ্ড কি ইসলামে গৃহযুদ্ধের দ্বার উন্মোচন করেছিল? মতামত দাও। ৪

২৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক আসাদুল্লাহ হযরত আলী (রা)-এর উপাধি।

খ সৃজনশীল ২৩ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ মেয়র হত্যার ঘটনাটি ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা) এর শাহাদাতের ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

হযরত ওমর (রা) এর ইন্তিকালের পর হযরত ওসমান (রা) খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ইসলামের সেবায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তার যাবতীয় ধন-সম্পদ তিনি নবি ও ইসলামের খেদমতে দান করেছেন। তথাপি তার ওপর প্রতিহিংসার বশে মিথ্যা অভিযোগ এনে তাকে হত্যা করা হয়, যা উদ্দীপকের মেয়রকে হত্যা করার অনুরূপ।

উদ্দীপকের মেয়র জনাব জসিম উদ্দিনের বিরুদ্ধে কতিপয় অভিযোগের কারণে তার বাড়ি অবরোধ করে এবং পরবর্তীতে তাকে হত্যা করে। একইভাবে হযরত ওসমান (রা) খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর রাসুলে করিম (স) এর ঘনিষ্ঠ সহচর এবং অনুগামীদের অপসরণ করে নিজের অযোগ্য আত্মীয় স্বজনকে প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দেন। তিনি কুফার শাসনকর্তা সাদ-বিন আবি ওয়াক্কাসকে সরিয়ে ওয়ালিদ বিন ওয়াক্কাসকে এবং বসরায় আবু মুসা-আল আশারিকে সরিয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে আমিরাকে নিয়োজিত করেন। এ ঘটনাসহ আরো অনেক বিষয়ে খলিফার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে বিদ্রোহীরা খলিফাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। উদ্দীপকেও এ রকম হত্যাকাণ্ডের দৃশ্যপট অঙ্কিত হয়েছে।

ঘ হ্যাঁ, উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনা তথা ওসমান (রা) এর হত্যাকাণ্ডের ফলে আরবে গৃহযুদ্ধের দ্বার উন্মোচন করেছিল।

বিদ্রোহীরা হযরত ওসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনে নির্মমভাবে হত্যা করে। ফলে এ হত্যাকাণ্ড ইসলামের গতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। ঐতিহাসিক ওয়েল হাউসেন বলেন, "ওসমান হত্যা ইসলামের ইতিহাসের যেকোনো ঘটনা অপেক্ষা অধিকতর যুগান্তকারী ঘটনা।" ঐতিহাসিক যোসেফ হেল বলেন, "ওসমান হত্যা ছিল গৃহযুদ্ধের বিপদ সংকেতস্বরূপ।" মুসলিম জাহান বনু হাশিম ও বনু উমাইয়া এ দুটি গোত্রে বিভক্ত হয়ে আত্মঘাতী গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে। উষ্ট্রের যুদ্ধ ও সিফফিনের যুদ্ধ এবং কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা ওসমান (রা) হত্যারই পরিণতি। এছাড়াও খলিফা ওসমান (রা) হত্যার প্রতিবাদে পরবর্তীকালে শিয়া, সুন্নি, খারেজি প্রভৃতি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দলের সৃষ্টি হয় এবং তারা মুসলিম জাহানকে শতধাবিভক্ত করে ফেলে।

ওসমান (রা) হত্যার ফলে খিলাফত ও খলিফার প্রতি জনগণের সমর্থন, শ্রদ্ধা ও আনুগত্য শিথিল হয়ে পড়ে। আর এ হত্যাকাণ্ডের ফলে গণতন্ত্রের সমাধি রচিত হয়। মুয়াবিয়া উমাইয়া বংশ প্রতিষ্ঠা করে রাজতন্ত্র প্রবর্তন করেন। মদিনাতুননবি শহরের রাজনৈতিক প্রাধান্য লোপ পেতে থাকে। পরবর্তীতে কুফা, বাগদাদ, দামাস্কাস মুসলিম জাহানের রাজধানীতে পরিণত হয়ে অধিক প্রাধান্য লাভ করে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, হযরত ওসমান (রা)-এর হত্যাকাণ্ডের প্রভাব ছিল ইসলামের জন্য মারাত্মক একটি বিপর্যয়মূলক ঘটনা, যা আরবে একটি গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল।

প্রশ্ন ▶ ২৭ পৌর মেয়র রহমান এলাকার মানুষের বন্ধু হিসেবে কাজ করেন। সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে তাদের পাশে থাকেন। দুস্থ ও অসহায়দের বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজ-খবর নেন এবং খাবার পৌঁছে দেন। একজন জনদরদি মেয়র হিসেবে এলাকায় তিনি সুপরিচিত। তবে দাপ্তরিক কাজে তিনি কঠোর নিয়ম মেনে চলতেন। কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হলে তিনি পরিষদের সদস্যদের সাথে পরামর্শ বৈঠক করে কিংবা এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেন।

[শেরপুর সরকারি কলেজ, শেরপুর]

ক. জুলফিকার কী? কাকে, কেন প্রদান করা হয়ে ছিল? ১

খ. উষ্ট্রের যুদ্ধ সম্পর্কে লিখ। ২

গ. উদ্দীপকে দুস্থ ও অসহায়দের প্রতি রহমান সাহেবের কর্মকাণ্ড খুলাফায়ে রাশেদিনের কোন খলিফার আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত খলিফার পরামর্শ সভার সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন পরামর্শ সভার মিল আছে? বিশ্লেষণ করো। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জুলফিকার একটি তরবারির নাম। এটি রাসুল (স) হযরত আলী (রা) কে খায়বার যুদ্ধে দুর্ভেদ্য কামুস দুর্গ জয়ের জন্য প্রদান করেন।

খ সৃজনশীল ২৫ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে দুস্থ ও অসহায়দের প্রতি রহমান সাহেবের কর্মকাণ্ডে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা)-এর আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে।

একজন আদর্শ শাসকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জনগণের কল্যাণে সর্বাধিক ভূমিকা পালন করা। জনগণই যেহেতু শাসক নির্বাচন করে, তাই জনগণের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবে শাসককে হতে হবে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এ ধরনের প্রবণতা খলিফা হযরত ওমরের কর্মকাণ্ডে যেমন লক্ষ করা যায়, তেমনি উদ্দীপকের পৌর মেয়রের কর্মকাণ্ডেও লক্ষণীয়।

Teachingbd.com

উদ্দীপকে দেখা যায়, এলাকার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে রহমান সাহেব মানুষের বন্ধু হিসেবে কাজ করছেন। তিনি অসহায় ও দুস্থ মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের খোঁজখবর নিচ্ছেন। হযরত ওমর (রা)ও খলিফা নির্বাচিত হয়ে জনগণের কল্যাণে কাজ করেছেন। প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবে স্বচক্ষে তাদের অবস্থা দেখার জন্য তিনি ছদ্মবেশে পথে-প্রান্তরে ঘুরে বেড়াতেন । অনেক সময় স্বয়ং নিজে আটার বস্তা মাথায় বহন করে প্রজাদের গৃহে দিয়ে আসতেন। অমুসলিম প্রজাদের প্রতিও তিনি উদার ছিলেন। হযরত ওমর (রা)-এর এসব কর্মকাণ্ডেরই প্রতিফলন ঘটেছে উদ্দীপকের রহমান সাহেবের কর্মকাণ্ডে।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি রহমান সাহেবের পরামর্শ বৈঠকটি গণতান্ত্রিক ভাবধারায় উজ্জীবিত হযরত ওমর (রা)-এর গঠিত মজলিসে শুরার কার্যকলাপের অনুরূপ।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় শাসনব্যবস্থা হলেও খুলফায়ে রাশেদিনের আমলে দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা) এ শাসনব্যবস্থাকে পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করেছেন। তিনি গণতন্ত্রকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত ও রূপায়িত করে নিজ খিলাফত পরিচালনা করেছেন এবং পরবর্তী শাসকদের জন্য নির্দেশনা রেখে গেছেন, যার প্রতিফলন রহমান সাহেবের পরামর্শ সভা গঠনের মধ্যেও লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রহমান সাহেব দাপ্তরিক কাজ পরিচালনায় কঠোর নিয়ম মেনে চলেন। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তিনি পরামর্শ সভার আয়োজন করে সবার মতামত নেন। হযরত ওমর (রা) তার শাসনব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক ভাবধারার প্রচলন করেন। তার শাসনামলে ইসলামের প্রশাসনিক ব্যবস্থা বিকশিত হয়। তিনি শাসনকার্য পরিচালনার জন্য মজলিসে-শুরা বা পরামর্শসভা গঠন করেন। যেকোনো সমস্যা তিনি কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক মজলিসে শুরার পরামর্শক্রমে সমাধান করতেন। তার চিন্তাধারা ছিল পরামর্শ ছাড়া খিলাফত চলতে পারে না।

উপর্যুক্ত আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জামান সাহেবের পরামর্শ বৈঠকটি হযরত ওমর (রা)-এর গঠিত পরামর্শ সভারই অনুরূপ।

প্রশ্ন ▶ ২৮ নেওয়াজ শরীফ উপজেলার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয় তার এলাকার জনগণকে সমবেত করে বললেন, 'ভাই সকল! আপনারা আমাকে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করেছেন। এ কারণে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর আমি যদি ভালো কাজ করি তাহলে আমাকে মান্য করবেন।' *[পেরপুর সরকারি কলেজ, পেরপুর]*

ক. ইসলামের প্রথম খলিফা কে? ১

খ. রিদ্দার যুদ্ধ সম্পর্কে লিখ। ২

গ. নেওয়াজ শরীফের ভাষণের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন খলিফার ভাষণের মিল রয়েছে? ৩

ঘ. ইসলামের ত্রাণকর্তা হিসেবে তার কার্যাবলি বিশ্লেষণ করো। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলামের প্রথম খলিফা হলেন হযরত আবু বকর (রা)।

খ সৃজনশীল ২৪ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে নেওয়াজ শরীফের ভাষণের সঙ্গে আমার পাঠ্যপুস্তকের হযরত আবু বকর (রা)-এর ভাষণের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

মহানবি (স)-এর ওফাতের পর মুসলিম জাহানের খলিফা কে হবেন এ নিয়ে এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বয়োজ্যেষ্ঠতা, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, সূক্ষ্ম বিচার-বুদ্ধি, নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ, সামাজিক কার্যকলাপ ও ব্যক্তিগত প্রভাবের জন্য গণতান্ত্রিক রীতিতে হযরত আবু বকর (রা) খলিফা নির্বাচিত হন। খলিফা নির্বাচিত হয়েই তিনি সমবেত মুসলিম জনতার উদ্দেশে একটি ভাষণ দেন। উক্ত ভাষণে তিনি বলেন, 'আমি আপনাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নই, আপনাদের সকলের পরামর্শ ও সহায়তাই আমার বিশেষভাবে কাম্য। আমি ন্যায় ও সত্যের পথে থেকে কাজ করলে আপনারা আমাকে সমর্থন করবেন, অন্যায়ের পথে চললে সদুপদেশ দান করবেন।' উদ্দীপকে নেওয়াজ শরীফও অনুরূপ ভাষণ প্রদান করেছিলেন।

নেওয়াজ শরীফ জনপ্রতিনিধি হয়ে আবু বকরের ন্যায় আদর্শ ধারণ করেন। চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে তিনি ভালো কাজের আদেশ এবং অন্যায় থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিতে জনগণকে আহ্বান জানান। একইভাবে আবু বকর (রা) জনগণকে উদ্দেশ করে ভাষণ দিয়েছিলেন। সুতরাং নেওয়াজ শরীফের ভাষণের সাথে আবু বকর (রা)-এর মিল পাওয়া যায়।

ঘ ইসলামের সেবায় কল্যাণধর্মী ভূমিকা রাখায় হযরত আবু বকর (রা)কে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয়।

মহানবি (স)-এর মৃত্যুর পর তাঁর প্রতিনিধি হয়ে হযরত আবু বকর (রা) মুসলিম সাম্রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন মহানবি (স) এর যোগ্য ও উপযুক্ত প্রতিনিধি। মহান আল্লাহ ও রাসুলের নির্দেশ অনুযায়ী ইসলামের একনিষ্ঠ সেবা করে তিনি ইসলামের ত্রাণকর্তা হিসেবে স্বীকৃতি পান।

মহানবি (স) এর ওফাতের পর মুসলমানদের মধ্যে যে বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়েছিল তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তা দূর করে মুসলিম সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করেন। রাসুল (স)-এর পবিত্র দেহ সমাহিতকরণ ও খলিফা নির্বাচনকেন্দ্রিক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করে তিনি প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলামকে রক্ষা করেন। ইসলামের সংকটকালীন পরিস্থিতিতে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করে তিনি নিয়ন্ত্রণহীন বিশৃঙ্খল জনগণকে সুনির্দিষ্ট ধর্মীয় অনুশাসন পালনে বাধ্য করেন। এভাবে তিনি ইসলামকে অনিশ্চয়তার কবল থেকে রক্ষা করেন। তাছাড়া যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী বেদুইন গোত্রগুলোর (আবস ও জুবিয়ান) বিরুদ্ধে তিনি উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে ইসলামি বিধান অনুযায়ী, তাদের যাকাত প্রদানে বাধ্য করেন। তিনি দীনকে (ইসলাম) সকল আদর্শের উর্ধ্বে প্রতিষ্ঠা করেন। ভণ্ডনবিদের সমুচিত শিক্ষা দিয়ে তিনি ইসলামের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। আমির উল মুমেনীন (বিশ্বাসীদের নেতা) হিসেবে হযরত আবু বকর (রা) আরব ভূখণ্ড থেকে প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, ভণ্ডামি এবং অনৈসলামিক কার্যকলাপের মূলোৎপাটন করে ইসলামকে নিরাপদ করেন। এছাড়া তিনি বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা পবিত্র কুরআনের বাণীগুলো সংগ্রহ করে পুস্তক আকারে লিখে রাখার ব্যবস্থা করেন।

পরিশেষে বলা যায়, খিলাফত লাভের পর ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম রাষ্ট্রের একনিষ্ঠ সেবা করে হযরত আবু বকর (রা) ইসলামি খেলাফতকে যেভাবে রক্ষা করেছেন, তাতে নিঃসন্দেহে তাকে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা যায়।

প্রশ্ন ▶ ২৯ রূপসা উপজেলা নির্বাচনের বিপুল ভোটে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন হায়দার আলী। কারণ তার নির্বাচনি শ্লোগান ছিল আমি গরিবের বন্ধু, গরিবের জন্য কিছু করতে চাই। তিনি সকলের সমান অধিকার রাখবেন, সুবিচার করবেন, অন্যায় অত্যাচার রুখে দিবেন বলে জনসম্মুখে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। নির্বাচিত হয়ে হায়দার আলী ধন্যবাদ জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের বক্তব্যে বলেন, আপনারা আমার আয়নাস্বরূপ। আমার ভুলগুলো আপনারা শুধরে দিয়ে সমাজ তথা রাষ্ট্রের উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে আমাকে কাজে সাহায্য করবেন। *[নিউ গভ: ডিগ্রি কলেজ, রাজশাহী]*

ক. আবু জেহেল কোন যুদ্ধে নিহত হন? ১

খ. খিলাফত বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের হায়দার আলী কোন খলিফার আদর্শ অনুসরণ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "হায়দার আলী খলিফার যে আদর্শ অনুসরণ করেছেন, সে রকম মনোভাব প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের থাকা উচিত"— উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আবু জেহেল বদরের যুদ্ধে নিহত হন।

খ খিলাফত বলতে এমন একটি ধর্মীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে বোঝায়, যা মহানবি (স)-এর মিশনের প্রতিনিধিত্ব করে।

আরবি 'খিলাফত' শব্দটি 'খুলাফা' শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ প্রতিনিধিত্ব বা স্থলাভিষিক্ত। মহানবি (স)-এর ইন্তেকালের পর ইসলাম ধর্ম রাষ্ট্রের সংরক্ষণ, সম্প্রসারণ ও সার্বভৌমিকতায় সৃষ্টিকর্তার মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার লক্ষ্যকে সামনে রেখে যে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করে তাকে খিলাফত বলে। ইবনে খালদুনের মতে, 'খিলাফত হচ্ছে এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যা মুহম্মদ (স)-এর প্রতিনিধিত্ব করে'। সুতরাং বলা যায়, ইসলাম ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের পার্থিব শাসন কাঠামোই হলো খিলাফত।

গ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় উদ্দীপকের হায়দার আলী হযরত আবু বকর (রা) এর আদর্শ অনুসরণ করেছেন।

৬৩২ খ্রিস্টাব্দে মহানবি (স)-এর ওফাতের পর খলিফা নির্বাচনের জন্য মুসলমানগণ ছাকিফা বানি সায়িদা নামক স্থানে মিলিত হলে, হযরত

Teachbd24.com

আবু বকরের ইমামতিতে মহানবির কয়েকবার নামাজ আদায় করা, বয়োজ্যেষ্ঠতা ও নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ প্রভৃতি বিষয় তুলে ধরে হযরত ওমর (রা) আরবের প্রথা অনুযায়ী, হযরত আবু বকর (রা) এর হাত চুম্বন করে তাঁকে খলিফা বলে ঘোষণা করেন। খলিফা নির্বাচিত হয়ে হযরত আবু বকর (রা) জনতার উদ্দেশে এক ভাষণ প্রদান করেন। তিনি উক্ত ভাষণে বলেন, 'আমি আপনাদের হুকুম পালন করার জন্যই মনোনীত হয়েছি। ন্যায় ও সত্যের পথে থেকে যদি আমি বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হই তাহলে আপনারা আমাকে সরিয়ে দিবেন। আপনারা আমার আয়নাস্বরূপ।' এভাবে হযরত আবু বকর (রা) তার ভাষণে সুবিচার প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের দমন এবং ইসলামের মর্যাদাকে সমুন্নত রাখার ঘোষণা দেন। উদ্দীপকের রূপসা উপজেলার চেয়ারম্যান হায়দার আলীও অনুরূপ ঘোষণা দিয়েছিলেন।

হায়দার আলী জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে সুবিচার প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করেন। যা তিনি সবার সামনে তুলে ধরেন আবু বকর (রা)-এর ভাষণের আদলে। আবু বকর (রা)-এর মতোই তিনি জনগণকে শাসন কার্যাবলি মূল্যায়নের ক্ষমতা দেন। ভুল ধরিয়ে দিয়ে যেন তাকে শোধরানোর সুযোগ দেওয়া হয় সে অনুরোধ করেন। হায়দার আলীর এসব কর্মকাণ্ড হযরত আবু বকর (রা)-এর কর্মকাণ্ডের অনুরূপ। সুতরাং হায়দার আলী আবু বকর (রা)-এর আদর্শই অনুসরণ করেছেন।

ঘ উদ্দীপকে হায়দার আলীর অনুসরণীয় খলিফার মনোভাব অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা)-এর মতো মনোভাব সকল প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের থাকা আবশ্যকীয়— উক্তিটি যথার্থ।

একটি দেশের প্রশাসন যন্ত্রের মূল হলো এর কর্মকর্তাবৃন্দ। তাদের মধ্যে সৎ ও সুকুমার গুণাবলি বিদ্যমান থাকা প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নতির জন্য অত্যন্ত জরুরি। তাদের নিরপেক্ষ বিচার করা ও নির্ভীক রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনার যোগ্যতা থাকতে হবে। তাদেরকে সত্যের প্রতি অবিচল ও সত্য প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে হবে। তাদেরকে সব সময় ন্যায়ের পথ অনুসরণ করা উচিত। তারা কখনও অন্যায়কে প্রশ্রয় দিবে না। ঘুষ, সুদ, উপরিপাওনা অর্জনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, দুর্নীতি প্রভৃতির প্রতি তাদের থাকবে তীব্র ঘৃণা। রাষ্ট্রের উদ্ভাবিত নব নব সমস্যা তারা তাদের দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং বিচক্ষণতা দ্বারা সমাধান করতে সচেষ্ট হবে। রাষ্ট্রের কল্যাণ সাধনের কথা ভাবা হবে তাদের চিন্তন জগতের একমাত্র ব্রত। তাদেরকে অনাড়ম্বরপূর্ণ জীবনের অধিকারী হতে হবে। কোনো ধরনের জাঁকজমকতা যেন তাদেরকে আকৃষ্ট না করে সেদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। আর প্রশাসনে যাতে গণতান্ত্রিক ধারা বজায় থাকে সেদিকে তাদের সজাগ দৃষ্টি দিতে হবে।

উদ্দীপকের হায়দার আলীর ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোই হবে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের একমাত্র পাথেয়। এভাবে প্রশাসনিক কর্মকর্তারা হযরত আবু বকর (রা)-এর চারিত্রিক গুণাবলি অনুসরণ করতে পারে। এতে সমাজে শাসক ও শাসিতের মধ্যে দূরত্ব কমে আসবে। প্রতিষ্ঠিত হবে সমতাভিত্তিক সমাজ। প্রশাসন ব্যবস্থা হবে আবু বকর (রা)-এর প্রশাসনের ন্যায় সুদৃঢ়।

প্রশ্ন ▶ ৩০ সিরাজগঞ্জ জেলার রতনকান্দি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল মান্নান। তিনি অত্যন্ত সৎ ও কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি। তিনি চেয়ারম্যান হয়ে জনগণের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে দেন। তিনি জনগণের দুঃখ-দুর্দশা দূর করা এবং সুখ-শান্তি আনয়নে সচেষ্টা হন। তিনি রাতের বেলায় ছদ্মবেশে মানুষের অবস্থা জানার চেষ্টা করেন নিজে খাদ্যের বোঝা বহন করে ক্ষুধার্ত ও দরিদ্র এলাকাবাসীদের কাছে পৌঁছে দিতেন।

[আর. ডি. এ স্যার. স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া]

ক. 'বায়তুল মাল' কে প্রতিষ্ঠা করেন? ১

খ. খুলাফায়ে রাশেদিনের প্রতি খারেজিদের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ছিল? ২

গ. চেয়ারম্যান আব্দুল মান্নানের কর্মকাণ্ডে কার আদর্শ ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. চেয়ারম্যান আব্দুল মান্নানের কর্মকাণ্ড সমাজে কীরূপ প্রভাব বিস্তার করে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৩০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'বায়তুলমাল' ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা) প্রতিষ্ঠা করেন।

খ খারেজিরা অত্যন্ত গণতন্ত্রমনা ছিলেন।

খারেজিরা খলিফা হযরত আবু বকর (রা) ও খলিফা হযরত ওমর (রা)-কে খিলাফতের ন্যায্য খলিফা বলে মনে করলেও হযরত ওসমান ও আলীকে খলিফা বলে মনে করে না। তাদের মতে খলিফাকে সমগ্র মুসলিম জাহান কর্তৃক নির্বাচিত হতে হবে এবং তা কোনো ব্যক্তির বা গোত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। এ কারণে তারা আলী ও মুয়াবিয়া উভয়কেই অবৈধ নিরঙ্কুশ শাসক বলে ঘোষণা করে। খারেজিদের মতে, মুসলমানরা যদি কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে তবে খলিফার কোনো প্রয়োজন হবে না।

গ সৃজনশীল ১৬ এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ চেয়ারম্যান আব্দুল মান্নানের কর্মকাণ্ড সমাজে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে।

আমরা জানি, হযরত ওমর (রা) খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর সামাজিক, প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ব্যবস্থাসমূহের দ্রুত বিকাশ ঘটে। গণতন্ত্র ও গণমানুষের কল্যাণ সাধনই ছিল তাঁর শাসনব্যবস্থার ভিত্তিমূল। তিনি প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম পুলিশ বাহিনী গঠন করেন। ন্যায়নীতির জন্য তিনি সারা দুনিয়ায় স্মরণীয় হয়ে ওঠেন। এ মহান মানুষকে অনুসরণ করেই চেয়ারম্যান আব্দুল মান্নান শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

আব্দুল মান্নান অত্যন্ত সৎ ও কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি। তিনি জনগণের দুঃখ-দুর্দশা দূর এবং সুখ-শান্তি আনয়নে সচেষ্ট ছিলেন। এমনকি রাতের বেলায় ছদ্মবেশে মানুষের অবস্থা জানার চেষ্টা করেন। ক্ষুধার্ত ও দরিদ্র মানুষের নিকট খাদ্যের বোঝা বহন করে পৌঁছে দেন। তার এসব কার্যক্রম মানুষকে ভাবিয়ে তোলে। তাই মানুষও তাকে খুব সম্মান ও শ্রদ্ধা করে।

হযরত ওমর (রা) এর মতো আব্দুল মান্নান সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নানা জনকল্যাণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। তার সুশাসনের কল্যাণে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সুতরাং এটা বলা যায়, তার শাসননীতি সমাজে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ৩১ ১৭৫৭ সালে সংঘটিত পলাশীর যুদ্ধে মীর জাফরের শঠতাপূর্ণ আচরণে বাংলার শেষ নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয় ঘটে। এ যুদ্ধে মীরমদন, মোহনলাল যখন প্রাণপণ যুদ্ধ করে নবাবের বিজয়কে সুনিশ্চিত করে তুলল, তখনই মীরজাফর নবাবকে যুদ্ধ বন্ধ করার ঘোষণা দেন। মীর জাফরের এ বিশ্বাস ঘাতকতায় নবাবের পরাজয় ঘটে। ফলে ভারতবর্ষে ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটে।

[আর. ডি. এ স্যার. স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া]

ক. উমাইয়া খিলাফত কত সাল পর্যন্ত স্থায়ী ছিল? ১

খ. উষ্ট্রের যুদ্ধ কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের বর্ণিত যুদ্ধের সাথে ইসলামের ইতিহাসের কোন যুদ্ধের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর উদ্দীপকের যুদ্ধের ন্যায় উক্ত যুদ্ধের ফলাফলেও ইসলামে এক নতুন শাসনব্যবস্থার সূত্রপাত হয়েছিল? যৌক্তিক মত দাও। ৪

৩১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক উমাইয়া খিলাফত ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল।

খ সৃজনশীল ২৫ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ৬ এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৬ এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

Teachinbox24.com

প্রশ্ন ▶ ৩২ বাদশা আলমগীরের সিংহাসন আরোহণ কণ্টকমুক্ত ছিল না। এসময় পুরো দেশে বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা মাথা চাড়া দিয় ওঠে। তার সময়ে লোকেরা ইসলামি শরিয়ত অনুযায়ী জাকাত দিতে অস্বীকার করে এবং পাশাপাশি অনেক ভণ্ডপিরের আবির্ভাব ঘটে। বাদশা কঠোর হস্তে এ সব বিদ্রোহ ও অনাচার দূর করেন এবং রাজ্যকে শরীয়া মোতাবেক দৃঢ়ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। *[দিনাজপুর সরকারি কলেজ]*

ক. বদরের যুদ্ধে কতজন মুসলমান শহিদ হন? ১

খ. মজলিস উস শুরা বলতে কী বুঝ? ২

গ. তোমার পঠিত ইসলামের ইতিহাসের কোন খলিফার কর্মকাণ্ডের সাথে উদ্দীপকের বাদশার সামঞ্জস্য লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত খলিফা দৃঢ়চিত্তে সমস্যার সমাধান করতে না পারলে আরবে ইসলামের অবস্থা কেমন হতে পারত? উত্তরের সপক্ষে তোমার মতামত দাও। ৪

৩২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক বদরের যুদ্ধে ১৪ জন মুসলমান শহিদ হন।

খ সৃজনশীল ১৯ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ আমার পঠিত ইসলামের ইতিহাসের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা)-এর কর্মকাণ্ডের সাথে উদ্দীপকের বাদশার সামঞ্জস্য লক্ষ করা যায়।

মহানবি (স)-এর ইন্তেকালের পর বিভিন্ন আরব গোত্র স্বধর্ম ত্যাগ করে পূর্ব ধর্মে ফিরে যাচ্ছিল। এই সুযোগে কতিপয় ভণ্ডনবির আবির্ভাব ঘটে। স্বধর্মত্যাগী ও ভণ্ডনবিদের প্রবল আন্দোলনে আরব রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়লে হযরত আবু বকর (রা) তার নির্ভীকতা, বিচক্ষণতা ও সত্যনিষ্ঠার দ্বারা স্বধর্মত্যাগী ও ভণ্ডনবিদের আন্দোলন দমন করে রাষ্ট্রকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করেন। উদ্দীপকেও এমনি একটি ঘটনা পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায় বাদশা আলমগীরের শাসনামলে দেশে নানা প্রকার বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। একদল লোক জাকাত দিতে অস্বীকার করে এবং পাশাপাশি অনেক ভণ্ডপিরের আবির্ভাব ঘটে। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এ সমস্ত সমস্যার সমাধান করেন। অনুরূপভাবে ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা)-এর শাসনামলে আসওয়াদ আনাসি, মুসায়লামা, তোলায়হা এবং সাজাহ নামের বেশ কয়েকজন ভণ্ডনবির আবির্ভাব ঘটে। হযরত আবু বকর (রা) প্রথমে ফিরোজ দাইলামীর মাধ্যমে আসওয়াদ আনাসিকে হত্যা করেন। পরবর্তীতে খালিদ বিন ওয়ালিদকে প্রেরণ করে তোলায়হা, সাজাহ ও মুসায়লামাকে কঠোর হস্তে দমন করেন। এছাড়া আবু বকর (রা) দক্ষিণ সিরিয়ার জাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি প্রকাশকারীদেরকেও কঠোর হস্তে দমন করেন। এভাবে আবু বকর (রা) সকল সমস্যার সমাধান করে ইসলামি রাজ্যকে ইসলামি শরিয়া মোতাবেক দৃঢ়ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করেন, যা উদ্দীপকের বাদশার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উক্ত খলিফা অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা) দৃঢ়চিত্তে সমস্যার সমাধান করতে না পারলে আরবে ইসলামের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হতে পারত।

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওফাতের সাথে সাথেই নবদীক্ষিত আরববাসীর অধিকাংশই ইসলাম পরিত্যাগ করে নিজ ধর্মে ফিরে যেতে থাকে। কিছু কিছু গোত্রের গোত্রপতিরা নবুয়ত একটি লাভজনক পেশা মনে করে নিজেদের নবি বলে দাবি করে। এসব স্বধর্মত্যাগী ও ভণ্ডনবিরা আবু বকর (রা)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। আবার অনেক গোত্র জাকাত প্রদানেও অস্বীকৃতি জানায়। ফলে ইসলাম ও ইসলামি রাষ্ট্র চরম সংকটজনক পরিস্থিতিতে নিপতিত হয়। হযরত আবু বকর (রা) অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে সকল সমস্যার সমাধান করে নবপ্রতিষ্ঠিত ইসলাম ও ইসলামি রাষ্ট্রকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন। উদ্দীপকেও এমনি একটি ঘটনা পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকের বাদশা আলমগীর জাকাত অস্বীকারকারী এবং ভণ্ডপিরদের দমন করে তার রাজ্যকে শরীয়া মোতাবেক দৃঢ়ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। অনুরূপভাবে হযরত আবু বকর (রা)ও ইসলাম ও ইসলামি রাষ্ট্রকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। মহানবি (স)-এর ইন্তেকালের পর স্বধর্মত্যাগী ও ভণ্ডনবিদের বিদ্রোহের ফলে ইসলাম যে চরম বিপর্যয়ের মুখে পড়েছিল সেই মুহূর্তে খলিফা আবু বকর (রা) যদি সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না পারতেন তাহলে বিদ্রোহী নেতাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হতো এবং নবপ্রতিষ্ঠিত ইসলাম ও ইসলামি রাষ্ট্র বিলুপ্ত হয়ে যেত। হযরত আবু বকর (রা)-এর সংকল্প, গভীর আত্মপ্রত্যয় ও অনমনীয় মনোভাবের কারণে ভণ্ডনবিদের সকল দুরভিসন্ধি ধূলিসাৎ হয়ে যায়। ফলে ইসলাম ও ইসলামি রাষ্ট্র রক্ষা পায়।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, উদ্দীপকের ন্যায় হযরত আবু বকর (রা)-এর ভণ্ডনবি ও স্বধর্মত্যাগীদের দমনের ঘটনা ইসলাম ও ইসলামি রাষ্ট্রকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছে।

প্রশ্ন ▶ ৩৩ তিন্নি একজন শাসকের কর্মকাণ্ড পড়ছিল। তার ক্ষমতা লাভের পর ভণ্ডনবিদের উদ্ভব, করবিরোধী আন্দোলন, ধর্মত্যাগীদের আন্দোলন, ধর্ম এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থার ওপর একটি বিরাট আঘাত হানে। তিনি সাহস এবং দৃঢ়তার সহিত পরিস্থিতি মোকাবেলা করেন বিশ্বাসগুণের জন্য তিনি 'সিদ্দিক' উপাধিতে ভূষিত হন। *[গাইবান্ধা সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. 'হায়ারোগ্লিফিক' এর অর্থ কী? ১

খ. 'ফারাও' কাদের বলা হতো এবং কেন? ২

গ. উদ্দীপকে কোন খলিফার কথা বলা হয়েছে? লিখ। ৩

ঘ. হযরত আবু বকর (রা) কে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয় কেন? ৪

৩৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'হায়ারোগ্লিফিক' এর অর্থ পবিত্র লিপি।

খ প্রাচীন মিসরীয় রাজা বাদশাদের ফারাও বলা হতো।

'ফারাও শব্দের অর্থ হচ্ছে বৃহৎ গৃহ। মিসরীয় শাসকগণ ছিলেন প্রচণ্ড ক্ষমতাধর এবং তারা বিশাল প্রাসাদে বসবাস করতেন। তাই তাদেরকে ফারাও উপাধি দেওয়া হয়েছিল।

গ সৃজনশীল ৫ এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৫ এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩৪ মহানবি (স)-এর ইন্তেকালের পর ইসলাম ও মুসলিম রাষ্ট্রের এক সংকটময় মুহূর্তে তিনি খলিফা নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তার যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে মুসলিম রাষ্ট্র ও ইসলামকে আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা করে গেছেন। অভ্যন্তরীণ শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান, ভণ্ডনবি ও স্বধর্মত্যাগীদের আন্দোলন দমন করে তিনি শিশু ইসলামি রাষ্ট্রকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন। তিনি খলিফা হবার পূর্বে ও পরে ইসলামের খেদমতের জন্য যা করেছেন, তা ইসলামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। *[ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. রিদ্দার যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়? ১

খ. উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় কেন হয়েছিল? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে তোমার পাঠ্যবইয়ের ইসলামের কোন খলিফার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত খলিফাকে কি ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা যায়? তোমার মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রিদ্দার যুদ্ধ ৬৩২-৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত হয়।

খ উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের প্রধান কারণ ছিল নেতার আদেশ অমান্য করা।

যুদ্ধে জয়লাভের ক্ষেত্রে নেতার নির্দেশ পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণ করা অত্যাবশ্যক। কিন্তু ৬২৫ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত উহুদের যুদ্ধে রাসুল (স) আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরের নেতৃত্বে ৩০ জন তীরন্দাজ সৈন্যকে উহুদ ও আইনাইন পর্বতের মাঝামাঝি সংকীর্ণ গিরিপথে নিয়োজিত করে চূড়ান্ত বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করতে বলেন। কিন্তু সৈন্যরা গনিমতের (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) মাল সংগ্রহের জন্য গিরিপথ থেকে সরে যায় এবং তারা কিছুটা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কুরাইশরা সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে এ পথ দিয়ে আক্রমণ করলে মুসলমানরা কোণঠাসা হয়ে পড়ে। ফলে এ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় ঘটে।

গ সৃজনশীল ৫ এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৫ এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩৫ আরহাম আলীপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান। তিনি অত্যন্ত সৎ ও কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি। তিনি চেয়ারম্যান হয়ে জনগণের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। জনগণের দুঃখ-দুর্দশা দূর করা এবং সুখ-শান্তি আনয়নে সচেষ্ট হন। তারপরও তিনি রাতের বেলায় ছদ্মবেশে মানুষের অবস্থা জানার চেষ্টা করেন। নিজে খাদ্যের বোঝা বহন করে ক্ষুধার্ত ও দরিদ্র জনগণের কাছে পৌঁছে দিতেন। সবসময় অভাবগ্রস্ত মানুষের পাশে থাকেন। তাই জনগণও তাকে খুব সম্মান করে। *[ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. উষ্ট্রের যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়েছিল? ১

খ. হযরত ওসমানকে যুন্নুরাইন বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আরহাম চেয়ারম্যানের শাসননীতিতে কার শাসননীতির আদর্শ ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত শাসননীতি সমাজে কীরূপ প্রভাব বিস্তার করতে পারে? তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উষ্ট্রের যুদ্ধ ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয়।

খ হযরত ওসমান মহানবি (স)-এর দুই কন্যা রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুমকে বিয়ে করেছিলেন বলে তার উপাধি হয় যুন্নুরাইন।
যুন্নুরাইন যার অর্থ দুই জ্যোতিষ্কের অধিকারী। হযরত মুহাম্মদ (স) এর কন্যারা ছিলেন জ্যোতিষ্কের সাথে তুলনীয়। বিবাহ সূত্রে ওসমান (রা) তাদের অধিকার লাভ করেন। এজন্য তাকে দুই জ্যোতিষ্কের অধিকারী বা যুন্নুরাইন বলা হয়।

গ সৃজনশীল ১৬ এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৩০ এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩৬ তসলিমগঞ্জ পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে আলতাফ সাহেব তার উদ্বোধনী ভাষণে বলেন যে, তিনি সুবিচার করবেন। অন্যায়-অবিচারের প্রতিকার করবেন। তিনি আরও বলেন, 'আমার কোনো ভুল হলে আপনারা তা ধরিয়ে দেবেন। এ আবেদনময় ভাষণের পর তিনি অনেক বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হন। একসময় একদল লোক পৌরসভার ট্যাক্স দিতে অস্বীকার করে সর্বত্র বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করে। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এ বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির মোকাবিলা করে পৌরসভায় শান্তি ফিরিয়ে আনেন। *[ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস]*

ক. হিজরতের সময় মহানবি (স)-এর সঙ্গী কে ছিলেন? ১

খ. হযরত আবু বকর কে (রা) সিদ্দিক বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের চেয়ারম্যান সাহেবের উদ্বোধনী ভাষণে খুলাফায়ে রাশেদিনের কোন খলিফার ভাষণের আদর্শ ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'উদ্দীপকের ট্যাক্স বিরোধী আন্দোলনকারীদের দমনের চেয়ে উক্ত খলিফার শাসনামলে সংঘটিত যাকাত বিরোধী আন্দোলন দমন করা ছিল আরও কষ্টসাধ্য।' মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হিজরতের সময় মহানবি (স) সঙ্গী ছিলেন আবু বকর (রা)।

খ সৃজনশীল ৫ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে আলতাফ সাহেবের ভাষণের সঙ্গে আমার পাঠ্যপুস্তকের হযরত আবু বকর (রা)-এর ভাষণের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।
মহানবি (স)-এর ওফাতের পর মুসলিম জাহানের খলিফা কে হবেন এ নিয়ে এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বয়োজ্যেষ্ঠতা, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, সূক্ষ্ম বিচার-বুদ্ধি, নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ, সামাজিক কার্যকলাপ ও ব্যক্তিগত প্রভাবের জন্য গণতান্ত্রিক রীতিতে হযরত আবু বকর (রা) খলিফা নির্বাচিত হন। খলিফা নির্বাচিত হয়েই তিনি সমবেত মুসলিম জনতার উদ্দেশে একটি ভাষণ দেন। উক্ত ভাষণে তিনি বলেন, 'আমি আপনাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নই, আপনাদের সকলের পরামর্শ ও সহায়তাই আমার বিশেষভাবে কাম্য। আমি ন্যায় ও সত্যের পথে থেকে কাজ করলে আপনারা আমাকে সমর্থন করবেন; অন্যায়ের পথে চললে সদুপদেশ দান করবেন।' উদ্দীপকে আলতাফ সাহেবও অনুরূপ ভাষণ প্রদান করেছিলেন।
আলতাফ সাহেব জনপ্রতিনিধি হয়ে আবু বকরের (রা) আদর্শ ধারণ করেন। চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে তিনি ভালো কাজের আদেশ এবং অন্যায় থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিতে জনগণকে আহ্বান জানান। একইভাবে আবু বকর (রা) জনগণকে উদ্দেশ্য করে ভাষণ দিয়েছিলেন। সুতরাং আলতাফ সাহেবের ভাষণের সাথে আবু বকর (রা)-এর মিল পাওয়া যায়।

ঘ উদ্দীপকের ট্যাক্স বিরোধী আন্দোলনকারীদের দমনের চেয়ে উক্ত খলিফার অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা)-এর শাসনামলে সংঘটিত যাকাত বিরোধী আন্দোলন দমন করা অধিক কষ্টসাধ্য ছিল।
রাসুল (স)-এর ইন্তেকালের পর নবগঠিত ইসলামি সাম্রাজ্যে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা দেখা যায়। কতিপয় ভণ্ডনবির আবির্ভাব ঘটে। এরূপ বিশৃঙ্খল পরিবেশে একদল বেদুইন যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। যাদেরকে দমন করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ছিল। উদ্দীপকেও যাকাত অস্বীকারকারীদের দমনের ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।
উদ্দীপকে দেখা যায়, তাসিলমগঞ্জ পৌরসভার একদল লোক ট্যাক্স দিতে অস্বীকার করে সর্বত্র বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করে। কিন্তু চেয়ারম্যান সাহেব তাদেরকে দৃঢ়তার সাথে দমন করেন। তবে ট্যাক্স অস্বীকারকারীদের দমনের তুলনায় হযরত আবু বকর (রা)-এর শাসনামলের যাকাত অস্বীকারকারীদের দমন করা অধিক কঠিন ছিল। কেননা তার শাসনামলে আসওয়াদ আনাসি, মুসায়লামা, তোলায়হা এবং সাজাহ নামে বেশ কয়েকজন ভণ্ডনবির আবির্ভাব ঘটে। এ সমস্ত ভণ্ডনবি ও স্বধর্মত্যাগীদের প্রবল আন্দোলনে আরব রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়লে হযরত আবু বকর (রা) তার নির্ভীকতা, বিচক্ষণতা ও সত্যনিষ্ঠার মাধ্যমে তাদেরকে দমন করেন। আবু বকর (রা) প্রথমে ফিরোজ দাইলামীর মাধ্যমে আসওয়াদ আনাসিকে হত্যা করেন। পরবর্তীকালে সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদকে প্রেরণ করে তোলায়হা, সাজাহ ও মুসায়লামাকে কঠোর হস্তে দমন করেন। এছাড়া আবু বকর (রা) দক্ষিণ সিরিয়ার যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি প্রকাশকারীদেরকেও কঠোর হস্তে দমন করেন। আর এভাবেই বিভিন্ন ঘটনা ও বিচক্ষণ পরিকল্পনার মাধ্যমে রিদ্দা যুদ্ধ পরিচালিত হয়।
উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, যাকাত অস্বীকারকারীদের দমন করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ছিল।

প্রশ্ন ▶ ৩৭ জনাব হাসান আলী ক্ষমতা লাভ করার পর দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্ববর্তী শাসকের সময়ে নিয়োগকৃত অধিকাংশ প্রাদেশিক গভর্নরকে দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দেন। দেশের স্বার্থে সবাই তাঁর আদেশ মেনে নিয়ে পদত্যাগ করলেও একজন প্রাদেশিক গভর্নর পদত্যাগ করতে অস্বীকৃতি জানান। হাসান সাহেব তাঁকে অবৈধভাবে দখলকৃত সরকারি সম্পদ ফেরৎ দিতে বলেন। সম্পর্ক ক্রমান্বয়ে খারাপ হতে থাকায় তারা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। যুদ্ধে জয়ের কাছাকাছি পৌঁছেও হাসান আলী প্রতিপক্ষের কূটকৌশল ও ষড়যন্ত্রের কাছে হেরে যান। *[ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস]*

ক. ইসলামের ইতিহাসে প্রথম গৃহযুদ্ধ কোনটি? ১

খ. হযরত ওসমানকে (রা) 'যুন্নুরাইন' বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত যুদ্ধটি খুলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে সংঘটিত কোন যুদ্ধকে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কূটকৌশল ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বিজয়ের সাথে দুমার মীমাংসার কতটুকু মিল খুঁজে পাও? বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলামের ইতিহাসে প্রথম গৃহযুদ্ধ হলো উষ্ট্রের যুদ্ধ (৬৫৬ খ্রি.)।

খ সৃজনশীল ৩৫ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ৬ এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত কূটকৌশল ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বিজয়ের সাথে দুমার মীমাংসার পুরোপুরি মিল রয়েছে।

সিফফিনের যুদ্ধে মুয়াবিয়া হযরত আলী (রা)-এর বাহিনীর তীব্র আক্রমণে নিশ্চিত পরাজয় অনুধাবন করে কূটকৌশলে যুদ্ধ বন্ধ করে সন্ধির প্রার্থনা করে। পরবর্তীতে সন্ধির সালিশি বৈঠকে দুমাতুল জন্দলে ষড়যন্ত্র ও প্রতারণার মাধ্যমে হযরত আলী (রা) কে সরিয়ে মুয়াবিয়া খলিফা হন। উদ্দীপকেও এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, যুদ্ধে জয়ের কাছাকাছি পৌঁছেও হাসান আলী প্রতিপক্ষের কূটকৌশল ষড়যন্ত্রের কাছে হেরে যান। এরূপ ঘটনা সিফফিনের যুদ্ধেও দেখা যায়। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষ সিফফিনের প্রান্তরে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। যুদ্ধে মুয়াবিয়ার পরাজয় যখন অনিবার্য তখন তার সেনাপতি ও উপদেষ্টা আমর বিন আসের পরামর্শে যুদ্ধ স্থগিত করার জন্য পতাকার শীর্ষে ও বর্শার মাথায় পবিত্র কুরআন শরিফ উত্তোলন করে সন্ধির আহ্বান জানান। এরূপ পরিস্থিতে হযরত আলী (রা) যুদ্ধ বন্ধের নির্দেশ দেন। খলিফা আলী (রা) আবু মুসা আল আশারিকে ও মুয়াবিয়া আমর বিন আল আসকে মধ্যস্থতাকারী নিযুক্ত করেন। ৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে দুমাতুল জন্দলের সালিশে আমর বিন আস বিশ্বাসঘাতকতা করে মুয়াবিয়াকে খলিফা হিসেবে ঘোষণা করে।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয়, উদ্দীপকের কূটকৌশল ও ষড়যন্ত্রের ঘটনায় দুমাতুল জন্দলের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

প্রশ্ন ▶ ৩৮ বাদশা আলমগীর ছিলেন একজন সরলমনা ও প্রজাবৎসল শাসক। তিনি সব সময় অহেতুক রক্তপাত এড়িয়ে যেতেন। তার এই সরলতার সুযোগ নিয়ে একদল বিপদগামী জনতা তার বিরুদ্ধে কতিপয় অভিযোগ এনে বিদ্রোহ শুরু করেন। তিনি এ বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন না করায় আস্তে আস্তে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়তে থাকে। অবশেষে বিদ্রোহীদের হাতেই তিনি নির্মমভাবে শহিদ হন।

[কুমিল্লা সরকারি সিটি কলেজ]

ক. মুয়াবিয়া কোন রাজ্যের গভর্নর ছিলেন? ১

খ. আবুজর গিফারিকে নির্বাসন দেওয়া হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের বাদশাহের সাথে ইসলামের কোন খলিফার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত খলিফার ওপর আনীত অভিযোগ সম্পর্কে তোমার মতামত যুক্তির আলোকে তুলে ধর। ৪

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুয়াবিয়া সিরিয়ার গভর্নর ছিলেন।

খ খলিফার আদেশ অমান্য করায় আবুজর গিফারিকে নির্বাসন দেওয়া হয়।

সিরিয়াতে সমাজতান্ত্রিক মতবাদ প্রচার করে আবুজর গিফারি জনগণকে খলিফার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলেন। খলিফা ওসমান (রা) আবুজরকে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে জাকাত প্রদানের পর ধন সঞ্চয় করা বৈধ কিন্তু তিনি খলিফার উপদেশ উপেক্ষা করে মদিনাতে তার মতবাদ প্রচার করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেন। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার স্বার্থে খলিফা আবুজর গিফারিকে রাবাযাতে নির্বাসন দেন।

গ উদ্দীপকে বাদশাহের সাথে ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা)-এর সাদৃশ্য রয়েছে।

ইসলামের কল্যাণে হযরত ওসমান (রা)-এর অবদান অনস্বীকার্য। তিনি খিলাফতের দায়িত্ব পাবার পর প্রশাসনে শৃঙ্খলা আনয়নের জন্য রাষ্ট্রীয় নীতি ঘোষণা করেন। হযরত ওসমান (রা) ছিলেন সৎ ও সুন্দর চরিত্রের অধিকারী। সরলতা, কোমলতা, ধৈর্য, বিনয়, ধর্মভীতি, দানশীলতা, সহনশীলতা ছিল তার চরিত্রের ভূষণ। উদ্দীপকের শাসকের ক্ষেত্রেও এমনটি দেখা যায়।

উদ্দীপকের বাদশা আলমগীরের সরলতার সুযোগ নিয়ে কতিপয় বিপদগামী জনতা তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে এবং তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। একইভাবে হযরত ওসমান (রা) এর সফলতা ও উদারনীতি তার মৃত্যু ডেকে এনেছিল। কুচক্রী মারোয়ানের ষড়যন্ত্রে তিনি বিদ্রোহীদের রোষানলে পড়েন। নানা অভিযোগ এনে তারা তাকে হত্যা করে। অর্থাৎ সঠিকভাবে বিদ্রোহ দমন না করতে পেরে এক সময় বিদ্রোহীদের হাতে ওসমান (রা) কে জীবন দিতে হয়, যা উদ্দীপকে বাদশা আলমগীরের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। সুতরাং বাদশাহ আলমগীরের সাথে হযরত ওসমান (রা)-এর সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ উক্ত খলিফা অর্থাৎ খলিফা ওসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলো ভিত্তিহীন ছিল বলে আমি মনে করি।

খলিফা ওসমানের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলো নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করলে নিঃসন্দেহে সেগুলো ভিত্তিহীন, অযৌক্তিক, কল্পনাপ্রসূত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে মনে হয়।

হযরত ওসমানের বিরুদ্ধে বেদুইন ও অনারব মুসলমানগণ স্বজনপ্রীতির অভিযোগ আনেন। কিন্তু তিনি আত্মীয়স্বজনের প্রতি কিছুটা দুর্বল থাকলেও কোনো অনুপযুক্ত আত্মীয়কে কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগদান করেননি। পরিস্থিতির কারণে তিনি গভর্নর পরিবর্তন করলেও গভর্নর তার আত্মীয় ছিল না। হযরত ওসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলোর মধ্যে অন্যতম গুরুতর অভিযোগ ছিল কুরআন শরিফ দগ্ধীকরণ। তার রাজত্বকালে ইসলামি রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলের জনসাধারণ নিজেদের সুবিধার্থে কুরআনের ভাষা ও উচ্চারণ পরিবর্তন করে পাঠ করতে থাকে। তাই তিনি কুরআন শরিফের উচ্চারণগত সমস্যা দূর করার জন্যই পদক্ষেপ নিয়েছিলেন এবং ত্রুটিপূর্ণ ও অজ্ঞাতিপূর্ণ কপিগুলো পুড়িয়ে ফেলেছিল। বায়তুল মালের অর্থ আত্মসাৎ তো দূরের কথা বরং তিনি নিজের সম্পদ ইসলামের জন্য অকাতরে দান করেছেন। সরকারি চারণভূমি রাষ্ট্রীয় পশুপালনের জন্য ব্যবহার করেছিলেন এবং এক্ষেত্রে তিনি তার পূর্বের দুইজন খলিফাকে অনুসরণ করেছিলেন। রাষ্ট্রের শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য আবুজর গিফারিকে নির্বাসন দিয়েছিলেন।

পরিশেষে বলা যায় ওসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ভিত্তিহীন।

প্রশ্ন ▶ ৩৯ রোজিনা ইসলামের ইতিহাসের একজন প্রসিদ্ধ শাসকের গৌরবময় কাহিনি পড়ছিলেন। বিখ্যাত এ শাসক শুধু একজন রাজ্যজয়ী বীরই ছিলেন তাই নয়, ইসলামের ইতিহাসে তার মতো সুদক্ষ শাসক আর কেউ ছিলেন না। শাসনব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনার জন্য তিনি একটি পরামর্শ পরিষদ গঠন করেন। বিভিন্ন প্রকার ট্যাক্স ব্যবস্থাপনা চালু করার পাশাপাশি তিনি সামরিক ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো এবং বিভিন্ন প্রকার ভাতার ব্যবস্থা করেন। অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত নিজের ছেলেকেও তিনি ক্ষমা করেন নাই। *[কুমিল্লা সরকারি সিটি কলেজ]*

ক. হযরত ওমর (রা) তার বিশাল সাম্রাজ্যকে কতটি প্রদেশে ভাগ করেন? ১

খ. 'মজলিস-উস-শুরা' বলতে কী বোঝায়? ২

গ. রোজিনা পঠিত শাসকের মধ্যে তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন শাসকের শাসনব্যবস্থায় মিল রয়েছে? বুঝিয়ে লিখ। ৩

ঘ. উদ্দীপকে প্রকাশিত শাসন বৈশিষ্ট্য ছাড়াও উক্ত শাসকের শাসন ব্যবস্থা ছিল নানা দিক দিয়ে সমৃদ্ধ ও প্রশংসনীয়' তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হযরত ওসমান (রা) সাম্রাজ্যকে ১৪টি প্রদেশে বিভক্ত করেন।

খ সৃজনশীল ১৯ নং প্রশ্নের 'খ' এর উত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে পঠিত শাসকের সাথে হযরত ওমর (রা)-এর শাসন ব্যবস্থায় মিল পরিলক্ষিত হয়।

একটি শাসন ব্যবস্থা তখনই জনপ্রিয় ও অনুসরণযোগ্য হয়ে থাকে, যখন তা স্বচ্ছ, ন্যায়পরায়ণ, জনকল্যাণকামী এবং জবাবদিহিমূলক হয়ে থাকে। উদ্দীপকে বর্ণিত শাসকের শাসন ব্যবস্থায় এবং হযরত ওমর (রা)-এর প্রচলিত গণতান্ত্রিক এবং ন্যায়ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থায় এ দিকগুলো স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয়ে ওঠে।

শাসন ব্যবস্থার স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা সৃষ্টির জন্য গণতান্ত্রিক ধারা অবলম্বন একান্ত অপরিহার্য। আর এ লক্ষ্যেই উদ্দীপকের শাসক পরামর্শ পরিষদ গঠন করেন। যেমনই হযরত ওমর (রা)-এর 'মজলিস-উস-শুরা' নামক মন্ত্রণাপরিষদ গঠনের ক্ষেত্রে দেখা যায়। জনসাধারণের ইচ্ছানুযায়ী শাসনকার্যাদি পরিচালনার জন্য তিনি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এ পরিষদ গঠন করেন। সামরিক শাসনের সুবিধার জন্য এবং রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় সৈন্যবাহিনী মোতায়েন রাখার জন্য সমগ্র সাম্রাজ্যকে

Teachingbd.com

নয়টি সামরিক জেলায় বিভক্ত করেন। সৈন্য বাহিনী পদাতিক, অশ্বারোহী, তীরন্দাজ, বাহক ও সেবক প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত ছিল। হযরত ওমর (রা)-এর রাজস্ব সংস্কার শাসনব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিল। তিনি সমগ্র দেশে ন্যায়সঙ্গত রাজস্ব প্রবর্তন করেন এবং সমস্ত নির্যাতনমূলক কর ব্যবস্থার বিলোপ করেন। জাকাত, জিজিয়া, গণিমত, খারাজ, আরফ-ফে, উশুর প্রভৃতি কর ধার্যের মাধ্যমে একটি সমৃদ্ধ অর্থনীতি গড়ে তোলেন। আবার রাষ্ট্রীয় কোষাগার হিসেবে বায়তুল মাল পুনর্গঠন করে তিনি রাষ্ট্রীয় অর্থে নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। তাছাড়া নিজ পুত্র আবু শাহমার অপরাধ প্রমাণিত হলে তাকে কঠোর শাস্তি প্রদান করেন। হযরত ওমর (রা)-এর শাসন ব্যবস্থার উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলোই উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়।

ঘ উদ্দীপকে মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা)-এর শাসনব্যবস্থার কিছু বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর শাসনামল আরও নানাদিক দিয়ে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

ইসলামের ইতিহাসে একজন সুদক্ষ এবং জনকল্যাণকামী শাসক হিসেবে হযরত ওমর (রা) বিশেষ স্থান দখল করে আছেন। কুরআন-হাদিসের নির্দেশ মতো স্বচ্ছ, ন্যায়ভিত্তিক, জবাবদিহিমূলক শাসন প্রবর্তন করে তিনি বিশ্বের ন্যায়পরায়ণ শাসকদের কাছে অনুসরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থার কিছু বৈশিষ্ট্য আমরা উদ্দীপকে লক্ষ করি।

হযরত ওমর (রা) জনসমর্থন ও জনকল্যাণকে সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। আর এ নীতির ভিত্তিতেই তিনি তাঁর শাসনব্যবস্থাকে ঢেলে সাজিয়েছেন। তিনি আরব জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাই আরববাসীর জাতীয় বৈশিষ্ট্য, বিশুদ্ধতা, আভিজাত্য বজায় রাখার জন্য আরব অঞ্চল শুধু আরবীয়দের জন্যই সংরক্ষিত রাখেন। এছাড়া সুষ্ঠু শাসন প্রবর্তনের জন্য শাসনব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণের ওপর জোর দেন। সমগ্র সাম্রাজ্যকে ১৪টি প্রদেশে বিভক্ত করেন এবং প্রদেশকে জেলায়, জেলাকে মহকুমায় বিভক্ত করেন। প্রদেশে 'ওয়ালি' ও জেলায় আমিল নিযুক্ত করে তিনি জবাবদিহিমূলক, দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন গড়ে তোলেন। তাছাড়া তিনি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে গড়ে তোলেন। সামাজিক শৃঙ্খলা ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় তিনি পুলিশ ও অপরাধ বিভাগ নামে একটি বিভাগ গড়ে তোলেন। তাছাড়া জনকল্যাণকে মাথায় রেখে তিনি নানা জনহিতকর কর্মসূচি চালু করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনায় দেখা যায়, খলিফা হিসেবে হযরত ওমর (রা) দায়িত্ব ও জবাবদিহিতার এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন, যা তার শাসনব্যবস্থাকে চিরকাল মুসলিম শাসকদের কাছে অনুসরণীয় করে রাখবে।

প্রশ্ন ▶ ৪০ মোস্তাকিম ছিলেন সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী। তিনি প্রায় ১০ বছর শাসনকার্য পরিচালনা করেন। এর মধ্যে তিনি সর্বাধিক পরিমাণ রাজ্যসীমা বৃদ্ধি করেন। বিশাল রাজ্যের শাসন পরিচালনার জন্য তিনি একটি বিভাগ তৈরি করেন। একটি দৈনন্দিন, অন্যটি সাপ্তাহিক কার্য পরিচালনা করত। *[বি এ এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম]*

ক. রিদ্দা অর্থ কী? ১

খ. 'Saviour of Islam' কাকে বলা হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে মোস্তাকিমের বিভাগের সাথে পাঠ্যবইয়ের কোন শাসকের বিভাগের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনার উক্ত শাসকের রাজনীতি কী ছিল? বিশ্লেষণ করো। ৪

৪০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'রিদ্দা' শব্দের অর্থ স্বধর্মত্যাগ বা দলত্যাগ।

খ হযরত আবু বকর (রা) ইসলাম ধর্মকে ভয়াবহ বিপদ থেকে রক্ষা করে Saviour of Islam হিসেবে পরিচিতি পান।

ইসলামের এক সংকটময় মুহূর্তে হযরত আবু বকর (রা) খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি মাত্র দুই বছর তিন মাস খলিফা পদে অধিষ্ঠিত থেকে ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম রাষ্ট্রকে এক ভয়াবহ বিপদ হতে রক্ষা করেন। তাঁর সময় ভণ্ডনবিদের ধর্মীয় প্রতারণা, অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন তিনি কঠোর হস্তে দমন করে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখেন। তিনি খলিফা পদ লাভের পূর্বে ও পরে ইসলামের সেবায় জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিলেন। এ জন্য তাকে ইসলামের ত্রাণকর্তা বা Saviour of Islam বলা হয়ে থাকে।

গ সৃজনশীল ১ এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনায় উক্ত শাসক তথা ওমর (রা)-এর রাজস্বনীতি ছিল ইসলামি শরিয়াহভিত্তিক।

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা)-এর কেন্দ্রীয় প্রশাসনের একটি অন্যতম দপ্তর ছিল রাজস্ব বিভাগ। তিনি ভূমি জরিপের মাধ্যমে ভূমি রাজস্ব নির্ধারণ করতেন। তিনি রাষ্ট্রীয় রাজস্বের উৎস হিসেবে গনিমত, যাকাত, উশর, জিজিয়া, খারাজ, আলফে, উশুর ইত্যাদি বজায় রাখেন। উদ্দীপকেও এ ধরনের রাজস্ব বিভাগ তৈরির ইঙ্গিত আছে।

হযরত ওমর (রা) ভূমি জরিপ করে এর সুষ্ঠু বণ্টন, বন্দোবস্ত ও রাজস্ব নির্ধারণপূর্বক তা আদায়ের ব্যবস্থা করেন। তিনি ভূমি রাজস্বের সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা প্রণয়নের জন্য দিওয়ান-উল-খারাজ প্রতিষ্ঠা করেন। হযরত ওমর (রা) খারাজ, যাকাত, জিজিয়া, খুমুস, আলফে, উশুর, উশর প্রভৃতি উৎস থেকে রাজস্ব আদায় করেন। ইসলামি সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তৃতি লাভের ফলে যখন আয়-ব্যয় বৃদ্ধি পায় তখন ওমর (রা) বায়তুল মাল প্রতিষ্ঠা করে সাম্রাজ্যের আয়-ব্যয়ের ব্যবস্থা করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রমাণিত হয় যে, বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনায় ওমর (রা) ইসলামি শরিয়াহভিত্তিক রাজস্বনীতি প্রণয়ন করেন।

প্রশ্ন ▶ ৪১ শাকিল ছিলেন একজন সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী। তিনি প্রায় ১০ বছর শাসনকার্য পরিচালনা করেন। এর মধ্যে তিনি সর্বাধিক পরিমাণ রাজ্য সীমা বৃদ্ধি করেন। বিশাল রাজ্যের শাসন পরিচালনার জন্য তিনি একটি বিভাগ তৈরি করেন। একটি দৈনন্দিন এবং অন্যটি সাপ্তাহিক কার্য পরিচালনা করত। *[বেগম্যা পারমিক স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম]*

ক. উহুদ যুদ্ধে কারা জয়লাভ করে? ১

খ. উটকে 'মরুভূমির জাহাজ' বলা হয় কেন? ২

গ. শাকিলের সাথে পাঠ্যবইয়ের সাদৃশ্যপূর্ণ শাসকের রাজ্য বিস্তারের কারণ লিখ। ৩

ঘ. 'উক্ত শাসকের গঠিত বায়তুল মাল ছিল জনকল্যাণকামী'— বিশ্লেষণ করো। ৪

৪১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উহুদ যুদ্ধে কুরাইশরা জয়লাভ করে।

খ মরুজীবনের প্রধান সহায়ক বাহন হওয়ায় উটকে মরুভূমির জাহাজ বলা হয়।

আরবের অধিকাংশ অঞ্চলই মরুময়। আর উত্তপ্ত মরু অঞ্চলে উটই চলাচলের একমাত্র উপযোগী প্রাণী। তাই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব বিবেচনায় মরুময় আরবে এটি সর্বাধিক গৃহপালিত প্রাণী। মরুবাসীরা খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহ, যোগাযোগ এবং ক্রয়-বিক্রয়ের প্রধান বাহন হিসেবে উটকে ব্যবহার করে। তাই একে মরুভূমির জাহাজ বলা হয়।

গ উদ্দীপকের বর্ণিত শাকিলের ন্যায় পাঠ্যবইয়ের সাদৃশ্যপূর্ণ শাসক হযরত ওমর (রা) এর রাজ্যবিস্তারের অন্যতম কারণ- অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অনুপ্রেরণা।

৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দের হযরত আবু বকরের (রা) মৃত্যুর পরবর্তী সময়ে তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন ও সাহসী ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত হযরত ওমর (রা) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি রাজ্যজয়ে মনোনিবেশ করেন। তিনি পারস্য, সিরিয়া, মিসর, প্যালেস্টাইন প্রভৃতি বিজয় করে ইসলামি রাষ্ট্রের সীমানা সর্বাধিক পরিমাণে বৃদ্ধি করেন। উদ্দীপকে অনুরূপ বিষয় লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, শাকিল ছিলেন সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী। তিনি তার ১০ বছরের শাসনকালে সর্বাধিক পরিমাণ রাজ্য সীমা বৃদ্ধি করেন। যা হযরত ওমরের রাজ্য বিস্তারের সাথেই সাদৃশ্য বিদ্যমান। তার সময়ে ইসলামি রাজ্যের সম্প্রসারণ ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা করে। হযরত আবু বকর (রা) মহানবি (স) কর্তৃক নবপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ও ধর্মকে সুসংহত ও সুসংঘবদ্ধ করে শত্রুমুক্ত করেন। খলিফা ওমরের সময় ধর্ম ও রাষ্ট্র হিসাবে ইসলাম নতুন প্রেরণা লাভ করে। ধর্মীয় প্রেরণায় মুসলমানগণ বিধর্মী রাজ্য জয়ের আগ্রহ প্রকাশ করে। ধর্মীয় অনুপ্রেরণা ছাড়াও রাজ্য জয়ের পেছনে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যও ছিল গুরুত্বপূর্ণ। অনুর্বর আরব ভূমিতে অধিক সংখ্যক মুসলমানদের খাদ্যের সংকুলান সম্ভব ছিল না। যার প্রেক্ষিতে হযরত ওমর (রা) রাজ্য জয়ে মনোনিবেশ করেন। সুতরাং বলা যায় যে, ধর্মীয় প্রেরণা এবং অর্থনৈতিক চাপে হযরত ওমর (রা) রাজ্য সম্প্রসারণের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

TeachmeBd24.com

ঘ 'উক্ত শাসকের অর্থাৎ খলিফা হযরত ওমর (রা) কর্তৃক গঠিত বায়তুল মাল ছিল জনকল্যাণকামী'— উক্তিটি যথার্থ।

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা)-এর বায়তুল মালের পুনর্গঠন একটি শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। তিনি আব্দুল্লাহ বিন আকরামকে প্রধান কোষাধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত করে মদিনায় বায়তুল মালের সংস্কার ও পুনর্গঠন করেন। সেখানে প্রদেশ হতে প্রেরিত অর্থ জমা থাকত। যা থেকে জনকল্যাণে ব্যয় করা হতো। উদ্দীপকেও হযরত ওমরের জনকল্যাণকামী প্রতিষ্ঠান বায়তুল মালের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকে হযরত ওমর (রা)-এর শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। যিনি জনকল্যাণের স্বার্থে বায়তুল মাল বা রাষ্ট্রীয় কোষাগার পুনর্গঠন করেন। তিনি সকল প্রদেশে বায়তুল মালের শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। হযরত ওমর তিন ধরনের বায়তুল মালের সৃষ্টি করেন। প্রথমত বায়তুল মাল আল খাস। যেখানে শাসক ও অভিজাতদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি গচ্ছিত থাকত এবং এখান থেকে রাজকীয় সৈন্য বাহিনীর ব্যয় নির্বাহসহ বিভিন্ন কাজে ব্যয় করা হত। দ্বিতীয়ত বায়তুল মাল আল আস। যাকাত ব্যতীত অন্য সকল উৎসের আয় এখানে জমা থাকত। তৃতীয়ত বায়তুল মাল আল মুসলেমিন। বায়তুল মালের এ শাখা বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কাজ যেমন- রাস্তাঘাট, সেতু, মসজিদ, মাদ্রাসা নির্মাণ, এতিম ও দরিদ্রদের সাহায্যদান ইত্যাদি কর্মকাণ্ড পরিচালনা করত।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, হযরত ওমর (রা)-এর বায়তুল মাল ছিল সম্পূর্ণরূপে জনকল্যাণকামী।

প্রশ্ন ▶ ৪২ হায়দারাবাদের একটি মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামে ধর্মীয় নেতা নির্বাচনের প্রক্রিয়া চলছে। গ্রামের বিজ্ঞ মুসলমানেরা এ পদের প্রার্থী। ধর্মীয় জ্ঞান, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও প্রজ্ঞার বিবেচনায় কে নির্বাচিত হবেন তা নিয়ে সমগ্র গ্রাম মুখরিত। কারণ সব প্রার্থীই যোগ্য।

[ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি কলেজ]

ক. 'ফারুক' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. খিলাফত বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের নির্বাচন প্রক্রিয়া কীভাবে মুসলিম খলিফা নির্বাচনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. হারানো মুসলিম ঐতিহ্য ফিরে পেতে হলে উদ্দীপকের নির্বাচন প্রক্রিয়ার বিকল্প নেই- বিশ্লেষণ করো। ৪

৪২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ফারুক শব্দের অর্থ সত্য-মিথ্যার প্রভেদকারী।

খ খিলাফত হলো ইসলামি শাসনব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতির বৈধ স্বীকৃতিনামা।

আরবি 'খিলাফত' শব্দটি 'খুলাফা' শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ প্রতিনিধিত্ব বা স্থলাভিষিক্ত। মহানবি (স)-এর ইন্তেকালের পর ইসলাম ধর্ম রাষ্ট্রের সংরক্ষণ, সম্প্রসারণ ও সার্বভৌমিকতায় সৃষ্টিকর্তার মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার লক্ষ্যকে সামনে রেখে যে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করে তাকে খিলাফত বলে। ইবনে খালদুনের মতে, 'খিলাফত হচ্ছে এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যা মুহম্মদ (স)-এর প্রতিনিধিত্ব করে'। সুতরাং বলা যায়, ইসলাম ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের পার্থিব শাসন কাঠামোই হলো খিলাফত।

গ চারিত্রিক ইতিবাচক গুণের ওপর নির্ভর করে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচনের দিক দিয়ে উদ্দীপকের নির্বাচন প্রক্রিয়া মুসলিম খলিফা নির্বাচনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

মহানবি (স) ইন্তেকালের পূর্বে কাউকেই তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যাননি। তিনি জনগণের ওপর তাঁর উত্তরাধিকারী নির্বাচনের ভার ছেড়ে দেন। তাঁর প্রথম চারজন উত্তরাধিকারী খুলাফায়ে রাশিদিন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হয়েছিলেন। এ নির্বাচনে ইসলামের জন্য ত্যাগ, রাসুল (স)-এর প্রতি ভালোবাসা ও আনুগত্য, ধর্মীয় জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং ধর্মভীরুতার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হতো। এ নির্বাচনে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটত। এতে কোনো গোত্রবিশেষের স্বার্থ জড়িত ছিল না।

উদ্দীপকের নির্বাচন প্রক্রিয়াটিতেও গণতান্ত্রিক নির্বাচন পদ্ধতির প্রতিফলন লক্ষণীয়। এখানে দেখা যায় হায়দারাবাদ অঞ্চলের একটি মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামে ধর্মীয় নেতা নির্বাচনে বিজ্ঞ মুসলমানরা প্রার্থী হয়েছেন। ধর্মীয় জ্ঞান, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও প্রজ্ঞার বিবেচনায় কে নির্বাচিত হবেন তা নিয়ে সারা গ্রাম মুখরিত। অর্থাৎ এখানে ধর্মীয় জ্ঞান, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও প্রজ্ঞার ওপর নির্ভর করে জনগণ যাকে যোগ্য মনে করবেন তাকেই নির্বাচিত করবেন। খুলাফায়ে রাশিদিনের নির্বাচনের ক্ষেত্রে জনগণ যেমন ধর্মীয় জ্ঞান, প্রজ্ঞা, ধর্মভীরুতা, আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি আনুগত্য প্রভৃতির ওপর নির্ভর করে খলিফা নির্বাচন করেছেন। উদ্দীপকেও তেমনি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাই এ নির্বাচন খুলাফায়ে রাশেদিনের নির্বাচনেরই প্রতিরূপ।

ঘ হারানো মুসলিম ঐতিহ্য ফিরে পেতে হলে উদ্দীপকের চারিত্রিক ইতিবাচক গুণের বিচারে জনগণ কর্তৃক নেতা নির্বাচনের প্রক্রিয়াটির বিকল্প নেই।

উদ্দীপকের মুসলিম অধ্যুষিত হায়দাবাদ অঞ্চলটিতে ধর্মীয় নেতা নির্বাচনের যে প্রক্রিয়া লক্ষণীয় তা হলো প্রার্থীগণের গুণ ও যোগ্যতার বিচারে জনগণের মাধ্যমে একটি নির্বাচন প্রক্রিয়া। কারণ গ্রামের ধর্মীয় জ্ঞান, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন বিজ্ঞ মুসলমানগণ এ নির্বাচনের প্রার্থী ছিলেন। এসব গুণ বিবেচনায় কাকে জনগণ নেতা নির্বাচিত করবেন এই নিয়ে সারা গ্রাম মুখরিত ছিল। এ নির্বাচন পদ্ধতিটি ইসলামের খলিফা নির্বাচন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য ধারণ করেছে।

মহানবি (স)-এর ওফাতের পর আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নির্দেশিত পথে খুলাফায়ে রাশেদিনরা সর্বমোট ত্রিশ বছর ইসলামি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করেন। মুসলিম রাষ্ট্রের সঠিক কল্যাণে তারা সে সময় চরম ত্যাগ, নিষ্ঠা, সততা ও ন্যায়পরায়ণতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। বস্তুত এ খলিফাগণ গণতান্ত্রিক ভিত্তির ওপর তাঁদের শাসনকার্য পরিচালিত করেন। ফলে সমাজ থেকে সকল প্রকার অন্যায়-অবিচার তিরোহিত হয় এবং সে স্থলে ন্যায়বিচার ও ইতিবাচক প্রত্যয়গুলো প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁরা সর্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য ও সামঞ্জস্যপূর্ণ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করে সকল শ্রেণির মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করতে প্রয়াসী হন। ফলে তখন চারিদিকে ইসলামের প্রচার এবং প্রসার দ্রুতগতিতে চলতে থাকে। তাঁরা এতোটাই সুদক্ষ শাসক ছিলেন যে, আজও বিশ্ববাসী তা অনুকরণ এবং অনুসরণের চেষ্টা করছে। মূলত সে সময়ে ইসলামের যে ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়েছিল তা সম্ভব হয়েছিল খলিফাগণের নিষ্কলুষ চরিত্র এবং গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বলে। উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, উদ্দীপকের নির্বাচন প্রক্রিয়ার ফলেই ইসলামের খলিফাগণ বিশ্ববাসীর অনুকরণীয় ঐতিহ্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই সেই ঐতিহ্য ফিরে পেতে হলে উক্ত নির্বাচনের কোনো বিকল্প নেই।

প্রশ্ন ▶ ৪৩ সম্প্রতি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভণ্ডপিরের আবির্ভাব হয়। তারা ইসলামের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা দিয়ে সাধারণ মানুষদেরকে বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করে, যা ইসলামের পরিপন্থি। তারা প্রকৃত সত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও যুদ্ধ ঘোষণা করে। এ প্রেক্ষিতে ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে ভণ্ডপিরদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেন।

[বেগম্যা পাবলিক স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম]

ক. আব্বাসি খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা কে? ১

খ. "হানিফ সম্প্রদায়" বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের ভণ্ডপিরদের সাথে আবু বকর (রা)-এর সময়কালের ভণ্ডনবিদের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. রিদ্দা যুদ্ধের প্রেক্ষাপট মূল্যায়ন করো। ৪

৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আব্বাসি খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা আবুল আব্বাস আস-সাফফাহ।

খ আইয়ামে জাহেলিয়া যুগে ইবরাহিম (আ)-এর প্রচারিত একেশ্বরবাদী ধর্মমতে যারা বিশ্বাস করত তারাই হলো হানিফ সম্প্রদায়।

আরব দেশ যখন কুসংস্কার ও অন্ধকারে নিমজ্জিত তখন মদিনা নগরীতে এক শ্রেণির লোক একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তারা স্বতন্ত্রভাবে ধর্মীয় জীবনযাপন করতেন এবং কোনো প্রকার পূজায় অংশ নিতেন না। বরং মূর্তিপূজার বিরোধিতা করেন। তারা আল্লাহ ও রাসুলে বিশ্বাস করত। মূলত, তৎকালীন আরবের যে সম্প্রদায়টি সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা, পরলোক ও সুখ-দুঃখ ভোগ সম্পর্কে জানত এবং মেনে চলত তারাই হানিফ সম্প্রদায়।

Teachingbd24.com

গ সৃজনশীল ৩ এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৩ এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৪৪ পত্রিকার একটি প্রতিবেদন পড়ে জানা যায় একজন খলিফা মিরাজের ঘটনা প্রথম বিশ্বাস করেন। তিনি বিপদে-আপদে সব সময় হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সঙ্গী হিসেবে কাজ করেন। তিনি সমস্ত জীবন এবং তার অর্জিত সমস্ত সম্পদ দিয়ে ইসলামের সেবা করেন।

[বেগম্মা পাবলিক স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম]

ক. খলিফা ওমর ফারুক (রা) কখন খিলাফতে অধিষ্ঠিত হন? ১

খ. হাম্মুরাবি আইন সম্পর্কে ধারণা দাও। ২

গ. উদ্দীপকে ইসলামের কোন খলিফার কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তোমার পঠিত বইয়ের আলোকে ইসলামের খেদমতে উক্ত খলিফার অবদান মূল্যায়ন করো। ৪

৪৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক খলিফা ওমর ফারুক (রা) ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে খিলাফতে আরোহণ করেন।

খ ব্যাবিলনীয় সম্রাট হাম্মুরাবি যে আইন সংহিতা প্রণয়ন করে তাই 'হাম্মুরাবি আইন' হিসেবে পরিচিত।

সুমেরীয় রাজা ডুঙ্গির রচিত আইনের ওপর ভিত্তি করে প্রবর্তিত হলেও হাম্মুরাবির আইন সংহিতা মনুষ্য প্রণীত আইন সংহিতার মধ্যে সবচাইতে প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ। প্রস্তরখণ্ডে লিপিবদ্ধ ২৮২টি আইন মূলত সাম্রাজ্যের সকল শ্রেণির জনগণের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কিত নির্দেশাবলিতে সমৃদ্ধ। 'চোখের বদলে চোখ,' 'দাঁতের বদলে দাঁত' ইত্যাদি কঠোর ফৌজদারি দণ্ডবিধির কথা এ সংহিতায় উল্লেখ রয়েছে।

গ উদ্দীপকে ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা)-এর কথা বলা হয়েছে।

মহানবি (স) নবুয়ত প্রাপ্তির পর ইসলাম ধর্ম প্রচার শুরু করলে হযরত আবু বকর (রা) বয়স্কদের মধ্যে প্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। নবিজির (স) মিরাজের ঘটনা তিনিই প্রথম বিশ্বাস করেন। এ জন্য তাকে 'সিদ্দিক' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তাছাড়াও তিনি রাসুল (স)-এর পাশে ছায়ার মতো লেগে থাকতেন। সকল বিপদে-আপদে তিনি রাসুল (স) সহায়তা করেছেন এবং সহচর হিসেবে সঙ্গে থেকেছেন। এমনকি হিজরতের সময় তিনিই মহানবির সাথে ছিলেন। হযরত আবু বকর মক্কার ধনী ব্যবসায়ীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। ইসলামের প্রচারে তিনি সমস্ত সম্পদ বিলিয়ে দেন। তার জীবন ও সম্পদের চেয়ে তিনি আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলকে ভালোবাসতেন। এ জন্যই হযরত ওমর (রা) বলেন, 'ইসলামের সেবায় আবু বকরকে কেউ অতিক্রম করতে পারেনি। উদ্দীপকে বর্ণিত পত্রিকার প্রতিবেদনের খলিফা দ্বারা হযরত আবু বকর (রা) জীবনের ঘটনাবলিই বর্ণনা করা হয়েছে।

ঘ ইসলামের খেদমতে হযরত আবু বকর (রা) এর অবদান অনস্বীকার্য।

মহানবি (স)-এর মৃত্যুর পর তাঁর প্রতিনিধি হয়ে হযরত আবু বকর (রা) মুসলিম সাম্রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন মহানবি (স)-এর যোগ্য ও উপযুক্ত প্রতিনিধি। মহান আল্লাহ ও রাসুলের নির্দেশ অনুযায়ী ইসলামের একনিষ্ঠ সেবা করে তিনি ইসলামের ত্রাণকর্তা হিসেবে স্বীকৃতি পান।

হযরত আবু বকর (রা) পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে প্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং ইসলামের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। মিরাজের ঘটনা তিনিই সর্বপ্রথম বিনা প্রশ্নে বিশ্বাস করেন বলে তাকে 'সিদ্দিক' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ইসলাম প্রচারে তিনি তাঁর সমস্ত সম্পদ দান করে দেন। তিনি বিপদে-আপদে রাসুল (স)-এর পাশে ছায়ার মতো থেকে সহায়তা করতেন। রাসুল (স) এর ওফাতের পর নবমুসলিম রাষ্ট্রে বিদ্রোহের দাবানল জ্বলে ওঠে। এ সময় ইসলামের প্রথম খিলাফতের দায়িত্ব নিয়ে তিনি সকল বিদ্রোহ সমূলে দমন করেন। তিনি রিদ্দা ও ইয়ামামার যুদ্ধে যাকাত অস্বীকারকারী ও ভণ্ডনবিদের দমন করে ইসলামকে রক্ষা করেন। আল-কুরআন সংরক্ষণে তিনি সর্বপ্রথম এটি পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করার উদ্যোগ নেন। ইসলামের বিস্তার ও প্রসার নবপ্রতিষ্ঠিত ইসলাম ও ইসলামি রাষ্ট্রসমূহকে বিপদ হতে রক্ষা করেন বলে তাকে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, আবু বকর (রা) ছিলেন ইসলামের সেবায় নিবেদিত প্রাণ।

প্রশ্ন ▶ ৪৫ জনাব হাকিম ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্বের শাসকের নিযুক্ত প্রাদেশিক গভর্নরদের বরখাস্ত করেন। মুহিব নামক গভর্নর ব্যতীত সকল গভর্নর তার নির্দেশনার প্রতি সম্মান দেখান। তাছাড়া গভর্নর মুহিব সাহেব পূর্বের শাসনকর্তার সময়ে যেসব সরকারি সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন নতুন শাসনকর্তা তা তার সব সম্পত্তি রাজকোষে ফিরিয়ে নিলে উক্ত শাসনকর্তা ও গভর্নর মুহিবের মধ্যে এক সংঘর্ষ শুরু হয়। *[কক্সবাজার সরকারি কলেজ]*

ক. কতো খ্রিস্টাব্দে উষ্ট্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয়? ১

খ. 'দুমার মীমাংসা' কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের বর্ণিত সংঘর্ষ দ্বারা তোমার পঠিত কোন সংঘর্ষের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উক্ত খলিফার বৈদেশিক নীতি পর্যালোচনা করো। ৪

৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে উষ্ট্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

খ ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা) এর সাথে আমির মুয়াবিয়ার সংঘর্ষের পরিসমাপ্তির জন্য যে সালিশির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল সেটাই দুমার মীমাংসা নামে পরিচিতি।

সিফফিনের যুদ্ধের একপর্যায়ে হযরত আলী (রা) এবং মুয়াবিয়া মধ্যস্থতাকারী নিযুক্ত করে নিজেদের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির সিদ্ধান্ত নেন। বিরোধ মীমাংসার জন্য আলী (রা) তার পক্ষে মুসা আল আশারিকে এবং মুয়াবিয়া আমর ইবন আল-আসকে প্রতিনিধি মনোনীত করেন। সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রতিনিধিরা প্রত্যেকে ৪০০ জন লোকসহ ৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী 'দুমাতুল জন্দল' নামক স্থানে হাজির হন। তবে এ সালিশি বৈঠকে মুয়াবিয়ার প্রতিনিধি আমর ইবন আল-আসের ধূর্ততার জন্য হযরত আলী (রা) খলিফা পদ থেকে অপসারিত হন। ঐতিহাসিক এ ঘটনাই দুমার মীমাংসা নামে পরিচিত।

গ সৃজনশীল ৬ এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ হযরত আলী (রা) 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে শত্রুতা নয়', এই নীতি বজায় রাখার চেষ্টা করতেন।

হযরত আলী (রা) ছিলেন ইসলামের চতুর্থ খলিফা। তার স্বল্পকালীন খিলাফত ছিল বিভিন্ন রকম গোলযোগে পূর্ণ। হযরত ওসমান (রা)-এর হত্যার পর এ গোলযোগ শুরু হয়। উষ্ট্রের যুদ্ধ, সিফফিনের যুদ্ধ, তালহা ও যুবায়ের মৃত্যু এবং নানা স্থানে বিদ্রোহ প্রভৃতি আলী (রা)-এর খিলাফতকে দুর্যোগময় করে তুলেছিল। এতদসত্ত্বেও তিনি সকলের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করতেন। এটিই ছিল আলী (রা)-এর নীতি উদ্দীপকে বর্ণিত হাকিম সাহেব ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্বের শাসকের প্রাদেশিক গভর্নরদের বরখাস্ত করেন। কিন্তু গভর্নর মুহিব তার আদেশ অমান্য করে। যার ফলে গভর্নর মুহিবের সাথে হাকিমের এক সংঘর্ষ শুরু হয়। অনুরূপভাবে হযরত আলী (রা) শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্বের গভর্নরদের পদচ্যুত করেন। কিন্তু সিরিয়ার শাসনকর্তা মুয়াবিয়া তার এ আদেশ অমান্য করেন। যেহেতু হযরত আলী (রা) কারো সাথে বিদ্বেষ পোষণ করতেন না তথাপি তিনি মুয়াবিয়ার সাথে আপস মীমাংসার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু রাজনীতির অঙ্গনে মুয়াবিয়ার কূটনীতির নিকট বার বার পরাজিত হয়েছিলেন। খারিজিদের হঠকারিতা আলী (রা)-এর খিলাফতকে পর্যদস্ত করে তুলেছিল। তিনি তাদের নিকট মাথানত না করে মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধে পুনরায় অস্ত্রধারণ করেননি। যা তার আপোস-মীমাংসা নীতির বহিঃপ্রকাশ।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে শত্রুতা নয় এটাই ছিল আলী (রা)-এর বৈদেশিক নীতি।

প্রশ্ন ▶ ৪৬ আনাতোলিয়ার একটি মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামের ধর্মীয় নেতা নির্বাচনের প্রক্রিয়া চলছে। গ্রামের বিজ্ঞ মুসলমানরা এ পদের প্রার্থী। ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষাগত যোগ্যতা ও প্রজ্ঞার বিবেচনায় কে নির্বাচিত হবেন তা নিয়ে সারা গ্রাম মুখরিত। কারণ, সব প্রার্থীই যোগ্য।

[কক্সবাজার সরকারি কলেজ; ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি কলেজ]

ক. কাকে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয়? ১

খ. খিলাফত বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকের নির্বাচন প্রক্রিয়া কীভাবে মুসলিম খলিফা নির্বাচনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?— ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. হারানো মুসলিম ঐতিহ্য ফিরে পেতে হলে উদ্দীপকের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বিকল্প নেই— বিশ্লেষণ করো। ৪

৪৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা)-কে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয়।

খ সৃজনশীল ৪২ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ৪২ এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৪২ এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৪৭ রফিক সাহেব চেয়ারম্যান হলেও প্রায় প্রতিদিন এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে আলোচনা করে ইউনিয়নের কাজ সম্পন্ন করতেন। কিন্তু একটি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে তিনি সর্বস্তরের লোকজনদের সাথে আলোচনা করে এটি প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেন। অপরদিকে এলাকার নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে নিরীহ গ্রামবাসী গোমেজ ও এলিনাদের বাড়িঘর পাহারার ব্যবস্থা করেন। অবশ্য এ জন্য চৌকিদারদের পারিশ্রমিক বাবদ সহনীয় অনুদান দেয়ার ব্যবস্থা করেন। এতে সকলের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।

[সিলেট সরকারি কলেজ, সিলেট]

ক. খলিফা শব্দের অর্থ কী? ১

খ. ভণ্ডনবি কারা? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের রফিক চেয়ারম্যানের পরামর্শ করার পদ্ধতির খুলাফায়ে রাশেদিনের কোন খলিফার কাজের সাথে সাদৃশ্য আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে এলিনা ও গোমেজদের নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থাটি উক্ত খলিফার কার্যাবলির সাথে তুলনামূলক আলোচনা করো। ৪

৪৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক খলিফা শব্দের অর্থ প্রতিনিধি।

খ যারা নব প্রতিষ্ঠিত ইসলাম এবং ইসলামি প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছিল ইসলামের ইতিহাসে তারাই ভণ্ডনবি হিসেবে পরিচিত।

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবুয়তের সাফল্য অনেকের মনে নবুয়ত লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে। নবি করিম (স)-এর প্রভাব-প্রতিপত্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধিকে তৎকালীন কয়েকজন গোত্র প্রধান লাভজনক কারবার বলে মনে করে এবং নবুয়ত দাবি করে। এই সব ভণ্ডনবিদের মধ্যে ছিল বানু আসাদ গোত্রের তোলায়হা, ইয়ামামার বানু হানিফ গোত্রের মুসায়লামা, দক্ষিণ ইয়েমেনের আসাদ আনসি এবং বানু তামিম গোত্রের মহিলা ভণ্ডনবি সাজাহ প্রমুখ। এরা ইসলামের ইতিহাসে একটি কলঙ্কিত অধ্যায় রচনা করেছে।

গ উদ্দীপকের রফিক চেয়ারম্যানের পরামর্শ করার পদ্ধতির সাথে খুলাফায়ে রাশেদিনের খলিফা হযরত ওমর (রা)-এর কাজের সাদৃশ্য রয়েছে।

উদ্দীপকের চেয়ারম্যান রফিক সাহেব তার এলাকায় একটি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে তিনি সর্বস্তরের লোকজনদের সাথে আলোচনা করে এটি প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেন। অনুরূপভাবে হযরত ওমর (রা) ছিলেন গণতন্ত্রমনা। তার প্রশাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল গণতান্ত্রিক শাসন। আর এ আদর্শ দ্বারাই তিনি প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ইসলামি গণতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশ সাধন করেন। কুরআন-হাদিসের আলোকে জনগণের ইচ্ছার প্রতি খেয়াল রেখে তিনি পরামর্শভিত্তিক প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। আর তার এ বৈশিষ্ট্যেরই প্রতিফলন লক্ষ করা যায় চেয়ারম্যান রফিক সাহেবের গৃহীত ব্যবস্থার মধ্যে।

হযরত ওমর (রা)ও শাসনকার্য পরিচালনার জন্য মজলিস-উস-শুরা বা পরামর্শসভা গঠন করেছিলেন। যেকোনো সমস্যা তিনি কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক মজলিস-উস-শুরার সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে সমাধান করতেন। তিনি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'পরামর্শ ব্যতীত কোনো খিলাফত চলতে পারে না।' তার গঠিত পরামর্শসভা দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল। যেমন- ক. মজলিস-উল-আম এবং খ. মজলিস-উল-খাস। মহানবি (স)-এর ঘনিষ্ঠ ও বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবি এবং মদিনার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে মজলিস-উল-আম গঠিত ছিল। এরা রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। অন্যদিকে দৈনন্দিন কার্যাদি সম্পাদনের জন্য অল্প সংখ্যক মুহাজিরিন নিয়ে মজলিস-উল-খাস গঠিত ছিল। হযরত ওমর (রা) মজলিস-উস-শুরা ছাড়াও রাজ্য শাসনের ব্যাপারে সাধারণ জনগণের মতামত গ্রহণ করতেন। হযরত ওমর (রা)-এর উল্লিখিত আদর্শেরই প্রতিফলন ঘটেছে চেয়ারম্যান রফিক সাহেবের গৃহীত কর্মকাণ্ডে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত এলিনা ও গোমেজদের নিরাপত্তা বিধানে রফিক সাহেবের ব্যবস্থাটির সাথে হযরত ওমর (রা)-এর কার্যাবলি সাদৃশ্যপূর্ণ।

হযরত ওমর (রা) ছিলেন প্রজারঞ্জক শাসক। তিনি সারাজীবন জনগণের খেদমতে ব্যয় করেছেন। জনগণের নিরাপত্তার জন্য তিনি শান্তিরক্ষী বাহিনী গঠন করেন। যারা সাধারণ জনগণের জানমালের নিরাপত্তা রক্ষা করে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্দীপকেও এর প্রতিফলন দেখা যায়।

উদ্দীপকে উল্লিখিত রফিক সাহেব চেয়ারম্যান নিযুক্ত হওয়ার পর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রচলনের সাথে সাথে এলাকার নিরাপত্তা বিধানে সচেষ্ট হন। বিশেষ করে নিরীহ গ্রামবাসীকে নিরাপত্তার জন্য তিনি জোর দেন। যার জন্য তিনি চৌকিদারদের নিয়োগ দিয়ে জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন। অনুরূপভাবে হযরত ওমর (রা) শাসনক্ষমতা গ্রহণ করে গণতান্ত্রিকভাবে শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার সাথে সাথে জনসাধারণের নিরাপত্তার জন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। প্রজাসাধারণের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা, অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড দমন এবং সাম্রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নিরাপত্তাকর্মী মোতায়েন করেন। যারা সাধারণ জনসাধারণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা আনায়ন করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, হযরত ওমর (রা)-এর নিরাপত্তা বিধানের সাথে উদ্দীপকের বর্ণিত ব্যবস্থাটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ৪৮ মহামতি সুলায়মান ইতিহাসের একজন বিখ্যাত শাসক। শাসন ক্ষমতা লাভের পর তিনি বিভিন্ন সংস্কারের প্রতি মনোযোগ দেন। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের জন্য তিনি তার শাসন এলাকাকে প্রদেশ ও জেলায় বিভক্ত করেন। তিনি ভূমি জরিপ ও আদমশুমারির ব্যবস্থা করেন। পরামর্শসভা তার শাসনের উল্লেখযোগ্য বিষয়। তিনি ছিলেন ন্যায় ও কল্যাণের পৃষ্ঠপোষক। অপরাধের জন্য তিনি স্বীয় পুত্রকেও শাস্তি দিতে দ্বিধা করেননি।

[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর]

ক. কে প্রথম আদমশুমারি করেন? ১

খ. খলিফা ওসমানকে যুন্নুরাইন বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ে বর্ণিত কোন শাসকের কর্মকাণ্ডের মিল পাওয়া যায়?— ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত শাসকের কর্মকাণ্ড কি আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় প্রয়োগ করা যায়? যুক্তি দেখাও। ৪

৪৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক হযরত ওমর (রা) প্রথম আদমশুমারি প্রবর্তন করেন।

খ সৃজনশীল ৩৫ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে খুলাফায়ে রাশেদিনের মহান খলিফা হযরত ওমর (রা) এর শাসন ব্যবস্থা প্রতিফলিত হয়েছে।

খুলাফায়ে রাশেদিনের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা) ৬৩৪ থেকে ৬৪৪) খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মুসলিম জাহানের শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তার শাসনামলে মুসলিম বিশ্ব আরব উপদ্বীপ থেকে পারস্য রোমান সাম্রাজ্য পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। তার শাসনামলে রাজস্ব ব্যবস্থা প্রচলন, ভূমি

Pachinaki.xyz

জরিপ, আদমশুমারির প্রবর্তন, শাসন ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ প্রভৃতি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি জনগণের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণ ও স্বচ্ছভাবে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মন্ত্রণা পরিষদ গঠন করেন, যা মজলিস-উস-শুরা বা মন্ত্রণা পরিষদ নামে পরিচিত। উদ্দীপকে বর্ণিত মহামতি সুলায়মানের শাসন ব্যবস্থায় এগুলো পরিলক্ষিত হয়।

মহামতি সুলায়মান প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ, পরামর্শসভা গঠন, ভূমি জরিপ, শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন। একই ভাবে হযরত ওমর (রা) একটি জনকল্যাণমুখী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। তিনি অর্থনৈতিক সচলাবস্থা সৃষ্টির জন্য একটি সুষ্ঠু রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন। তার শাসন ব্যবস্থার প্রচলিত কৃষিব্যবস্থার বিলোপ সাধন করে তিনি বৈপ্লবিক রাজস্ব সংস্কার সাধন করেন। পুলিশ বাহিনী প্রতিষ্ঠা, জেলখানা স্থাপন, সীমান্ত দুর্গ নির্মাণ প্রভৃতি সংস্কার করে ওমর (রা) ইসলামি সাম্রাজ্যে একটি সুষ্ঠু কল্যাণমুখী শাসন ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন। এগুলো পরিচালনার জন্য হযরত ওমর (রা) কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে একটি সুসংহত প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি করেন।

ঘ হ্যাঁ, উক্ত শাসকের অর্থাৎ হযরত ওমর (রা)-এর কর্মকাণ্ড আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় প্রয়োগ করা যায়।

হযরত ওমর (রা) ছিলেন একজন আদর্শ খলিফা। তার মতো সুযোগ্য শাসক বিশ্বের ইতিহাসে আর দ্বিতীয় কেউ জন্মগ্রহণ করেনি। শাসন, বিচার, আইন সব বিভাগকে তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে পরিচালিত করেন। এছাড়া ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে তিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শাসকদের মধ্যে অন্যতম। তার কর্মকাণ্ডসমূহ বর্তমান বিশ্বের জন্যও শিক্ষণীয় ও বাস্তবায়নযোগ্য।

উদ্দীপকের শাসক মহামতি সুলায়মানের প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ, ভূমি জরিপ, আদমশুমারির ব্যবস্থা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে হযরত ওমর (রা)-এর কর্মকাণ্ডসমূহকে নির্দেশ করা হয়েছে। তিনি রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করেন। তিনি ছিলেন ন্যায়বিচারের মূর্ত প্রতীক। ন্যায় বিচারের স্বার্থে তিনি বিচারকার্যে অত্যন্ত কঠোরতা অবলম্বন করেন। তার দৃষ্টিতে মুসলিম, অমুসলিম, উচু-নিচু, আপন-পর সবাই ছিল আইনের চোখে সমান। নিজ পুত্র মদ্যপানের অপরাধে দোষী প্রমাণিত হলে আইনানুযায়ী তাকে তিনি দোররা মেরে হত্যা করেন। এরূপ বিচার ব্যবস্থা আধুনিক সমাজে অত্যন্ত জরুরি। কেননা বর্তমান সমাজে অন্যায় অত্যাচার অধিক মাত্রায় বেড়ে গেছে। সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে হযরত ওমর (রা)-এর ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এছাড়া তার প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ নীতি ও রাজস্ব সংস্কার নীতি প্রয়োগ করে আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয়, হযরত ওমর (রা)-এর কর্মকাণ্ড আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় শুধু প্রয়োগই করা যায় না বরং একটি সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ রাষ্ট্র বিনির্মাণে এগুলো প্রয়োগ করা অত্যন্ত জরুরি।

প্রশ্ন ▶ ৪৯ নবাব সিরাজউদ্দৌলা বাংলার শাসক নিযুক্ত হন। ক্ষমতা গ্রহণের পর তিনি কিছু কর্মচারী নিয়োগ দেন। তাদের অনেকেই ছিল তার নিকট আত্মীয়। বেশ কিছুদিন পর বিরোধীরা তার বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাৎ, স্বজনপ্রীতিসহ কতিপয় অভিযোগ উত্থাপন করে। তারা একপর্যায়ে শাসকের বাড়ি অবরোধ করে এবং তাকে হত্যা করে। এ ঘটনায় এলাকার অধিবাসীদের সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়। এলাকায় শুরু হয় গৃহযুদ্ধ। *[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর]*

ক. 'মাদাইন' কী? ১

খ. দেওয়ান প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল কেন? ২

গ. কোন খলিফার শাহাদাতের ঘটনার সাথে উদ্দীপকের শাসকের হত্যার ঘটনাটির মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত হত্যাকাণ্ড মুসলিম রাষ্ট্রে গৃহযুদ্ধের সূচনা করে, তুমি কি এ বক্তব্যের সাথে একমত? মন্তব্য করো। ৪

৪৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক হযরত শোহাইব (আ)-এর কওমের বসবাসকৃত শহরের নাম মাদাইন।

খ রাষ্ট্রের আয় ও ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণের জন্য দেওয়ান প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।

হযরত ওমর (রা)-এর শাসনামলে মুসলিম খিলাফতের সীমানা পারস্য ও বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যে বিস্তৃত হলে ওই অঞ্চল থেকে প্রচুর পরিমাণে অর্থ রাজস্ব হিসেবে কেন্দ্রীয় কোষাগারে জমা হতে থাকে। এসব আয় ও ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণের জন্য তিনি প্রথম দেওয়ান নামক স্থায়ী বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রশাসনিক সুবিধার জন্য দেওয়ানকে দুইভাগে বিন্যস্ত করা হয়। এর প্রথম ভাগটি হচ্ছে আয় এবং দ্বিতীয় ভাগে ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষিত হতো। তাই বলা যায়, রাষ্ট্রের আয় ব্যয়ের হিসাব রাখার জন্য দেওয়ান প্রতিষ্ঠা করা হয়।

গ ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা)-এর শাহাদাতের ঘটনার সাথে উদ্দীপকের সিরাজউদ্দৌলা হত্যার ঘটনাটির মিল রয়েছে।

হযরত ওসমান (রা) ৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দে মজলিসে শুরার মাধ্যমে ইসলামের তৃতীয় খলিফা নির্বাচিত হন। তিনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে রাসুলে করিম (স)-এর ঘনিষ্ঠ সহচর এবং অনুগামীদের অপসারণ করে নিজের অযোগ্য আত্মীয়-স্বজনকে প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দেন। তিনি কুফার শাসনকর্তা সাদ-বিন-আবি ওয়াক্কাসকে সরিয়ে ওয়ালিদ বিন ওয়াক্কাসকে এবং বসরায় আবু মুসা-আল-আশারিকে সরিয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে আমিরকে নিয়োজিত করেন। এরা প্রত্যেকেই খলিফার আত্মীয় ছিলেন। একইভাবে উদ্দীপকে সিরাজউদ্দৌলা নিয়োগ সংক্রান্ত কাজে স্বজনপ্রীতির অভিযোগে বিতর্কিত হয়ে পড়েছে।

সিরাজউদ্দৌলা হযরত ওসমান (রা)-এর মতো নিজের আত্মীয়কে গুরুত্বপূর্ণ চাকরি দেন। সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের যে অভিযোগ রয়েছে তা হযরত ওসমান (রা)-এর বিরুদ্ধেও ছিল। এ সকল বিষয় হযরত ওসমান (রা) ও উদ্দীপকের সিরাজউদ্দৌলাকে এক বিন্দুতে মিলিয়েছে। সুতরাং উদ্দীপকে সিরাজউদ্দৌলার হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে হযরত ওসমান (রা)-এর শাহাদতের ঘটনাটি তুলে ধরা হয়েছে।

ঘ হযরত ওসমান (রা)-এর হত্যাকাণ্ড ইসলামের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা, যেটি মুসলিম রাষ্ট্রে গৃহযুদ্ধের সূচনা করে বলে আমি মনে করি।

বিদ্রোহীরা হযরত ওসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনে নির্মমভাবে হত্যা করে। ফলে এ হত্যাকাণ্ড ইসলামের গতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। ঐতিহাসিক ওয়েল হাউসেন বলেন, "ওসমান হত্যা ইসলামের ইতিহাসের যেকোনো ঘটনা অপেক্ষা অধিকতর যুগান্তকারী ঘটনা।" ঐতিহাসিক যোসেফ হেল বলেন, "ওসমান হত্যা ছিল গৃহযুদ্ধের বিপদ সংকেতস্বরূপ।" মুসলিম জাহান বনু হাশিম ও বনু উমাইয়া এ দুটি গোত্রে বিভক্ত হয়ে আত্মঘাতী গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে। উষ্ট্রের যুদ্ধ ও সিফফিনের যুদ্ধ এবং কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা ওসমান (রা) হত্যারই পরিণতি। এছাড়াও খলিফা ওসমান (রা) হত্যার প্রতিবাদে পরবর্তীকালে শিয়া, সুন্নি, খারেজি প্রভৃতি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দলের সৃষ্টি হয় এবং তারা মুসলিম জাহানকে শতধাবিভক্ত করে ফেলে।

ওসমান (রা) হত্যার ফলে খিলাফত ও খলিফার প্রতি জনগণের সমর্থন, শ্রদ্ধা ও আনুগত্য শিথিল হয়ে পড়ে। আর এ হত্যাকাণ্ডের ফলে গণতন্ত্রের সমাধি রচিত হয়। মুয়াবিয়া উমাইয়া বংশ প্রতিষ্ঠা করে রাজতন্ত্র প্রবর্তন করেন। মদিনাতুননবি শহরের রাজনৈতিক প্রাধান্য লোপ পেতে থাকে। পরবর্তীতে কুফা, বাগদাদ, দামেস্ক মুসলিম জাহানের রাজধানীতে পরিণত হয়ে অধিক প্রাধান্য লাভ করে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, হযরত ওসমান (রা)-এর হত্যাকাণ্ডের প্রভাব ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। যা ইসলামের জন্য একটি মারাত্মক বিপর্যয়মূলক ঘটনা।

প্রশ্ন ▶ ৫০ বাগেরহাটে প্রতিষ্ঠিত হযরত খানজাহান আলী (র)-এর মাজারে প্রচুর ভক্ত শ্রেণির আগমন হয়। বিশেষ করে প্রতি মঙ্গলবার রাতে ভক্তরা এখানে এসে জিকির আসকারে মশগুল থাকে। অনেকে প্রচুর অর্থ-সম্পদ দান করে এখানে। এই অর্থ মাজার রক্ষণাবেক্ষণ ও গরিবদের সহায়তায় ব্যয় হয়। অর্থ প্রাপ্তি এমন সহজ দেখে পার্শ্ববর্তী খুলনার আবদুল মজিদ এক কৌশল অবলম্বন করে। তিনি নিজেকে পির দাবি করে লিফলেটের মাধ্যমে প্রচারণা চালান এবং দ্রুত তার একটা সমর্থক গোষ্ঠী তৈরি করেন। বিষয়টি সরকারের গোচরীভূত হলে সরকার যাচাইপূর্বক উক্ত পির মজিদের আস্তানা ধ্বংস করে দেয়।

[যশোর সরকারি মহিলা কলেজ]

ক. 'খিলাফত' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. মজলিস-উস-শুরা বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকের মজিদের কার্যকলাপের সাথে হযরত আবু বকর (রা)-এর আমলের কাদের কার্যকলাপের মিল আছে? ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে হযরত আবু বকর (রা)-এর আমলে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের বিষয়টি আলোচনা করো। ৪

৫০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'খিলাফত' শব্দের অর্থ প্রতিনিধিত্ব করা।

খ সৃজনশীল ১৯ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকের আব্দুল মজিদের কার্যকলাপের সাথে হযরত আবু বকর (রা) এর আমলের ভণ্ডনবিদের কার্যকলাপের মিল আছে।

হযরত মুহাম্মদ (স) এর সাফল্য দেখে অনেকের মনে নবুয়ত লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে। নবি করিম (স)-এর প্রভাব প্রতিপত্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি কয়েকটি গোত্র প্রধান লাভজনক কারবার মনে করে এবং নবুয়তের দাবি করে। তাই তার জীবনের শেষ দিকে দেশের বিভিন্ন অংশে কতিপয় ভণ্ডনবির উদ্ভব হয়। এ সমস্ত ভণ্ডনবিদের মধ্যে ছিল বানু আসাদ গোত্রের তোলায়হা, ইয়ামামার বানু হানিফ গোত্রের মুসায়লামা, দক্ষিণ ইয়েমেনের আসাদ আনসি এবং বানু তামিম গোত্রের মহিলা ভণ্ডনবি সাজাহ। তারা নবপ্রতিষ্ঠিত ইসলাম এবং ইসলামি প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে নিজেদের নিয়োজিত করে যেমনটি উদ্দীপকের মজিদের কর্মকাণ্ডে লক্ষ করা যায়।

ভণ্ডনবিদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইয়েমেনের আসাদ আনসি এর উদ্ভব ঘটে। নিজের লোকদের ওপর তার যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। নবি করিম (স)-এর জীবনের শেষের দিকে সে বিদ্রোহী হয়। আসাদ আনসি রাজধানী সানা দখল করে এর গভর্নরকে হত্যা করে এবং তার বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করে। ইয়েমেন প্রদেশ এবং দক্ষিণ আরব তার অধীনে চলে আসে। এ সংবাদ যখন রাসুল (স) এর কর্ণগোচরে চলে আসে তখন তিনি বিদ্রোহীদেরকে দমন করার জন্য মুয়াজ ইবনে জাবাল এবং আরো কয়েকজন সহকর্মীকে পাঠালেন। অবশেষে ফিরোজ দায়লামী নামে নিহত গর্ভনরের নিকট আত্মীয় আসাদের ঘড়ে ঢুকে তাকে হত্যা করে। পরবর্তীতে মুসায়লামা, তুলায়হা, সাজাহার মতো ভণ্ডনবিদের উদ্ভব ঘটে। এদের মধ্যে মুসায়লামা মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক যুদ্ধে নিহত হয়। এবং তোলায়হা ও সাজাহ পরাজিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। বলা যায়, উদ্দীপকের আব্দুল মজিদের কার্যকলাপের সাথে আবু বকরের সময়কালের ভণ্ডনবিদের কার্যক্রমের মিল আছে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত সরকারের ভণ্ডপির আব্দুল মজিদকে দমনের মতো হযরত আবুবকর (রা)ও ভণ্ডনবিদের দমন করেছিলেন।

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ইন্তেকালের পর স্বধর্মত্যাগীদের এবং ভণ্ডনবিদের আন্দোলন ও বিদ্রোহ নবপ্রতিষ্ঠিত ইসলামি প্রজাতন্ত্র এবং ইসলামি ধর্মের অস্তিত্বের প্রতি একটি বিরাট হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। ইসলামের এ দুঃসময়ে হযরত আবু বকর (রা) কিছুটা বিচলিত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু তিনি দৃঢ় সাহস ও মনোবল নিয়ে স্বধর্মত্যাগী ও ভণ্ডনবিদের নির্মূল করার কঠোর নীতি গ্রহণ করেন।

হযরত আবু বকর (রা) মদিনা সুরক্ষার বন্দোবস্ত করে ভণ্ডনবি ও তাদের সহযোগীদের বিদ্রোহ দমন ও ইসলামবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য মনোনিবেশ করলেন। এ জন্য তিনি সমগ্র সেনা বাহিনীকে ১১টি ভাগে বিভক্ত করে প্রতিটি বিভাগকে একজন দক্ষ সেনাপতির অধীনে ন্যস্ত করেন। মদিনাকে রক্ষা করার জন্য একদল সৈন্য সদা প্রস্তুত রেখে হযরত আবু বকর (রা) মদিনা থেকে এ যুদ্ধ তৎপরতা পরিচালনা করেন। যুদ্ধ অভিযান শুরু করার পূর্বে হযরত আবু বকর (রা) সেনাপতিদের কিছু নির্দেশ প্রদান করেন।

খলিফা আবু বকর (রা) প্রথমে জুলকাশ ও রাজার যুদ্ধে যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদের পরাজিত করেন। তার সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদ প্রথমে ভণ্ডনবি তোলাহায়কে পরাজিত করে। এরপর তিনি সেনাপতি ইকরামা এবং সুরাহবিলকে সাথে নিয়ে ইয়ামামার যুদ্ধে ভণ্ডনবি মুসায়লামাকে পরাজিত ও হত্যা করেন। এ যুদ্ধের পর ভণ্ডনবি সাজাহ ইসলাম গ্রহণ করে। এভাবে আবু বকর (রা)-এর শাসনামলে উদ্ভূত সব সমস্যার সমাধান হয়।

প্রশ্ন ▶ ৫১ আব্দুলপুরের ভূমি কর্মকর্তা জনাব আতাউর রহমান তার দফতরের সমস্ত পুরানো ও ছেড়া রেজিস্টার খাতা বাতিল করে নতুন রেজিস্টার খাতা তৈরি করলেন। সেই সাথে তার কর্মচারীদের নির্দেশ দিলেন পুরানো ও ছেড়া রেজিস্টার খাতা আর অফিসে রাখা যাবে না। সেই সাথে তিনি নির্দেশ দিলেন সমস্ত অফিসিয়াল ডকুমেন্ট কম্পিউটারে সংরক্ষণ করতে। পুরানো ও অপ্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও ছেড়া রেজিস্টার খাতা অফিস থেকে বের করে পুড়িয়ে দিলেন যাতে পুরাতন ও নতুন কাগজপত্র এক সাথে মিশে কাজের ব্যাঘাত না ঘটে। অফিসকে তিনি নতুন করে সাজালেন। কিন্তু কাগজপত্র পোড়ানোর কারণে জনমতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলো। সাধারণ জনগণ অভিযোগ করতে লাগল ভূমি অফিসার জনগণের জমির কাগজপত্র পুড়িয়ে তাদেরকে জমি হতে বঞ্চিত করতে চাইছে। আসলে ভূমি অফিসারের উদ্দেশ্য সৎ ছিল, তিনি শুধু ভূমি অফিসের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি দূর করতে এ কাজ করেছিলেন।

[যশোর সরকারি মহিলা কলেজ]

ক. হযরত ওসমান আরবের কোন গোত্রের লোক ছিলেন? ১

খ. রিদ্দা আন্দোলন বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ভূমি অফিসারের কর্মকাণ্ডের সাথে খলিফা ওসমান (রা)-এর কর্মকাণ্ডের আংশিক সাদৃশ্য রয়েছে— ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. খলিফা ওসমান (রা)-এর উক্ত কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য ও ফলাফল উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

৫১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হযরত ওসমান (রা) আরবের কুরাইশ গোত্রের লোক ছিলেন।

খ সৃজনশীল ২৪ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত ভূমি অফিসারের কর্মকাণ্ডের সাথে খলিফা হযরত ওসমান (রা)-এর কর্মকাণ্ডের আংশিক মিল রয়েছে।

ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা) ইসলামের সেবায় অসামান্য অবদান রাখেন। তিনি খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর মুসলিম সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটান। নৌবাহিনী প্রতিষ্ঠা করেন এবং জনকল্যাণমূলক কার্যাবলি সম্পাদন করেন। এছাড়াও তিনি পবিত্র কুরআনের সংকলনের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করেন। কিন্তু উদ্দীপকে এ সমস্ত কাজের মধ্যে শুধু কুরআন সংকলনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ভূমি কর্মকর্তা জনাব আতাউর রহমান তার দপ্তরের সমস্ত পুরানো ও ছেড়া রেজিস্টার খাতা বাতিল করে নতুন রেজিস্টার খাতা তৈরি করেন। তিনি সমস্ত অপ্রয়োজনীয় কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলেন। যেটি হযরত ওসমান (রা)-এর পবিত্র কুরআন সংকলনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কেননা হযরত ওসমান (রা) সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে কুরআন পাঠের উচ্চারণভঙ্গির পার্থক্য লক্ষ করে তা দূরীকরণের জন্য তিনি বিবি হাফসার নিকট রক্ষিত কুরআনের পাণ্ডুলিপি থেকে একটি বিশুদ্ধ কুরআন সংকলন করেন এবং কুরআনের বাকী কপিগুলো পুড়িয়ে ফেলেন। হযরত ওসমান (রা) কুরআন সংকলন ছাড়াও সাম্রাজ্য বিস্তার, নৌবাহিনী প্রতিষ্ঠা, জনহিতকর কার্যাবলি ও ইসলাম প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, যা উদ্দীপকের ভূমি কর্মকর্তার কর্মকাণ্ডে পরিলক্ষিত হয় না। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে হযরত ওসমান (রা)-এর কর্মকাণ্ডের আংশিক প্রতিফলন ঘটেছে।

Teachingbd.com

ঘ খলিফা ওসমান (রা)-এর উক্ত কর্মকাণ্ডের অর্থাৎ পবিত্র কুরআন সংকলন করে পুরাতন কপিগুলো পুড়িয়ে ফেলার উদ্দেশ্য মহৎ হলেও কিছু স্বার্থান্ধ মানুষ এর বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়।

হযরত ওসমান (রা)-এর মধ্যে মানব চরিত্রের সকল প্রকার মহৎ গুণের সমাবেশ ঘটেছিল। ছোটবেলা হতেই তিনি ছিলেন চরিত্রবান, ন্যায়নিষ্ঠ, ন্যায়পরায়ণ ও মহৎ ব্যক্তি। তিনি ইসলামের সেবায় নিজেকে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ইসলাম ও পবিত্র কুরআন রক্ষায় তিনি বিশুদ্ধ কুরআন সংকলন করেছিলেন। কিন্তু একদল মানুষ এর বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে।

উদ্দীপকে হযরত ওসমান (রা)-এর পবিত্র কুরআন সংকলনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। ইসলামি সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তার ঘটলে বিশ্বের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় পবিত্র কুরআন পঠিত হতে থাকে। ফলে কুরআন পাঠের উচ্চারণভঙ্গির পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এ কারণে হযরত উসমান (রা) পবিত্র কুরআনের বিশুদ্ধতা রক্ষায় বিবি হাফসার নিকট রক্ষিত কুরআনের পাণ্ডুলিপি থেকে একটি বিশুদ্ধ কুরআন সংকলন করেন এবং এর আরো কয়েকটি কপি তৈরি করে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করেন। আর কুরআনের পুরাতন কপিগুলো পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দেন। হযরত ওসমান (রা)-এর কুরআন সংকলনের ফলাফল ছিল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। এর ফলে পবিত্র কুরআন বিকৃতির হাত হতে রক্ষা পায়। একদল লোক ওসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে ধর্মগ্রন্থ অবমাননার অভিযোগ আনে। যেটি তার হত্যাকাণ্ডের অন্যতম কারণ ছিল। প্রকৃতপক্ষে এ অভিযোগ ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এর মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের কোনো অকল্যাণ ও ক্ষতি হয়নি বরং বিরাট ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, হযরত ওসমান (রা)-এর কুরআন সংকলনের উদ্দেশ্য ছিল অত্যন্ত মহৎ এবং ফলাফলও ছিল সুদূরপ্রসারী।

প্রশ্ন ▶ ৫২ জনাব সালাম পিরোজপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবার পর জনগণের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি স্থানীয় এক নেতার দুই মেয়েকে বিয়ে করেন এবং একটি উপাধি লাভ করেন। তার বিরুদ্ধে একদল লোক বিদ্রোহ করেন এবং তার শাসন নীতির সমালোচনা করেন। তিনি উক্ত বিদ্রোহী দলের নেতাকে নির্বাসিত করে শাসন ব্যবস্থাকে কণ্টকমুক্ত করেন। *[পিরোজপুর সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. 'ফারুক' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. আনসার ও মুহাজির কাদের বলা হয়? ২

গ. জনাব সালামের সাথে কোন খলিফার মিল পাওয়া যায়? কোরআন সংকলনে উক্ত খলিফার ভূমিকা বিবৃত করো। ৩

ঘ. উক্ত খলিফার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগগুলো ছিল ভিত্তিহীন— যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

৫২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'ফারুক' শব্দের অর্থ সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী।

খ রক্তের সম্বন্ধের চেয়ে ধর্মের ভিত্তিতে যারা ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করেন তাদেরকেই আনসার এবং মুহাজির বলা হয়।

মক্কায় ইসলাম প্রচারের কারণে মহানবি (স) এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারীদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়। এ কারণে আল্লাহর নির্দেশে যারা জন্মভূমি ও আত্মীয়-স্বজনের মায়া কাটিয়ে মক্কা হতে মদিনায় হিজরত করেন মহানবি (স) তাদেরকে মুহাজির নামে অভিহিত করেন। আর এ রক্তের সম্পর্ক বিবেচনা না করে ধর্মের সম্পর্কের কথা চিন্তা করে মুহাজিরদের যারা আশ্রয়দান করেন তাদেরকে তিনি 'আনসার' নামে অভিহিত করেন।

গ জনাব সালামের সাথে ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা) এর মিল পাওয়া যায়। যিনি পবিত্র কুরআন সংকলনে অসামান্য অবদান রাখেন।

খলিফা হযরত ওসমান (রা) কুরআন সংকলনের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তার খিলাফতকালে মুসলিম সাম্রাজ্যের আরো বিস্তৃতি ঘটে। এতে কুরআন তিলাওয়াত নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। ফলে মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। উসমান (রা) এ অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে দ্রুত পদক্ষেপ নেন। তিনি পবিত্র কুরআন সংকলনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব সালাম স্থানীয় এক নেতার দুই মেয়েকে বিবাহ করেন এবং একটি উপাধি লাভ করেন। যে ঘটনা হযরত ওসমান (রা)-এর ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। তিনি রাসুল (স)-এর দুই কন্যাকে বিবাহ করে যুন্নুরাইন উপাধি লাভ করেন। তিনি পবিত্র কুরআন সংকলনে অসামান্য অবদান রাখেন। হযরত ওসমান উম্মুল মুমিনিন হযরত হাফসা (রা)-এর নিকট সংরক্ষিত পবিত্র কুরআনের মূল কপি সংগ্রহ করেন। হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) কে প্রধান করে কুরআন সংকলনের জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন- আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা), সাঈদ ইবনে আল আস (রা) ও আব্দুর রহমান ইবনে হারিছ (রা)। হিজরি ৩০ মোতাবেক ৬৫১ খ্রিস্টাব্দে কুরআন সংকলন কমিটি হযরত হাফসা (রা) হতে সংগৃহিত কপির আলোকে আরো ৭টি কপি তৈরি করেন এবং তা মুসলিম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠিয়ে দেন। একে মাসহাফে উসমানি' বলা হয়। ফলে সারা বিশ্বে একই রীতিতে কুরআন তিলাওয়াত আরম্ভ হয়। এভাবে ওসমান (রা) পবিত্র কুরআনে সংকলন করে বিকৃতির হাত হতে রক্ষা করেন।

ঘ উক্ত খলিফা অর্থাৎ খলিফা ওসমান (রা)-এর ওপর আনীত অভিযোগগুলো ভিত্তিহীন ছিল বলে আমি মনে করি।

খলিফা ওসমানের (রা) বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলো নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করলে নিঃসন্দেহে সেগুলো ভিত্তিহীন, অযৌক্তিক, কল্পনাপ্রসূত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে মনে হয়।

হযরত ওসমানের বিরুদ্ধে বেদুইন ও অনারব মুসলমানগণ স্বজনপ্রীতির অভিযোগ আনেন। কিন্তু তিনি আত্মীয়স্বজনের প্রতি কিছুটা দুর্বল থাকলেও কোনো অনুপযুক্ত আত্মীয়কে কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগদান করেননি। পরিস্থিতির কারণে তিনি গভর্নর পরিবর্তন করলেও গভর্নর তার আত্মীয় ছিল না। হযরত ওসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলোর মধ্যে অন্যতম গুরুতর অভিযোগ ছিল কুরআন শরিফ দগ্ধীকরণ। তার রাজত্বকালে ইসলামি রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলের জনসাধারণ নিজেদের সুবিধার্থে কুরআনের ভাষা ও উচ্চারণ পরিবর্তন করে পাঠ করতে থাকে। তাই তিনি কুরআন শরিফের উচ্চারণগত সমস্যা দূর করার জন্যই পদক্ষেপ নিয়েছিলেন এবং ত্রুটিপূর্ণ ও অসংগতিপূর্ণ কপিগুলো পুড়িয়ে ফেলেছিল। বায়তুল মালের অর্থ আত্মসাৎ তো দূরের কথা বরং তিনি নিজের সম্পদ ইসলামের জন্য অকাতরে দান করেছেন। সরকারি চারণভূমি রাষ্ট্রীয় পশুপালনের জন্য ব্যবহার করেছিলেন এবং এক্ষেত্রে তিনি তার পূর্বের দুইজন খলিফাকে অনুসরণ করেছিলেন। রাষ্ট্রের শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য আবুজর গিফারিকে নির্বাসন দিয়েছিলেন।

পরিশেষে বলা যায় ওসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ভিত্তিহীন।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৫৩ শাহাবুদ্দীন খান কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে শিক্ষকদের সাথে আলোচনা করে তা গ্রহণ করেন। পূর্বে কলেজে কোন আর্থিক ফান্ড না থাকায় নতুন অধ্যক্ষ ব্যাংকে একাউন্ট খুলে কলেজের সকল আয় সেখানে সংরক্ষণ করেন। দৈনিক খরচ বাদ দিয়ে উদ্বৃত্ত অর্থ তিনি কলেজ উন্নয়ন ও বৃত্তি আকারে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বণ্টন করে দেন।

[লালমনিরহাট সরকারি কলেজ, লালমনিরহাট]

ক. হযরত ওমর (রা) কত খ্রিস্টাব্দে খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়? ১

খ. খালিদ বিন ওয়ালিদ ইতিহাসে বিখ্যাত কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের সাথে কোন খলিফার মিল আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত খলিফার কৃতিত্ব মূল্যায়ন করো। ৪

৫৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হযরত ওমর (রা) ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে খিলাফতে অধিষ্ঠিত হন।

খ সৃজনশীল ১ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ১ এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উক্ত খলিফা অর্থাৎ হযরত ওমর (রা) ইসলামি শাসন ব্যবস্থায় অসামান্য অবদান রাখেন।

হযরত ওমর (রা) ছিলেন একজন আদর্শ খলিফা। তার মতো সুযোগ্য শাসক বিশ্বের ইতিহাসে আর দ্বিতীয় কেউ জন্মগ্রহণ করেনি। শাসন, বিচার, আইন সব বিভাগকে তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে পরিচালনা করেন। তিনি মজলিসে শুরা তথা পরামর্শের মাধ্যমে পবিত্র কুরআন ও হাদিসের আলোকে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। হযরত ওমর (রা) ছিলেন গণতন্ত্রমনা। তার প্রশাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল গণতান্ত্রিক শাসন। আর এ আদর্শ দ্বারাই তিনি প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ইসলামি গণতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশ সাধন করেন। কুরআন-হাদিসের আলোকে জনগণের ইচ্ছার প্রতি খেয়াল রেখে তিনি পরামর্শভিত্তিক প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। তার সময়ে রাষ্ট্র অনেক প্রসার লাভ করে। তিনি রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করে ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক। তিনি শাসন ব্যবস্থার সুবিধার্থে ইসলামি সাম্রাজ্যকে বিভিন্ন প্রদেশে ভাগ করে প্রত্যেক প্রদেশকে আবার জেলা ও মহকুমায় বিভক্ত করে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

এছাড়াও নির্যাতনমূলক করব্যবস্থা তিনি বিলোপ করেন। জাকাত, জিজিয়া, গনিমত, খারাজ, আলফে, উশর প্রভৃতি কর ধার্যের মাধ্যমে একটি সমৃদ্ধ অর্থনীতি গড়ে তোলেন। আবার রাষ্ট্রীয় কোষাগার হিসেবে বায়তুল মাল পুনর্গঠন করেন। তিনি রাষ্ট্রীয় অর্থে নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। স্বচ্ছতা, ন্যায়পরায়ণ, জনকল্যাণকামী এবং জবাবদিতার এক দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন যা তাকে অনন্য করে তোলে।

প্রশ্ন ▶ ৫৪ মুঘল সম্রাট আকবরের রাজস্ব সংস্কারক রাজা টোডরমল ভূমি জরিপের মাধ্যমে রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। ভূমি রাজস্ব ছিল সম্রাট আকবরের রাজস্বের একটি বড় উৎস। এছাড়াও মুসলমানদের নিকট থেকে জাকাত, উশর, আলফাই ইত্যাদি রাজস্ব হিসেবে আদায় করা হতো, তবে সম্রাট সর্বভারতীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে জিজিয়া কর রোহিত করেন এবং অনেক ক্ষেত্রে অমুসলিমদের খারাজ হতেও অব্যাহতি দেন। *[সরকারি রাশিদাখাতুন মহিলা কলেজ, সিরাজগঞ্জ]*

ক. ইসলামের তৃতীয় খলিফার নাম কী? ১

খ. দুমার মীমাংসা কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের সাথে তোমার পঠিত কোন খলিফার রাজস্ব ব্যবস্থার আংশিক মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত খলিফার রাজস্ব সংস্কারের কোন দিকগুলো উদ্দীপকের সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ বলে তুমি মনে কর? যৌক্তিক মতামত দাও। ৪

৫৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলামের তৃতীয় খলিফার নাম হযরত ওসমান (রা)।

খ হযরত আলী (রা)-এর সাথে আমির মুয়াবিয়ার সংঘর্ষের পরিসমাপ্তির জন্য যে মীমাংসার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল সেটাই হলো দুমার মীমাংসা।

হযরত আলী (রা) এবং মুয়াবিয়া মধ্যস্থ ব্যক্তি নিযুক্ত করে নিজেদের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির সিদ্ধান্ত নেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আলী (রা) তার পক্ষে মুসা আল আশারীকে এবং মুয়াবিয়া আমর ইবন আল-আসকে প্রতিনিধি মনোনীত করেন। সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রতিনিধিরা প্রত্যেকে ৪০০ লোকসহ 'দুমাতুল জন্দল' নামক স্থানে হাজির হয়। তবে এখানে আমর ইবন আসের ধূর্ততার জন্য আলী (রা) খলিফা পদ থেকে অপসারিত হন। ঐতিহাসিক এ ঘটনাই দুমার মীমাংসা নামে পরিচিত।

গ উদ্দীপকের সাথে আমার পঠিত খলিফা হযরত ওমর (রা) এর রাজস্ব ব্যবস্থার আংশিক মিল রয়েছে।

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা)-এর কেন্দ্রীয় প্রশাসনের একটি অন্যতম দপ্তর ছিল রাজস্ব বিভাগ। তিনি ভূমি জরিপের মাধ্যমে ভূমি রাজস্ব নির্ধারণ করতেন। তিনি রাষ্ট্রীয় রাজস্বের উৎস হিসেবে গনিমত, জাকাত, উশর, জিজিয়া, খারাজ, আলফে, উশুর ইত্যাদি বজায় রাখেন। উদ্দীপকেও এ ধরনের রাজস্বের উৎস পরিলক্ষিত হয়।

মুঘল সম্রাট আকবর তার রাজস্ব সংস্কারক টোডরমলের মাধ্যমে ভূমি জরিপের ব্যবস্থা করেন এবং 'যাবতি' ব্যবস্থা নামে রাজস্ব ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। ভূমি রাজস্ব ছাড়াও আকবর জাকাত, উশর আলজফেই ইত্যাদি উৎস থেকে রাজস্ব আদায় করতেন। তবে তিনি খারাজ ও জিজিয়া আদায় করতেন না। হযরত ওমর (রা)ও ভূমি জরিপ করে এর সুষ্ঠু বণ্টন, বন্দোবস্ত ও রাজস্ব নির্ধারণপূর্বক তা আদায়ের ব্যবস্থা করেন। তিনি ভূমি রাজস্বের সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা প্রণয়নের জন্য দিওয়ান-উল-খারাজ প্রতিষ্ঠা করেন। হযরত ওমর (রা) খারাজ, যাকাত, জিজিয়া, খুমুস, আল ফে, উশুর, উশর প্রভৃতি উৎস থেকে রাজস্ব আদায় করেন। সম্রাট আকবর ও হযরত ওমর (রা)-এর মধ্যে খারাজ ও জিজিয়া আদায় করার ক্ষেত্রে মিল পরিলক্ষিত হয় না। কেননা হযরত ওমর (রা) খারাজ ও জিজিয়া আদায় করতেন। তাই বলা যায়, আকবরের রাজস্ব ব্যবস্থায় হযরত ওমর (রা)-এর রাজস্বব্যবস্থার আংশিক চিত্র ফুটে উঠেছে।

ঘ উক্ত খলিফার অর্থাৎ হযরত ওমর (রা) এর রাজস্ব সংস্কারে খারাজ ও জিজিয়া আদায়ের বিষয়টি উদ্দীপকের সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ বলে আমি মনে করি।

ইসলামি রাষ্ট্রের বিশালতা এবং সুষ্ঠু রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে হযরত ওমর (রা) রাজস্বব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেন। তিনি ভূমি রাজস্বের সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা প্রণয়নের জন্য দিওয়ান-উল-খারাজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং যাকাত, জিজিয়া, খারাজ, আলফে, উশর, উশুর প্রভৃতি উৎস থেকে রাজস্ব আদায় করেন। কিন্তু উদ্দীপকে উল্লিখিত সবগুলো উৎস থেকে রাজস্ব আদায়ের বিষয়টি পরিলক্ষিত হয় না।

উদ্দীপকে সম্রাট আকবর তার রাজস্ব সংস্কারক টোডরমলের মাধ্যমে ভূমি জরিপ করে 'যাবতি প্রথা' নামে রাজস্বব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। আকবর মুসলমানদের নিকট থেকে জাকাত, উশর, আলজাফে প্রভৃতি আদায় করলেও তিনি অমুসলমানদের জিজিয়া ও খারাজ থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন।

পক্ষান্তরে, হযরত ওমর (রা) জমির গুণগতমান, উৎপাদনের পরিমাণ সেচের সুবিধা ইত্যাদি বিবেচনা করে উৎপন্ন ফসলের সর্বোচ্চ $\frac{১}{২}$ অংশ

Teachinbd24.com

এবং সর্বনিম্ন $\frac{১}{৫}$ অংশ খারাজ হিসেবে আদায়ের ব্যবস্থা করেন। এছাড়া তিনি অমুসলমান প্রজাদের নিরাপত্তা কর হিসেবে আর্থিক সচ্ছলতার ওপর ভিত্তি করে প্রত্যেক ধনী ব্যক্তির ওপর চার, মধ্যবিত্তের ওপর দুই ও স্বল্পবিত্তের ওপর এক দিনার হিসেবে জিজিয়া কর আদায় করতেন।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, সম্রাট আকবর ও হযরত ওমর (রা)-এর রাজস্বব্যবস্থার মধ্যে খারাজ ও জিজিয়া আদায়ের ক্ষেত্রে বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

প্রশ্ন ▶ ৫৫ মহানবি (স) ওফাতের পর তাঁর প্রতিনিধিগণ মুসলিম সাম্রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব নেন। একজন প্রতিনিধি সাম্রাজ্য বিস্তার করেন, মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ কাঠামো স্থাপন করেন, পরামর্শসভা গঠন করেন, ভাতা চালু করেন, প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ করেন। *[ঠাকুরগাঁও সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. শিয়া কারা? ১

খ. মহান বীর খালিদের পরিচয় দাও। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত খলিফার সাথে তোমার পঠিত কোন খলিফার শাসনামলের সাদৃশ্য আছে? উক্ত খিলাফতের পরামর্শ সভার কার্যাবলির বিবরণ দাও। ৩

ঘ. উক্ত সময়ের মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার বিবরণ দাও। ৪

৫৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হযরত আলী (রা)-এর সমর্থক গোষ্ঠী ইতিহাসে আলাবী বা শিয়াতু আলী সংক্ষেপে শিয়া নামে পরিচিত।

খ সৃজনশীল ১ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ১ এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উক্ত সময়ের অর্থাৎ হযরত ওমর (রা)-এর প্রশাসন ব্যবস্থা ছিল বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রশাসন ব্যবস্থা।

ইসলামের ইতিহাসে একজন সুদক্ষ এবং জনকল্যাণকামী শাসক হিসেবে হযরত ওমর (রা) বিশেষ স্থান দখল করে আছেন। কুরআন-হাদিসের নির্দেশ মতো স্বচ্ছ, ন্যায়ভিত্তিক, জবাবদিহিমূলক শাসন প্রবর্তন করে। তিনি বিশ্বের ন্যায়পরায়ণ শাসকদের কাছে অনুসরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর প্রবর্তিত শাসন ব্যবস্থার কিছু বৈশিষ্ট্য আমরা উদ্দীপকে লক্ষ করি। হযরত ওমর (রা) জনসমর্থন ও জনকল্যাণকে সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। আর এ নীতির ভিত্তিতেই তিনি তাঁর শাসনব্যবস্থাকে ঢেলে সাজিয়েছেন। তিনি আরব জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাই আরববাসীর জাতীয় বৈশিষ্ট্য, বিশুদ্ধতা, আভিজাত্য বজায় রাখার জন্য আরব অঞ্চল শুধু আরবীয়দের জন্যই সংরক্ষিত রাখেন। এছাড়া সুষ্ঠু শাসন প্রর্তনের জন্য শাসন ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণের ওপর জোর দেন। সমগ্র সাম্রাজ্যকে ১৪টি প্রদেশে বিভক্ত করেন এবং প্রদেশকে জেলায়, জেলাকে মহকুমায় বিভক্ত করেন। প্রদেশে 'ওয়ালি' জেলায় আমিলন নিযুক্ত করে তিনি জবাবদিহিমূলক, দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন গড়ে তোলেন। তাছাড়া তিনি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে গড়ে তোলেন। সামাজিক শৃঙ্খলা ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় তিনি পুলিশ ও অপরাধ বিভাগ নামে একটি বিভাগ গড়ে তোলেন। তাছাড়া জনকল্যাণকে মাথায় রেখে তিনি নানা জনহিতকর কর্মসূচি চালু করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনায় দেখা যায়, খলিফা হিসেবে হযরত ওমর (রা) দায়িত্ব ও জবাবদিহিতার এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন, যা তার শাসনব্যবস্থাকে চিরকাল মুসলিম শাসকদের কাছে অনুসরণীয় করে রাখবে।

প্রশ্ন ▶ ৫৬ সোহানা ও কোরবান আলী হযরত ওসমান (রা) এর শাসনকাল নিয়ে আলোচনা করছে। সোহানা বলল যে, বিদ্রোহীরা অনেকগুলো মিথ্যা অভিযোগপত্র তৈরি করে খলিফার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাকে। পরে খলিফার গৃহে প্রবেশ করে তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। কোরবান আলী বলল যে, ইসলামের ইতিহাসে এ হত্যাকাণ্ডের ফলাফল সুদূরপ্রসারী ছিল। *[নওগাঁ সরকারি কলেজ, নওগাঁ]*

ক. উমাইয়া খিলাফতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতার নাম কী? ১

খ. খলিফা ওসমান (রা) কে যুন্নুরাইন বলা হয় কেন? ২

গ. সোহানার বক্তব্যে খলিফা ওসমান (রা)-এর হত্যাকাণ্ডের কারণ কীভাবে ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কোরবান আলীর বক্তব্যের যথার্থতা বিশ্লেষণ করো। ৪

৫৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উমাইয়া খিলাফতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা আব্দুল মালিক।

খ সৃজনশীল ৩৫ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সোহানার বক্তব্যে খলিফা হযরত ওসমান (রা)-এর মৃত্যুর পিছনে গোত্রীয় কলহ ও স্বার্থান্ধ লোকের বিরোধিতাসহ নানাবিধ কারণ ফুটে উঠেছে।

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর জন্মের পূর্ব থেকেই কুরাইশ বংশের হাশেমি ও উমাইয়া গোত্রের মধ্যে কাবাগৃহের পৌরহিত্য ও মক্কার শাসনব্যবস্থা নিয়ে ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিদ্বেষ ছিল। হযরত ওসমান (রা) খিলাফতে অধিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে এ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে পুরাতন সেই বিদ্বেষের অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে। কারণ খলিফা ওসমান (রা) উমাইয়া বংশের লোক ছিলেন। উমাইয়াদের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা চলে যাওয়ায় স্বাভাবিকভাবে হাশেমিদের কাছে এটা অসহনীয় হয়ে ওঠে। এছাড়া ইসলামি রাষ্ট্রের সম্প্রসারণের সাথে সাথে এক শ্রেণির লোক ইসলামের সহজাত সৌন্দর্যে আকৃষ্ট না হয়ে ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধার জন্য ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল। এরূপ একজন ইসলামবিদ্বেষী আবদুল্লাহ ইবনে সাবা খলিফার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের অপপ্রচার চালায়। ফলে খলিফাবিরোধী তৎপরতা অত্যন্ত জোরদার হয়ে ওঠে। এছাড়া খলিফার জামাতা মারওয়ানের স্বার্থপর নীতি ও গোত্রগত পক্ষপাতদুষ্ট শাসনে সমগ্র মুসলিম সাম্রাজ্যে খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। এ বিদ্রোহীরাই অবশেষে কুরআন পাঠরত অবস্থায় ওসমান (রা) কে হত্যা করে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব তালহা তার গোত্রের তৃতীয় নেতা। প্রায় এক যুগ গোত্র পরিচালনার পর তিনি বিদ্রোহীদের চক্রান্তে নিহত হন। তার মৃত্যুর কারণ হলো গোত্রীয় কলহ ও স্বার্থান্ধ লোকের বিরোধিতা যা ওসমান (রা)-এর মৃত্যুর কারণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ কোরবান আলীর বক্তব্যটি অর্থাৎ হযরত ওসমান (রা)-এর হত্যাকাণ্ডের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী— এটি যথার্থ।

হযরত ওসমান (রা)-এর হত্যা ছিল ইসলামের ইতিহাসে একটি বেদনাবিধুর ঘটনা। এ হত্যার ফলে মুসলমানদের মধ্যে আত্মঘাতী দ্বন্দ্বের উদ্ভব হয়। উমাইয়া ও হাশেমি গোত্রদ্বয়ের সম্পর্কে চরম ফাটল ধরে। জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হয় এবং মুসলমানদের মধ্যে গুরুতর বিভেদ দেখা দেয়। এ সময় হতে যে গৃহযুদ্ধের নগ্নরূপ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে তা আর কখনো বন্ধ হয়নি। এ হত্যার ফলে শিয়া, সুন্নি, খারেজি প্রভৃতি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দলের সৃষ্টি হয়। এছাড়া এ হত্যার পর থেকে খলিফা পদের প্রতি জনসাধারণের আকুণ্ঠ শ্রদ্ধা এবং ভক্তি ক্রমশ শিথিল হতে থাকে, যা খিলাফতের ধর্মীয় ও নৈতিক মর্যাদাকে মারাত্মকভাবে দুর্বল করে দেয়। হযরত ওসমান (রা)-এর হত্যার পর আলী (রা) মুয়াবিয়ার সাথে গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার ফলে পরবর্তীতে খুলাফায়ে রাশেদিনের গণতান্ত্রিক শাসনের অবসান ঘটে এবং রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, হযরত ওসমান (রা) এর মৃত্যু ছিল মুসলিম বিশ্বের জন্য বিপদসংকেতস্বরূপ।

প্রশ্ন ▶ ৫৭ রফিক সাহেবের ছাপাখানা আছে। তিনি একটি গ্রন্থ ছাপাতে গিয়ে অনেক ভুল করেন। ফলে তিনি ভুল কপিগুলো আগুনে পুড়িয়ে ফেলেন। সুমন বলল যে, এ ধরনের কুরআনের ভুল কপি পুড়িয়ে ফেলার জন্য ইসলামের একজন খলিফা অভিযুক্ত হন। *[পঞ্চগড় সরকারি কলেজ]*

ক. মজলিস-উস-শুরা কী? ১

খ. বায়তুল মাল কী? সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের কথাটি ইসলামের কোন খলিফার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সাথে উক্ত খলিফার বিরুদ্ধে এমনি আরও অনেক মিথ্যা অভিযোগ উপস্থাপন করা হয় তা বিশ্লেষণ করো। ৪

৫৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হযরত ওমর (রা) স্বচ্ছভাবে শাসন কার্য পরিচালনার লক্ষ্যে একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন যা মজলিস-উস-শুরা নামে পরিচিত।

খ সৃজনশীল ১১নং প্রশ্নের 'খ' এর উত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ২৩ এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ২৩ এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৫৮ নাসির উদ্দিন মদনপুর পৌরসভার মেয়রের দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রশাসনকে জনকল্যাণমুখী করার লক্ষ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি পৌরসভাকে কয়েকটি ওয়ার্ডে বিভক্ত করেন এবং প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন কাউন্সিলর মনোনয় দেন। শাসন কার্যের সুবিধার্থে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে একটি 'পরামর্শ সভা' গঠন করেন। জগণের প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য তিনি রাত্রিবেলায় ছদ্মবেশে ঘুড়ে বেড়াতেন। *[চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগ্রাম]*

ক. খলিফা শব্দের অর্থ কী? ১

খ. কাকে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয়? এবং কেন? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত মেয়রের পদক্ষেপের সাথে কোন খলিফার শাসনব্যবস্থার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত মেয়রের কার্যক্রমের আলোকে পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত খলিফার শাসনব্যবস্থার মূল্যায়ন করো। ৪

৫৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক খলিফা শব্দের অর্থ প্রতিনিধি।

খ ইসলাম ধর্মকে ভয়াবহ বিপদ থেকে রক্ষা করায় আবু বকর (রা) কে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয়।

ইসলামের এক সংকটময় মুহূর্তে হযরত আবু বকর (রা) খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি মাত্র দুই বছর তিন মাস খলিফা পদে অধিষ্ঠিত থেকে ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম রাষ্ট্রকে এক ভয়াবহ বিপদ হতে রক্ষা করেন। তার সময় ভণ্ডনবিদের ধর্মীয় প্রতারণা, অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন তিনি কঠোর হস্তে দমন করে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রাখেন। তিনি খলিফা পদ লাভের পূর্বে ও পরে ইসলামের সেবায় জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে দ্বিধাবোধ করেননি। এ জন্য তাকে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত মেয়রের পদক্ষেপের সাথে খুলাফায়ে রাশেদিনের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা)-এর শাসনব্যবস্থার সাদৃশ্য রয়েছে।

৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হিসেবে নির্বাচিত হবার পর হযরত ওমর (রা) রাজ্যের প্রজাদের কল্যাণের কথা ভেবে নানা ধরনের জনকল্যাণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। প্রজাদের সুখ-দুঃখ উপলব্ধির জন্য তিনি রাতের বেলা বেরিয়ে যেতেন। কুরআন হাদিসের আলোকে জনগণের ইচ্ছার প্রতি খেয়াল রেখে তিনি পরামর্শভিত্তিক প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। উদ্দীপকেও এর প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। উদ্দীপকের নাসির উদ্দিন মদনপুর পৌরসভার মেয়রের দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রশাসনকে জনকল্যাণমুখী করার লক্ষ্যে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যেমনটি আমরা খলিফা ওমরের (রা) ক্ষেত্রেও দেখতে পাই। নাসির উদ্দিন যেমন পৌরসভার কয়েকটি ওয়ার্ডে বিভক্ত করে যোগ্যতাসম্পন্ন কাউন্সিলর মনোনয়ন দেন তেমনি খলিফা ওমর (রা) প্রশাসনকে বিকেন্দ্রীকরণ করেন। উদ্দীপকের নাসির উদ্দিন যেমন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গদের নিয়ে পরামর্শসভা গঠন করেন, তেমনি খলিফা ওমরও মজলিশ আল খাস নামে পরামর্শ পরিষদ গঠন করেন। প্রজাসাধারণের প্রকৃত অবস্থা অবগত হওয়ার জন্য তিনি রাত্রে ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াতেন। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত মেয়রের পদক্ষেপের সাথে খলিফা ওমর (রা)-এর শাসনব্যবস্থার সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত মেয়র নাসির উদ্দিনের মতো ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ওমর (রা)-এর শাসনব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত সফল।

হযরত ওমর (রা) ছিলেন আদর্শ খলিফা। তার মতো সুযোগ্য শাসক বিশ্বের ইতিহাসে আর দ্বিতীয় কেউ জন্মগ্রহণ করেনি। শাসন, বিচার আইন সব বিভাগকে তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে পরিচালিত করেন। উদ্দীপকেও যা লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায় নাসির উদ্দিন প্রশাসনকে জনকল্যাণমুখী করার লক্ষ্যে বেশকিছু পদক্ষেপ নেন। তিনি পৌরসভাকে কয়েকটি ওয়ার্ডে বিভক্ত করেন এবং প্রতিটি ওয়ার্ডে যোগ্যতাসম্পন্ন কাউন্সিলর নিয়োগ দেন। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য তিনি বিশেষ ব্যক্তিদের নিয়ে একটি পরামর্শ সভাও গঠন করেন, যা আমরা খলিফা ওমর (রা)-এর ক্ষেত্রেও দেখতে পাই। তিনি মজলিশে শুরা তথা পরামর্শের মাধ্যমে পবিত্র কুরআন ও হাদিসের আলোকে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তাঁর সময়ে ইসলামি রাষ্ট্র অনেক প্রসার লাভ করে। তিনি রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করে ইসলামি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত শক্তিশালী করেন। তিনি শাসনব্যবস্থার সুবিধার্থে ইসলামি সাম্রাজ্যকে বিভিন্ন প্রদেশে ভাগ করে প্রত্যেক প্রদেশকে আবার জেলা ও মহকুমায় বিভক্ত করে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ওমর (রা) ছিলেন অর্ধ পৃথিবীর খলিফা।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, খলিফা ওমর (রা)-এর শাসনব্যবস্থা ছিল সফল।

প্রশ্ন ▶ ৫৯ আবুল কালাম আজাদ একজন শাসকের কর্মকান্ড পড়ছিল। শাসন ক্ষমতা লাভের পর এ শাসকের অনেক সমস্যা ও বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়। তার সময় ভণ্ডধর্ম প্রচারকদের উদ্ভব, কর বিরোধী আন্দোলন ও স্ব-ধর্মত্যাগীদের বিদ্রোহ রাষ্ট্রের ওপর আঘাত হানে। তিনি সাহস ও দৃঢ়তার সাথে এ জটিল পরিস্থিতি মোকাবিলা করেন। *[বান্দরবান ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ]*

ক. ইসলামের দ্বিতীয় খলিফার নাম কী? ১

খ. মজলিস-উস-শুরা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. আবুল কালামের পঠিত শাসকের সাথে তোমার পঠিত ইসলামের ইতিহাসের কোন শাসকের সাদৃশ্য আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তোমার পঠিত শাসককে কী ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা যায়? মতামত দাও। ৪

৫৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলামের দ্বিতীয় খলিফার নাম হযরত ওমর (রা)।

Teachingbd24.com

খ সৃজনশীল ১৯ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ১৯ এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৫ এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৬০ মাকসুদ সাহেব একজন বড় ব্যবসায়ী ও সম্পদশালী ব্যক্তি। তার উদারতার কথা এলাকার কারও অজানা নয়। তিনি যেমন নম্র, ভদ্র, সৎ ও চরিত্রবান তেমনি পরোপকারীও বটে। তার দয়া-দাক্ষিণ্য; উত্তম চরিত্র ও মহত্ত্বের কারণে সকলে তাকে সম্মান করে। সত্যবাদিতা ও আমানতদারির জন্য তার সুনাম রয়েছে। ধর্মীয় ব্যাপারে তিনি যথেষ্ঠ অনুগত্যশীল। বন্যা বা দুর্ভিক্ষের সময় গরিব-দুঃখীর সাহায্যার্থে তিনি এগিয়ে আসেন। *[নোয়াখালী সরকারি কলেজ]*

ক. হযরত ওসমান (রা) কে যুন্নুরাইন বলা হয় কেন? ১

খ. হযরত ওসমান (রা)-এর শাহাদাতের কারণসমূহ লিখ। ২

গ. ইসলাম ধর্ম ও আর্ত-মানবতার সেবা প্রদানে মাকসুদ সাহেব কোন খলিফাকে অনুসরণ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মাকসুদ সাহেবের আচরণ সমাজে কী ধরনের ভূমিকা রাখবে বলে তুমি মনে কর? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে আলোচনা করো। ৪

৬০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হযরত মুহাম্মদ (স)-এর দুই কন্যাকে বিয়ে করার জন্য ওসমান (রা) কে যুন্নুরাইন বলা হয়।

খ বিভিন্ন গুণে বিভূষিত হলেও হযরত ওসমান (রা)-এর চারিত্রিক সরলতা ও উদারতাই ছিল তাঁকে হত্যার মূল কারণ। তিনি ইসলামের কল্যাণ ও অগ্রগতির জন্য এমন অনেক কাজ করেছেন যা একদল স্বার্থান্বেষী মানুষকে তার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলে। এছাড়া খলিফার প্রধান উপদেষ্টা মারওয়ানের কুচক্রান্ত ও স্বার্থপর নীতি তার হত্যাকাণ্ডকে ত্বরান্বিত করে। হজ অনুষ্ঠান পরিবর্তন ও হজরত (স)-এর আংটি হারানো, মুহাজিরদের অবহেলা করা, ইবনে সানার অপপ্রচার সবকিছুই ওসমান (রা)-এর শাহাদাতের কারণ ছিল।

গ ইসলাম ধর্ম ও আর্ত-মানবতার সেবা প্রদানে মাকসুদ সাহেব সাহেব ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা) কে অনুসরণ করেছেন।

হযরত ওসমান (রা)-এর খিলাফতকালে জনকল্যাণ ও খিলাফতের বিশেষ অগ্রগতি সাধিত হয়। এ সময় মাঝে মাঝে খায়বরের দিক হতে জলোচ্ছ্বাস আসায় জনসাধারণকে অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হতো। তাই মদিনার কিছু দূরে হযরত ওসমান (রা) 'মাহজুর' নামক একটি বেড়িবাঁধ নির্মাণ করে দেন। মসজিদে নববির প্রাসাদের কাজ ২০ হিজরিতে বিশেষ ব্যবস্থাধীনে নতুন করে আরম্ভ করেন। মদিনার পার্শ্ববর্তী জমিগুলো ক্রয় করে দশ মাসের অবিরাম চেষ্টার পর ইট, পাথর ও চুনের সাহায্যে একটি সুদৃঢ় প্রাসাদ নির্মাণ করেন। উদ্দীপকে মাকসুদ সাহেব হযরত ওসমান (রা)-এর এ নীতি অনুসরণ করেন।

উদ্দীপকে মকসুদ সাহেব ধর্মানুরাগী ব্যক্তি। তিনি মানুষের অনুভূতিকে সম্মান জানান। তাই এলাকার মানুষ তাকে অনুরোধ জানালে তিনি মসজিদ নির্মাণের ব্যয় ও জায়গার ব্যাপারে যাবতীয় ব্যয়ভার গ্রহণের ঘোষণা দেন। এতে মকসুদ সাহেবের মহানুভবতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। তিনি সমস্যা বা দুর্যোগের সময় মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। একই বৈশিষ্ট্য হযরত ওসমান (রা)-এর ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায়। তিনি মুসলমানদের পানির কষ্ট লাঘবের জন্য এক ইহুদির কাছ থেকে ২০০০০ দিনারের বিনিময়ে মদিনার বীররুমা নামক একটি কূপ ক্রয় করে দান করেন। হযরত ওসমান (রা)-এর এ উদ্যোগ জনকল্যাণে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। সুতরাং বলা যায়, মাকসুদ সাহেব আর্তমানবতার সেবায় ক্ষেত্রে ইসলামি খিলাফতের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা) কে অনুসরণ করেছেন।

ঘ আর্ত-মানবতার সেবায় মকসুদ সাহেবের মতো মানুষদের ভূমিকা সমাজ উন্নয়ন এবং দরিদ্র ও অসহায় মানুষদের দুঃখ-কষ্ট দূরীকরণে সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি।

ইসলাম মানবতা ও কল্যাণের ধর্ম। মানুষের সর্বাধিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণে ইসলামের সকল বিধি-বিধান প্রণীত হয়েছে। আর ইসলামের অনুসারীগণ এসব বিধান অনুসরণ করেই যুগে যুগে মানুষের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করেছেন। রাসুল (স) থেকে শুরু করে চার খলিফার জীবন ছিল আর্ত-মানবতার সেবায় উৎসর্গকৃত। আর এ মহান ব্যক্তিদের ভূমিকায় একটি সুষ্ঠু, সুন্দর, সাবলীল, ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণ করা সম্ভব হয়েছে। উদ্দীপকের মকসুদ সাহেবও তাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নিজেকে মানবতার সেবায় উৎসর্গ করেছেন।

মকসুদ সাহেবের মতো সমাজের অন্যান্য ধনী ব্যক্তিরা যদি দরিদ্র-অসহায়দের কল্যাণে দান করতে উৎসাহী হন, তবে সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্ভব হবে। সেই সাথে জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা হলে সমাজের সার্বিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা) এক্ষেত্রে ধনীদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। তিনি সমাজ বিনির্মাণে অকাতরে সম্পদ ব্যয় করেছেন। ইসলামের খেদমতে তার বিপুল সম্পদ দান করে দিয়েছেন। ফলে ইসলামের প্রসার ও প্রচারে আর্থিক সমস্যার সমাধান হয়েছে। অন্যদিকে মসজিদ, কূপ নির্মাণে তার অবদান মুসলমানদের ধর্মীয় কাজকে সহজসাধ্য করে দিয়েছে। ফলে মানুষের মধ্যে ধর্ম পালনে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। উদ্দীপকের মকসুদ সাহেব তার নীতি অনুসরণ করেছেন। এভাবে সমাজের বিত্তবান ও সম্পদশালীরা যদি ইসলামের সেবা ও মানুষের কল্যাণে সম্পদ ব্যয়ে আত্মনিয়োগ করেন; তবে দারিদ্র্যমুক্ত, উন্নয়নমুখী ও কল্যাণধর্মী সমাজ বিনির্মাণ সম্ভব হবে।

পরিশেষে বলা যায়, ইসলামের নীতি ও আদর্শ অনুসরণ করে মকসুদ সাহেব যেভাবে সমাজে ভূমিকা রাখছেন, সমাজের প্রত্যেক বিত্তবানদের কর্তব্য সমাজের সার্বিক উন্নয়নে সম্পদ ব্যয় করে সমাজকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

Teachmeba24.com

অধ্যায়-৩: খোলাফায়ে রাশেদীন

১১৩. খিলাফত শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)
ক প্রতিনিধিত্ব খ সম্রাট
গ আমীর ঘ সেনাপ্রধান **ক**

১১৪. হজরত আবু বকর (রা) কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? (জ্ঞান)
ক মক্কায় খ মদিনায়
গ মিসরে ঘ সিরিয়ায় **ক**

১১৫. হজরত আবু বকর (রা) ইসলামের কততম খলিফা ছিলেন? (জ্ঞান)
ক প্রথম খলিফা খ দ্বিতীয় খলিফা
গ তৃতীয় খলিফা ঘ চতুর্থ খলিফা **ক**

১১৬. যদি আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে বন্ধু বলতাম, তবে আবু বকরকেই বন্ধু বলতাম।' উক্তিটি কার? (জ্ঞান)
ক হজরত উমর (রা)-এর
খ হজরত ওসমান (রা)-এর
গ হজরত আলী (রা)-এর
ঘ হজরত মহানবি (স)-এর **গ**

১১৭. আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গের শামিল ছিল কোনটি? (জ্ঞান)
ক হারিস বিন উমাইয়া হত্যা
খ আলী (রা) হত্যা
গ ওসমান (রা) হত্যা
ঘ মুয়াবিয়া হত্যা **ক**

১১৮. রিদ্দা যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল কোন খালিফার শাসনামলে? (জ্ঞান) [কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ]
ক হজরত আবু বকর (রা)
খ হজরত ওসমান (রা)
গ হজরত আলী (রা)
ঘ হজরত উমর (রা) **ক**

১১৯. 'রিদ্দা' শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)
ক ধর্মত্যাগী খ স্বধর্মত্যাগ
গ ধর্মযুদ্ধ ঘ স্বধর্ম **খ**

১২০. মহানবি (স)-এর ইন্তেকালের পর কারা যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানায়— (জ্ঞান) [বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা]
ক ইহুদিরা খ নাসারারা
গ বেদুইনরা ঘ খ্রিস্টানরা **গ**

১২১. Garden of Death বা মৃত্যুর বাগান নামে পরিচিত কোন যুদ্ধ? (জ্ঞান)
ক উহুদের যুদ্ধ খ খন্দকের যুদ্ধ
গ ইয়ামামার যুদ্ধ ঘ কারবালার যুদ্ধ **গ**

১২২. আবুজর আল গিফারীকে যেখানে নির্বাসন দেওয়া হয় তার নাম- (জ্ঞান) [বি এ এফ শাহীন কলেজ, তেজগাঁও, ঢাকা]
ক সাহারা খ হেজাজ
গ নজদ ঘ রাবাজা **ঘ**

১২৩. 'মদিনা টিকিয়া থাকুক বা পতিত হোক, খিলাফত স্থায়ী হোক বা ধ্বংস হোক, নবি করিম (স) এর ইচ্ছা পূরণ করতেই হবে।'— উক্তিটি কার? (জ্ঞান) [বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি, সাতক্ষীরা]
ক হজরত আয়শা (রা)
খ হজরত ফাতিমা (রা)
গ হজরত আবু বকর (রা)
ঘ হজরত উমর (রা) **গ**

১২৪. ইসলামি শাসনব্যবস্থার প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? (জ্ঞান)
ক আলী (রা) খ উমর (রা)
গ আবু বকর (রা) ঘ ওসমান (রা) **খ**

১২৫. হজরত উমর (রা) কত বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন? (জ্ঞান)
ক ৩২ খ ৩৩ গ ৩৪ ঘ ৩৫ **খ**

১২৬. ইয়ারমুকের যুদ্ধে রোমান বাহিনীর নেতৃত্ব দেন কে? (জ্ঞান)
ক এন্টিনিও খ হিরাক্লিয়াস
গ থিওডোরাস ঘ ইয়ারমুক **গ**

১২৭. বায়তুল মাল কোন ধরনের পরিভাষা? (জ্ঞান)
ক আরবি খ ফার্সি
গ তুর্কি ঘ জাপানি **ক**

Teachingbd.com

১২৮. 'খারাজ' কোন ধরনের কর? (অনুধাবন)
ক ভূমি খ বাণিজ্য
গ নিরাপত্তা ঘ পশুচারণ ক

১২৯. গুপ্তচর প্রথার প্রবর্তক কে ছিলেন? (জ্ঞান)
ক হযরত আবু বকর (রা)
খ হযরত ওমর (রা)
গ হযরত ওসমান (রা)
ঘ হযরত আলী (রা) খ

১৩০. কৃষিকাজে জলসেচের ব্যবস্থা প্রথম কে চালু করেন? (জ্ঞান)
ক হযরত আবু বকর (রা)
খ হযরত ওমর (রা)
গ হযরত ওসমান (রা)
ঘ হযরত আলী (রা) খ

১৩১. কোন খলিফা দাস প্রথার বিলোপ সাধন করে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন? (জ্ঞান)
ক হযরত আবু বকর (রা)
খ হযরত ওমর (রা)
গ হযরত ওসমান (রা)
ঘ হযরত আলী (রা) খ

১৩২. ইসলামি অর্থনীতির প্রধান বিধান কোনটি? (জ্ঞান)
ক জাকাত খ হজ্জ
গ জিজিয়া ঘ গানিমত ক

১৩৩. বায়তুল মাল কে প্রতিষ্ঠা করেন? (জ্ঞান)
ক হযরত আবু বকর (রা)
খ হযরত ওমর (রা)
গ হযরত ওসমান (রা)
ঘ হযরত আলী (রা) খ

১৩৪. "পরামর্শ ব্যতীত কোন খেলাফত চলতে পারে না।" উক্তিটি কার? (জ্ঞান)
ক ইমাম হাসান (রা)-এর
খ হজরত আলী (রা)-এর
গ ইমাম হোসেন (রা)-এর
ঘ হজরত উমর (রা)-এর গ

১৩৫. খুলাফায়ে রাশেদিনের সর্বশ্রেষ্ঠ খলিফা কে ছিলেন? (জ্ঞান)
ক হযরত আবু বকর (রা)
খ হযরত ওমর (রা)
গ হযরত ওসমান (রা)
ঘ হযরত আলী (রা) খ

১৩৬. 'আমিরুল মুমেনীন' উপাধি কে ধারণ করেন? (জ্ঞান)
ক হজরত আবু বকর (রা)
খ হজরত উমর (রা)
গ হজরত আলী (রা)
ঘ মুয়াবিয়া (রা) খ

১৩৭. মুসলিম বিশ্বের তৃতীয় খলিফা কে? (জ্ঞান)
ক হজরত আলী (রা)
খ হজরত ওসমান (রা)
গ হজরত আবু বকর (রা)
ঘ হজরত উমর (রা) খ

১৩৮. যুন্নুরায়েন কোন খলিফার উপাধি? (জ্ঞান)
ক হজরত আবু বকর (রা)
খ হজরত উমর (রা)
গ হজরত ওসমান (রা)
ঘ হজরত আলী (রা) গ

১৩৯. ইলিয়াস-এর বিরুদ্ধে তার অফিসের লোকেরা স্বজনপ্রীতির অভিযোগ আনেন। উক্ত অভিযোগের সাথে কোন খলিফার ওপর উত্থাপিত অভিযোগের মিল পাওয়া যায়? (প্রয়োগ)
ক আবু বকর (রা)-এর
খ ওসমান (রা)-এর
গ আলী (রা)-এর
ঘ উমর (রা)-এর খ

১৪০. "ওসমানের হত্যা ইসলামের ইতিহাসের যেকোনো ঘটনা অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ" — উক্তিটি কার? (জ্ঞান)
ক পি. কে. হিট্টি খ যোসেফ হেল
গ আমীর আলী ঘ ইমামুদ্দীন খ

Teachingbd.com

১৪১. ইসলামের চতুর্থ খলিফা কে? (জ্ঞান)
ক আলী (রা) খ ওসমান (রা)
গ আবু বকর (রা) ঘ ওমর (রা) ক

১৪২. আসাদুল্লাহ কার উপাধি? (জ্ঞান)
ক হজরত আবু বকর (রা)
খ হজরত ওমর (রা)
গ হজরত ওসমান (রা)
ঘ হজরত আলি (রা) ঘ

১৪৩. ইসলামের ইতিহাসে প্রথম গৃহযুদ্ধ কোনটি? (জ্ঞান) [ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস, কুমিল্লা]
ক উষ্ট্রের যুদ্ধ
খ সিফফিনের যুদ্ধ
গ নাহরাওয়ানের যুদ্ধ
ঘ কারবালার যুদ্ধ ক

১৪৪. হজরত ওসমান হত্যাকাণ্ডের পশ্চাতে হজরত আলী (রা) জড়িত — এটি প্রচার করেন কে? (জ্ঞান)
ক মারওয়ান খ সাদ
গ মুয়াবিয়া ঘ ওয়ালিদ গ

১৪৫. সিফফিনের যুদ্ধে কত হাজার মুসলিম নিহত হয়? (জ্ঞান)
ক ৩ খ ৪
গ ৫ ঘ ৬ গ

১৪৬. বাংলায় পলাশী যুদ্ধের সময় মীরজাফর মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেন। তেমনি সিফফিনের যুদ্ধে কে বিশ্বাসঘাতকতা করেন? (প্রয়োগ)
ক আমর বিন আল আস
খ আবু মুসা আল আশারী
গ খালিদ বিন ওয়ালিদ
ঘ আবু দুমাতুল জন্দাল ক

১৪৭. 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' এ কালেমার সাথে 'আলী খলিফাতুল্লাহ' যুক্ত করেন কারা? (জ্ঞান)
ক শিয়ারা খ খারেজিরা
গ ফাতেমিরা ঘ সুন্নিরা ক

১৪৮. শামীম একজন মুসলমান। তিনি মনে করেন যে ইমাম মাহদী দুনিয়াতে আসবেন এবং ন্যায়, শান্তি ও স্বর্গীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন। তিনি কোন মতবাদে বিশ্বাসী? (প্রয়োগ)
ক শিয়া খ সুন্নি
গ ফাতেমি ঘ খারেজি ক

১৪৯. মাহদী তত্ত্ব কোন কারণে প্রচারিত হয়? (অনুধাবন)
ক অর্থনৈতিক খ সামাজিক
গ রাজনৈতিক ঘ বাণিজ্যিক গ

১৫০. খুলাফায়ে রাশেদিনের সময়কাল কোনটি? (জ্ঞান)
ক ৬৩০-৬৬০ খ্রিষ্টাব্দে
খ ৬৩২-৬৬১ খ্রিষ্টাব্দ
গ ৬৩২-৬৬০ খ্রিষ্টাব্দে
ঘ ৬৩২-৬৬২ খ্রিষ্টাব্দে খ

১৫১. ইসলামি শাসনব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতির বৈধ স্বীকৃতিনামা কোনটি? (জ্ঞান)
ক খিলাফত খ মজলিস-এ শুরা
গ নবি-রাসুল ঘ মক্কানগরী ক

১৫২. হজরত আবু বকর (রা)-এর কৃতিত্ব পূর্ণ দিক হচ্ছে কোনটি? (অনুধাবন)
ক কঠোরতা ও কোমলতার সংমিশ্রণ
খ আড়ম্বরতাহীনতা
গ ক্ষমতার প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা
ঘ দানশীলতা ও বিশ্বাসী মনোভাব ঘ

১৫৩. হাফির যুদ্ধকে ব্যাটল অব চেইন বলা হয় কেন? (অনুধাবন)
ক পারসিকরা চেইন ব্যবহার করে বলে
খ পারসিক সেনাপতি পলায়নরোধে সেনাদের চেইন দিয়ে বেঁধে দেন বলে
গ চেইন দিয়ে যুদ্ধ হয় বলে
ঘ হাতি-ঘোড়াগুলো চেইন দিয়ে বেঁধে দেয় বলে খ

১৫৪. 'রিদ্দা' শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)
ক ধর্মত্যাগী খ স্বধর্মত্যাগ
গ ধর্মযুদ্ধ ঘ স্বধর্ম খ

১৫৫. যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন কে? (জ্ঞান)
ক মুয়ায ইবন জাবল
খ মুয়াবিয়া
গ আবু লাহাব
ঘ খালিদ বিন ওয়ালিদ গ

১৫৬. আমর বিন আল আস ব্যাবিলনের কাছে যে শহরটি নির্মাণ করেন তার নাম কী? (জ্ঞান)
ক ফোরাত খ ইবলিস
গ ফুসতাত ঘ কাওসার গ

teachingbd.com

১৫৭. মজলিস-উস-শুরার প্রবর্তক কে ছিলেন? (জ্ঞান)
ক হযরত আবু বকর (রা)
খ হযরত ওমর (রা)
গ হযরত ওসমান (রা)
ঘ হযরত আলী (রা) খ

১৫৮. হুদায়বিয়ার সন্ধির লেখক কে ছিলেন? (জ্ঞান)
ক আবু হুরায়রা (রা) খ আলী (রা)
গ ওসমান (রা) ঘ ইবনে আব্বাস (রা) খ

১৫৯. সেলিনা কাজের মেয়ে বলে বাড়িওয়ালার অনেক নির্যাতন ভোগ করে। মাসুম সাহেব সেলিনার মালিককে ক্ষতিপূরণ দিয়ে নিজের বাসায় নিয়ে আসেন। এ ঘটনার সাথে সমাঞ্জস্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব- (প্রয়োগ) [ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর]
i. হজরত আবু বকর (রা)
ii. হজরত বেলাল (রা)
iii. আবু জেহেল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ক

১৬০. হজরত উমর (রা) সৈনিকগণ ছিল— (অনুধাবন)
i. নিয়মিত বাহিনী
ii. অনিয়মিত বাহিনী
iii. আধা-নিয়মিত বাহিনী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ক

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ১৬১ ও ১৬২নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করে। প্রতিটি সেক্টরে একজন করে সেক্টর কমান্ডার ও তাঁদের অধীনে সেনাদল নিযুক্ত করে দুর্বার আন্দোলন ও প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়।

১৬১. উদ্দীপকে খুলাফায়ে রাশেদিনের কোন যুদ্ধের কৌশল পরিলক্ষিত হয়? (প্রয়োগ)
ক আজনাদাইনের যুদ্ধ
খ বুজাখার যুদ্ধ
গ রিদ্দা যুদ্ধ
ঘ কাদেসিয়ার যুদ্ধ গ

১৬২. উক্ত যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. ভণ্ড নবিদের বিরুদ্ধে
ii. সধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে
iii. বেদুইনদের বিরুদ্ধে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ক

উদ্দীপকটি পড়ে ১৬৩ ও ১৬৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
জনাব তাজুল সাহেব একজন জনপ্রিয় ইউপি চেয়ারম্যান। তার কল্যাণমুখী শাসনের জন্য জনগণ তাকে খুব ভালোবাসে। ইউপি সদস্যদের সাথে তার সম্পর্ক চমৎকার। তিনি সকলের সাথে পরামর্শ করে কাজ করেন। তিনি বলেন যে, পরামর্শের মাধ্যমে গৃহীত সিদ্ধান্তে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। [ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস]

১৬৩. তাজুল সাহেবের প্রশাসনে হজরত উমরের (রা) প্রতিষ্ঠিত কোন প্রতিষ্ঠানটির আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে? (প্রয়োগ)
ক বায়তুল মাল
খ মজলিস-এ শুরা
গ দিওয়ানুল খারাজ
ঘ সাহেবুল আহাদ খ

১৬৪. পরামর্শ করে কাজ করার মাধ্যমে একজন শাসকের যে বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে, তা হলো---(উচ্চতর দক্ষতা)
i. গণতান্ত্রিক মনোভাব
ii. উদারতা iii. ধর্মীয় আদর্শ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ঘ

উদ্দীপকটি পড়ে ১৬৫ ও ১৬৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মিনহাজ একটি বিখ্যাত জাদুঘরে রক্ষিত একটি তরবারি দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়। তরবারিটির নাম 'জুলফিকার'। মিনহাজের তখন এই তরবারি ব্যবহারকারীর নাম মনে পড়ে।

১৬৫. মিনহাজের কার কথা মনে পড়ে? (প্রয়োগ)
ক হজরত আবু বকরের (রা) কথা
খ হজরত উমরের (রা) কথা
গ হজরত উসমানের (রা) কথা
ঘ হজরত আলীর (রা) কথা ঘ

১৬৬. উক্ত তরবারির সাথে জড়িয়ে আছে- (উচ্চতর দক্ষতা)
i. বীরত্বের স্বীকৃতি ii. বদরের যুদ্ধে বীরত্ব
iii. খায়বার বিজয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ক

Teachingbd.com